A DISCOURSE ON WOMAN.

BY

KALEEP RASANNA GHOSE.

নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রণীত।

"Let Justice reign, though Heavens fall."

"স্বর্গও যদি চূর্ণ হইয়া পড়ে তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও।"

কলিকাতা

সিমুলিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ১৬৮ নম্বর ভবনে
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৭। আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

যে উদ্দেশে এই পুস্তক খানি লিখিত হইল, মুখবন্ধ পাঠেই তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানা বিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির বাক্যও ইহার স্থানে স্থানে অনুবাদিত হইয়াছে। দেশের হিতাভিলাষী মহাশয়গণ বিনিবিষ্ট-চিত্তে একবার ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী প্রিয়বন্ধু শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সস্নেহ প্রযত্নেই এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। যদি কৃতজ্ঞতাই স্নেহের সমুচিত প্রতিদান হয়, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

১৫ আশ্বিন
বঙ্গাব্দ ১২৭৬

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব।

মুখবন্ধ।

ইতিহাস-চক্ষুতে মনুষ্যজাতির সেই আদিম বন্য-দশা অবলোকন করিয়া, মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান সুশ্রীক সুসভ্য অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মন বিস্ময়ে অবশপ্রায় হয়। আমরা যখন একবার মনুষ্যজাতির আদিম দশার নানাবর্ণ-বিচিত্রিত মুখচ্ছবি, অনাবৃত কিংবা একদেশ-সমাচ্ছাদিত শরীর, ভূগর্ত্তস্থ নিবাস-স্থান এবং আহারীয় অপক্ক মাংস স্মরণ করি; আবার অধুনাতন সভ্যজাতীয় মনুষ্যের আহার, পরিচ্ছদ, আবাস-অট্টালিকা, বিদ্যালয়, গ্রন্থালয়, ধর্ম্মাধিকরণ এবং রাজসভার প্রতি দৃষ্টিপাত করি; তখন বর্ত্তমান মনুষ্যজাতিকে প্রাচীন মনুষ্যজাতির বংশধর স্বীকার করা দূরে থাকুক, ইহারা উভয়ে যে একজাতীয় ও একপ্রকৃতিক জীব, মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করাই আমাদিগের দুষ্কর হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতির এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রকৃতির কোন্ অলক্ষিত শক্তি-প্রভাবে পৃথিবীর মুখচ্ছবি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইল?

[illegible] হইলে [illegible] [illegible] পারি।

[illegible] সম্পাদিত হইল।

[illegible]

[illegible] আলোকিত [illegible] একটি [illegible]

[illegible] কারণ [illegible]

এই প্রশ্নের নানা প্রকার উত্তর প্রদান করেন। কাহারও [illegible]

যে মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তির ক্রমিক বিকাশই এই পরিবর্তনের নিদান। কেহ বলেন, মনুষ্যের [illegible] প্রবৃত্তি হইতেই এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে সম্পাদিত হইয়াছে। [illegible] মধ্যে অনেকের আবার এইরূপ বিশ্বাস যে, [illegible] জ্ঞানধর্ম নয়, [illegible] নিকট [illegible] প্রকৃতি এই পরিবর্তনের কারণ নহে; কিন্তু [illegible] স্বাভাবিক [illegible] মনুষ্যজাতির এই [illegible] পরিবর্তনের [illegible]।

একটুকু চিন্তা করিলে এই শেষোক্ত মতই অধিক [illegible] বলিয়া প্রতীত হয়। এ কথাতে [illegible] [illegible] যে, সমাজ [illegible] না হইলে [illegible] বর্তমান অবস্থায় [illegible] উপস্থিত হইতে পারিত না। [illegible] মনুষ্য যদি নিউটনের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন [illegible] [illegible] ন্যায় [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] মনুষ্য [illegible] হইত, [illegible] সমাজ [illegible] না হইলে [illegible] পারিত না। যে একাকী প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম [illegible]

পারে না। একাকী বাত বিদ্যুৎ জল অগ্নি প্রভৃতি সৃষ্টির অন্ধ শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া উহাদিগের দ্বারা ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন সংসাধন করিতে সমর্থ হইত না। একটী মাত্র বালুকণা ফুৎকারেই স্থানান্তরিত হয়। স্তূপীকৃত বালুরাশি আমেজনের উন্মাদ স্রোতও প্রতিরোধ করিতে পারে। এই বিপুলায়তনা পৃথিবী বালুকণা হইতেও সূক্ষ্মতর অগণিত পরমাণু-পুঞ্জের সম্মিলিত পিণ্ডমাত্র। একটী মনুষ্য পৃথিবীর কোন যৎসামান্য কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু সমুদয় মনুষ্য-জাতি সম্মিলিত হইলে, সম্ভবপর এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা সম্পাদিত হইতে না পারে। প্রত্যেক মনুষ্যই এক একটী শক্তি-স্বরূপ। সমাজ সমুদয় মনুষ্যজাতির শক্তির সম্মিলিত ভার। সম্মিলিত মনুষ্য-শক্তির নিকট শৈলাকার প্রতিবন্ধকও মস্তক অবনত করে। কল্পনা করিলে বোধ হয় যেন, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জের আধার-স্বরূপ মনুষ্যাকৃতি কতকগুলি পদার্থ পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল, জন-সংসর্গ-লালসা বন্ধনীরজ্জু হইয়া তাহাদিগকে একত্র বন্ধন এবং তাহাদিগের দ্বারা বিশ্ববিধাতার কোন গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সংসাধন করিয়া লইতেছে।

আমরা বলিয়াছি যে, একটী মনুষ্য পৃথিবীর কোন যৎসামান্য কার্য্যও করিতে পারে না; এ কথা বস্তুতই ঠিক। মনুষ্য-মনের জ্ঞান-গুণের গরিমার চিহ্ন যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিবে তাহাই সম্মিলিত মনুষ্য-শক্তির ফল। মিসর দেশের পর্ব্বতোপম পিরেমিড্ এবং আমাদিগের

মনুষ্য-শক্তি সম্মিলিত হইয়া মানবজাতির উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়াছে এই কারণেই বনচারী মনুষ্য এইক্ষণে দেব-শোভা ধারণ করিয়াছে।

মনুষ্য-জাতির অতীত উন্নতির মূল কারণ আমরা অবগত হইলাম। কিন্তু অতীত কি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে? মনুষ্যজাতির ভাবী উন্নতি কি প্রকারে সংসিদ্ধ হইতে পারে, এইক্ষণে তাহাই আমাদিগের বাস্তব জিজ্ঞাস্য। উন্নতি চির দিনই আপেক্ষিক থাকিবে। অনন্ত যাহাদিগের আশাস্থল, পরিমিত—সীমাবদ্ধ উন্নতি তাহাদিগের হৃদয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে পারে না। সকল সময়ের জ্ঞানীরাই যে মনুষ্য-জাতির দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া সমানভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কবিরা যে চিরকাল ধরিয়াই একতানে বিলাপ করিয়া আসিতেছেন, ইহাই তাহার কারণ। যে অবস্থা মনুষ্য-জাতির নিকট এক সময়ে অতীব দুর্লভ বোধ হয়, লব্ধ হইলে আর উহার তাদৃশ গৌরব থাকে না। সভ্য জাতীয় মনুষ্যেরা এইক্ষণে যে পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছেন, পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে কাহার স্বপ্নও এত উচ্চে উত্থান করে নাই। কিন্তু এই বর্ত্তমান সভ্যতাতে কে সন্তুষ্টচিত্ত রহিতে পারে? বর্ত্তমান সভ্যতার সুদৃশ্য বহিরাবরণের অন্তরালে এক্ষণেও এত পাপ, এত দুঃখ দুর্গতি বিকট-মূর্ত্তিতে রহিয়াছে যে, তাহা দর্শন করিলে, সকলেরই চিত্ত ভয়ানক অন্তর্জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়। নিষ্কর্ম্মা নির্গুণ ধনিসন্তান ক্ষণকালের জন্যও পরিশ্রম না করিয়া স্তূপীকৃত অর্থরাশির মধ্যে নিমজ্জিত রহিতেছে, ভোগেই সমুদয় জীবন অপব্যয়িত করিতেছে; তাহার দ্বারদেশে, অশক্ত

আমরা এ স্থলে মাত্র দুই একটীর নামোল্লেখ করিলাম, কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অন্তঃপ্রদেশে ইহা হইতেও এত ভয়ানক দুর্গতি এবং পাপাচার বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, তৎসমুদায় চিন্তা করিলে চিত্ত দুঃখে জর্জ্জরিত এবং নিরাশ হইয়া পড়ে। মনুষ্য-সমাজ আর যে উত্থান করিতে পারিবে, উচ্চতর উন্নতিতে অধিরোহণ করিবে, এরূপ আশা একবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উপদেশ করেন যে, উন্নতিই সমাজের প্রকৃতি। যেমন সামাজিক বন্ধন মনুষ্যজাতির অতীত উন্নতি সাধন করিয়াছে, তেমন সামাজিক মূল নিয়ম-সমূহের সংশোধনই মনুষ্যজাতির ভাবি মঙ্গল বিধান করিবে। এক সময়ের জ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, যে সমস্ত পাপ এবং দুর্নীতি সমাজের বহিরঙ্গনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদিগের চক্ষুকে ব্যথিত করে, তৎসমুদায়ের শাসন এবং বিমর্দ্দনেই সমাজ সংশোধিত হইবে। কিন্তু অধুনাতন গাঢ়দর্শী সমাজতত্ত্ব-বেত্তাদিগের স্থির সংস্কার এই যে, পাপ এবং দুর্গতির মূল যাহাতে সমাজ হইতে উৎপাটিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা বিধেয়। সামাজিক যে সমস্ত নীতি নিয়ম সমাজের পাপ এবং দুর্গতিকে পরিপোষণ করিয়া রাখিয়াছে, মনুষ্যজাতির কল্যাণ এবং উন্নতি সাধন করিতে হইলে তৎসমুদায়ের মূলেই আঘাত করা উচিত। এই শেষোক্ত উপায়ই যে মনুষ্যসমাজের বাস্তব উন্নতির একমাত্র উপায়, তাহাতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও সংশয় হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, যে দেশ দারিদ্র্য-দুঃখের নিরাকরণ না করিয়া চৌর্য্য দস্যুতা দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, সে দেশের চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে নাই।

নাশ করে। মনুষ্য-সমাজ চৌর দস্যুর দুর্গতি অপনোদনের জন্যও চেষ্টা করিবে, অথচ উহার মাতা ভগিনী এবং দুহিতা প্রভৃতিকে ভুলিয়াও একবার মনে করিবে না, ইহা কি নিতান্ত অসহনীয় নয়?

ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে দ্বিধা মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য-সমাজকে দুই অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন—নারী এবং নর। এই স্ত্রী-পুরুষগত প্রভেদের উপরই সমাজের সৃষ্টি স্থিতি স্থাপন করিয়া বিশ্ববিধাতা কিরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞান এবং গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে মন বিস্ময় এবং ভক্তিভরে অবশপ্রায় হয়। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের এবং নিতান্ত লজ্জার বিষয় এই যে, মনুষ্য সামাজিক সকল বিষয়ে নারীজাতিকে চিরদিনই ইচ্ছা পূর্ব্বক গণনার বাহিরে রাখিয়া আসিতেছে। ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় লজ্জাকর আদরেই হউক, অথবা ঘোরতর কষ্ট ক্লেশেই হউক, কোন মতে জীবন অতিবাহিত হইলেই ইহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইল, আর কিছুই চাই না, এইরূপ স্থির করিয়া মনুষ্যজাতি ইহাদিগের হৃদয়-বিদারক দুরবস্থার প্রতিও অন্ধ, ইহাদিগের দুঃখের মর্ম্মভেদী বিলাপ-ধ্বনির প্রতিও বধির। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম কোথায় কে দীর্ঘকালের জন্য অবহেলন করিতে পারে? তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল আপনিই মনুষ্যকে সচেতন করিয়া দেয়।

শরীর সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম সকল ক্রমাগত অবহেলন করিলে, যেমন এক সময়ে কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইয়া, রোগের প্রতীকার পর্য্যন্ত মনুষ্যকে আহার নিদ্রাতেও বঞ্চিত করে; দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক নিয়মসমূহ ক্রমাগত

ক্লিষ্ট করিয়াছে, উহার কি কিছুই কারণ নাই? ভৌতিক জগতে যেমন আকস্মিকতার আধিপত্য নাই, সমুদয় ঘটনাই ঈশ্বরের নিয়মাধীন, সামাজিক জগতেও সেইরূপ কিছুই আকস্মিক নহে। গাঢ় দৃষ্টির নিকট প্রতি ঘটনাতেই ঈশ্বরের হস্ত পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না যে, ফ্রান্স এবং ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট্ উহাদিগের সমাজ-বক্ষে বহুকাল ব্যাপিয়া কতিপয় ভয়ানক পাপ পোষণ করিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই অবশেষে এইরূপ ভয়ানক প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছিল।

✓মনুষ্য-সমাজ, সভ্য অসভ্য সকল দেশেই, নারীজাতিকে চিরদিন যেরূপ লজ্জাজনক দুর্গতিতে রাখিয়া আসিয়াছে, অনেক স্থলেই অনেকে এইক্ষণে এইরূপ অনুমান করেন যে, তাহার প্রতিফলের দিন আর দূরবর্ত্তী নহে। সামাজিক নীতিতত্ত্ববেত্তারা এক্ষণে বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে, নারীজাতির হিতাহিত বিষয়ে আর উদাসীন রহিবার সময় নাই। যে সকল ভয়ানক পাপস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সমাজের সুখ শান্তি ধৌত করিয়া দিতেছে, তদ্দর্শনে কে আর এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিতে পারে? মনুষ্যসমাজ স্থানে স্থানে যেরূপ কলঙ্কিত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, একবার তাহা চক্ষুর গোচর হইলে কাহার চিত্তে না ভয়ানক ব্যথা এবং ভয় উপস্থিত হয়? মানব-সমাজ শোধন করিতে হইলে এ কথা ধ্রুব নিশ্চয় যে, নারীজাতির দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে হইবেই হইবে। সমাজের অর্দ্ধসঙ্খ্যক জীব দিন দিন অধোগতিই প্রাপ্ত হইবে, অথচ সমাজ উন্নত হইবে; অর্দ্ধাঙ্গ ভয়ানক

হয়, ভারতবর্ষের ভয় এবং দুঃখ যে কত হওয়া উচিত, তাহার কল্পনাই হইতে পারে না। আমরা এই নিমিত্ত মনে করিয়াছি যে, নারীজাতির প্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি যে সমস্ত প্রশ্ন নারীজাতির শুভাশুভের সহিত বিশেষ রূপে সংসৃষ্ট রহিয়াছে, আমরা সাধ্যমত তাহার আলোচনা করিব। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান্‌দিগের এ বিষয়ে কিরূপ মত, হিন্দুসন্ততিগণই বা এ বিষয়টিকে কিরূপ চক্ষে অবলোকন করেন, আমরা তাহারও অনুসন্ধান করিব এবং পুরুষজাতির সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির, এবং সাধারণ নারীজাতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ভারতবর্ষের কুলনারীগণ কি উপায়ে ক্রমশঃ সৌভাগ্য এবং উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে; সমাজের মূলদেশ হইতে কি কি পাপ এবং কি কি ভ্রম অপসারিত হইলে সমাজ অধিকতর সুস্থ, সুশ্রী এবং বলিষ্ঠ হইতে পারে, নর নারী পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে পারে, সমাজের ধর্ম্মভিত্তি আরও দৃঢ়তর হয়, আমরা সে বিষয়েও আমাদিগের মত ও বিশ্বাস অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করিব। আমরা নারীজাতি-বিষয়ক যাহা কিছু লিখিব, তাহাতে বিশেষ কোন দেশ আমাদিগের লক্ষ্যস্থল হইবে না। কিন্তু আমাদিগের ভারতবর্ষের আচার-পদ্ধতি এবং অবস্থানুসারে যে সমস্ত কথা শুদ্ধ আমাদিগের দেশেই বর্ত্তিতে পারে, আমরা যথাস্থলে তাহারও উল্লেখ করিব। যদি আমরা অকৃতকার্য্য হই, হৃদয়ে অনুরাগ নাই—এ জন্যে নয়, আমাদিগের শক্তির ন্যুনতাই তাহার কারণ হইবে।

নারীজাতির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ মত যে, পুরুষজাতির প্রকৃতির সহিত উহার কিছুই প্রভেদ নাই, সুইডেনবর্গ প্রভৃতির মতানুসারীদিগের আবার এইরূপ বিশ্বাস যে, ঈশ্বর নর নারীর অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এক নিত্যস্থায়ী মহান্ প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, লোকান্তরেও ঐ প্রভেদ রহিয়াই যাইবে। কিন্তু বস্তুতঃ এই উভয় বিরুদ্ধ মতই আংশিক রূপে সত্যমূলক। প্রকৃতিতে এবং জীবনের লক্ষ্যে ঈশ্বর নর নারীতে প্রভেদ করিয়াছেন, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না; পক্ষান্তরে এইরূপ বলাও সঙ্গত হয় না যে, মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের প্রকার এবং পরিমাণ-বিষয়ে নর নারী প্রকৃতিতে কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই। যেমন একই উপকরণে গঠিত হইয়াও শরীর-সম্বন্ধে নর নারীর আশ্চর্য্য প্রভেদ রহিয়াছে, সামর্থ্য এবং শোভা, উভয়ই ঈশ্বরের কল্পিত অথচ ভিন্নরূপ; নর নারীর হৃদয় এবং মনের বৃত্তি এবং শক্তিসম্বন্ধেও ঈশ্বর সেইরূপ একটী আশ্চর্য্য প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। মানসিক এমন কোন শক্তি পুরুষের নাই, যাহা নারীজাতিও প্রাপ্ত হয় নাই, এবং হৃদয়ের এমন কোন ভাব নারীজাতিকে পরিশোভিত করে নাই, যাহা পুরুষ-প্রকৃতিতেও পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক অভিন্নতাসত্ত্বেও স্বভাব, রুচি এবং মনের গতি-সম্বন্ধে নর-নারীতে এতই প্রভেদ রহিয়াছে যে, নিতান্ত স্থূলদর্শী চক্ষুও উহা অবলোকন করিতে পারে। নর নারীর আশৈশব মরণ-পর্য্যন্ত জীবন সমালোচনা করিলে মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ প্রভেদ অস্বীকার করা যায় না। ক্রীড়ারস-নিমগ্ন বালিকাতেও আমরা যে ভীরুতা, শালীনতা, এবং স্নেহ মমতা অবলোকন করি,

জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে কি প্রভেদ থাকা উচিত, তাহা জানিতে হইলে ইহাদিগের প্রকৃতিগত প্রভেদ বিশেষ রূপে অনুসন্ধেয়।

কিন্তু অনেকে এস্থলে এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, নরনারীর প্রকৃতি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধে এক অথচ ভিন্নরূপ, এই উক্তি নিতান্ত ভ্রমমূলক ; শ্রবণমাত্রই ইহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, পুরুষজাতির সমুদয় লোককেই ত তাঁহারা অভিন্নপ্রকৃতি স্বীকার করেন ? কিন্তু প্রকৃতির অভিন্নতা সত্ত্বেও মনোবৃত্তিসমূহের বিকাসগত তারতম্য-নিবন্ধন পুরুষজাতির এক জনের সহিত আর এক জনের কি ভয়ানক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না ? কাহারও যশোলালসাই তাহার সমুদয় মনোবৃত্তিকে পরাভূত করিয়া রাখে ; কাহারও কর্ণে স্তুতিনিন্দা উভয়ই সমান, প্রশংসার মধুর ধ্বনিও তাহাকে তরলিত করে না এবং তিরস্কারের তীব্র আঘাতও তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কাহারও হৃদয় কোন দুঃখের কাহিনী শ্রবণে একেবারে বিগলিত হইয়া যায় ; অথচ এমন লোকও অহরহঃ দৃষ্টি-গোচর হয়, যাহার চক্ষু পরের দুঃখে চিরজীবনে এক বিন্দু জলও বিসর্জ্জন করে নাই। কাহারও আপাদ-মস্তকই স্বার্থপরতাপূর্ণ, এমন কিছুই নাই, যাহা স্বার্থের অনুরোধে সে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয় ; কাহারও সমুদয় জীবনই পরার্থে বিসর্জ্জিত রহিয়াছে, পরের নিমিত্ত প্রাণদানেও তাহার উৎকণ্ঠা এবং কৃপণতা নাই। কেহ শুদ্ধ অর্থোপার্জ্জনেই সমুদয় জীবন ব্যয় করে, উপার্জ্জিত অর্থকে

অংশে যে পরিমাণে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, হৃদয়ের প্রাশস্ত্য এবং লোকোত্তর মধুরতাতে সেই পরিমাণে স্ত্রীলোকের গৌরব। পুরুষজাতির মধ্যে যাহারা অশেষবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগকে একেবারে অসুরপ্রকৃতি করিয়া তুলিয়াছে এবং নারীজাতির মধ্যেও পাপে পাপে যাহাদিগের অস্থি পর্য্যন্ত মলিন হইয়াছে, যাহাদিগকে দেখিলে পিশাচী বলিয়াই বোধ হয়, আমরা এইক্ষণে তাহাদিগকে গণনার মধ্যে আনিতেছি না। প্রকৃতি যাঁহাদিগের অবিকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতিই এইক্ষণে আমাদিগের দৃষ্টি ; এবং সেই অবিকৃত-হৃদয়া অবলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কাহার না প্রতীতি হইবে, কে না বলিবে যে, বিশ্বরচয়িতার সৃষ্টিরূপ উদ্যানে এমন আশ্চর্য্য কুসুম আর নাই। অবিকৃতহৃদয়া অবলাদিগের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা, স্বাভাবিক পরোপকার ব্যাকুলতা, স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ এবং ঈশ্বরানুরাগ যখন আমরা অবলোকন করি, তখন আমরা অন্তর হইতে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না যে, ইহাঁরা বস্তুতই ভূচারিণী দেবী। জগতে শান্তির সলিল সিঞ্চন করিবার জন্যই ঈশ্বর ইহাঁদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। দয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি স্বর্গসুন্দরীগণ আমাদিগের শোক সন্তাপ হরণের জন্যই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পুরুষের বুদ্ধি যেমন ভয়ানক কঠিন অজ্ঞানশৈলকে ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তর হইতে সত্যকে আনয়ন করে, স্ত্রীলোকের স্নেহ তেমন লৌহহৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। পুরুষের সাহস, পরাক্রম এবং অটলতায় যেমন আমাদিগের

প্রৌঢ়তা এবং স্বাবলম্বন তাহাতে সম্ভবেই না, হইলেও যার পর নাই অসৌষ্ঠবের এবং বিরক্তিরই কারণ হয়। নারী-প্রকৃতিতেও কোমলতা প্রভৃতি স্নিগ্ধ গুণরাজিই স্বাভাবিক, সুতরাং শোভাকর এবং সম্মানপ্রদ। পুরুষগুণ সম্ভবপর হইলেও প্রকৃতির বিড়ম্বনা।

আমরা বলিয়াছি যে, বুদ্ধি-সামর্থ্যে কনীয়সী হইয়াও, হৃদয়াংশে নারী অত্যন্ত সম্মাননীয়া। নারীহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অতীব চমৎকার, মনুষ্যপ্রতি স্নেহও আশ্চর্য্য। নারী স্বভাবতই আস্তিক; নাস্তিকতা নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। নাস্তিক নারীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এত বিরল যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নির্ভরের ভাব এইরূপ প্রগাঢ় রূপে যাহাদিগের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, আশ্রয় এবং অবলম্বন বিহীন হইয়া যাহারা ক্ষণ কালের জন্যও জীবিত থাকিতে পারে না; তাহাদিগের চিত্ত যে কখনও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে পারে, ইহা আমাদিগের বিশ্বাসই হয় না। তীব্রবুদ্ধি নাস্তিকদিগের সকল যুক্তির বিরুদ্ধে নারীর হৃদয় এক আশ্চর্য্য জীবন্ত গ্রন্থস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সময়ের শাসনানুসারে কোন দেশে যখন কোন পুরাতন ধর্ম্মের প্রলয় এবং কোন নূতন ধর্ম্মের উদয়কাল উপস্থিত হয়, তখন সেই পুরাতন ধর্ম্ম সর্ব্বশেষে নারীহৃদয় পরিত্যাগ করে। পুরাতন ধর্ম্ম যখন তাহার দুর্গস্থান নারী-হৃদয় পরিত্যাগ করিল, নূতন ধর্ম্ম তথায় প্রবেশপথ পাইল, তখনই প্রচারকেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ইতিহাস অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, যে ধর্ম্ম অন্তঃপুরে

ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পাইয়াই সর্ব্বদা উহার জন্য লালায়িত হয়, এমত আমাদিগের অর্থ নয়। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, পুরুষজাতি অশেষ সাধনায় যেরূপ প্রকৃতি লাভ করে, হৃদয়ের যেরূপ অবস্থা পরমার্থ সম্পদ লাভের জন্য বিশেষ অনুকুল হয়, নারীর প্রকৃতি এবং নারীর হৃদয় স্বভাবতই সেইরূপ। শিশু আপনাকে সরল বলিয়া জানে না, অথচ তাহার সরলতা জগতে অতুল। নারী-জাতির অনেকে হয়ত ধর্ম্ম কি পদার্থ, তাহা কর্ণেও শ্রবণ করে নাই, অথচ ধর্ম্মের সকল ভাবই অভিনব কুসুমের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। প্রগাঢ় ভক্তি এবং বিশ্বাসের সহিত সেই ত্রিভুবননাথ করুণাময়ের চরণে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ জানে না যে, ভক্তি এবং বিশ্বাসই মুক্তির পথ; ক্ষুধিত এবং তৃষিতকে অন্নজল প্রদান করিতেছে, অথচ এই মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করে না যে, "অদ্য ঈশ্বরের একটী প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম।" বালক যেমন অনুমান কাহাকে বলে জানে না, অথচ অনুমান করে; কার্য্য কারণের সম্বন্ধ জানে না, অথচ কার্য্য দেখিলেই কারণের অনুসন্ধান করে, প্রতি ঘটনাসম্বন্ধেই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা মাতাকে যার পর নাই বিরক্ত করে; নারী-জাতিও সেইরূপ জানে না যে, তাহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অত্যন্ত তেজস্বিনী, অধ্যাত্মবিষয়ক সহজ জ্ঞান স্ফুটতর এবং সূক্ষ্ম-তর, অথচ পরমার্থতত্ত্বের মূলগত সত্যে অনায়াসে তাহারা উপনীত হয়। যুক্তির জটিল পথে বহুক্ষণ তাহাদিগকে বিচ-রণ করিতে হয় না। "ঈশ্বরে ভক্তি এবং নির্ভর করা উচিত,

যখন স্বয়ং ঈশ্বর ভক্তি-ভাজন এবং সকলের আশ্রয়, দয়াশীল পালকের দয়া নহে, অতএব সকলেরই দয়াশীল হওয়া কর্তব্য তর্ক বিচার এতদ্রূপ বিতণ্ডা না করিয়াও অনেক কুলনারী ভগবৎ-প্রেরিত স্নিগ্ধ জ্যোতিতে বক্ষঃস্থল আলোকিত করিয়াছে। এই নিমিত্তই অনেকে বলেন যে, ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল মহাগভীর তত্ত্ব জ্ঞানী পুরুষ বুদ্ধির অনেক চালনা ও অনেক আয়াস করিয়া লাভ করিয়াছেন, নারীজাতি সহজেই তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে। ঈশ্বর পূর্ণমঙ্গল। তাঁহার প্রেমময় রাজ্যে কাহারই সর্বনাশ সম্ভবপর নহে। শোকাকুল, তাপী, দুঃখী, দুর্ভাগা, সকলকেই তিনি এক দিন শীতল করিবেন, এবং ঘোরতর পাপীও ইহলোকেই হউক, পরলোকেই হউক, এক দিন তাঁহার অভয়পদ অবশ্যই লাভ করিবে, ধর্মতত্ত্ব বিচার এই সান্ত্বনা সত্য মানব সমাজে প্রচার করিবার জন্য মঙ্গলবাদী ধর্মোপদেষ্টাদিগের কত পরিশ্রম এবং কত কঠিন সংগ্রাম আবশ্যক হইয়াছে, তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু নারীজাতির নিকট এই শুভসমাচারের সনাতন সত্য উচ্চারিত মাত্র হউক, তাহাদিগের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই মধুরস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উপদেষ্টার মন প্রাণ শীতল করিবে। উপাসিকাদিগের যে স্থলে পাদচারণা করা ধর্মযোগীগণও ক্লেশকর, নারীহৃদয় তাহা হইতে উচ্চতর ভূমে আরোহণ করে। বিশ্বাস যাহাদিগের সহায়, নির্ভরই অবলম্বনের প্রকৃতি, ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হইতে তাহারা কি কখনও কুণ্ঠিত কি ভীত হয়? ভয় এবং আশঙ্কা এইরূপ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। জ্ঞানী পুরুষ শুষ্ক বুদ্ধিযোগে ঈশ্ব-

রকে অবগত হইতে চায়, শুদ্ধ জ্ঞানযোগেই ঈশ্বরের সিংহাসন সমক্ষে উপনীত হইবার জন্যে আকাশে উড্ডীয়মান হয়, কিন্তু বহুদূর উত্থানের পরও কৃতকার্য্য না হইয়া ক্লান্তভাবে পুনরায় ভূপতিত হয়। নভোমণ্ডলে তন্ন তন্ন করিয়া লাপলাস্ সূর্য্য চন্দ্র তারকার নিকট ঈশ্বরের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে, ভূধর-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অনুসন্ধান করে, সাগর-গর্ভে এবং ভূগর্ভেও প্রবেশ করে; কোথায়ও ঈশ্বরের নিশ্চয় বার্ত্তা না পাইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া প্রত্যাগত হয়। কিন্তু সরল-হৃদয়া নারী ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া আত্মার অভ্যন্তর দেশেই কাতরশরণ পরমেশ্বরের শান্তি-সঞ্চারিণী প্রীতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে। চক্ষু যাহা দেখে নাই, তাহা দর্শন করিয়া, কর্ণ যাহা শুনে নাই, তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ঈশ্বর ইহাদিগের নিকট "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম" নহেন। ইহাদিগের কোমল স্নিগ্ধ হৃদয়ে তিনি সকল সময়েই "শান্তং শিবং সুন্দরম্।"

আমরা নারীহৃদয়ের স্বভাবলব্ধ পরমার্থ তত্ত্বানুরাগ এবং ঈশ্বর-সহবাস-লালসা বিষয়ে যাহা লিখিলাম, আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, পাঠক হয়ত ইহা অত্যুক্তি-দোষে দূষিত মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে, আমরা শুদ্ধ অন্ধ শ্রদ্ধা কর্ত্তৃকই পরিচালিত হই নাই। মানবচিত্ত আমরা যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নারীপ্রকৃতি-সম্বন্ধে আমাদিগের এই সংস্কার তাহারই উপর সংস্থাপিত, কপোলকল্পিত নহে। পৃথিবীর অনেক সূক্ষ্মদর্শী প্রবীণ পুরুষদিগের আলোচনার ফল এবং অভিজ্ঞতাও আমাদিগের এই সংস্কারটীকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। ইংলণ্ডের

উৎকৃষ্ট সকল প্রকারের প্রবৃত্তিই সমধিক বেগবতী, এবং প্রীতির বশীকরণী শক্তিতে যাবৎ ইহাদিগের ঐ বিরুদ্ধ স্বভাব বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য না হয়, তাবৎ ইহারা শান্তি লাভে অধিকারী হয় না। অভ্যন্তরীণ সংগ্রামেই হৃদয় বিলোড়িত থাকে। কিন্তু নারীপ্রকৃতির ভাগ যে সকল আত্মাতে অধিক, তাহারা এই সমস্ত অন্তর্ব্বিরোধের দুঃখযাতনা প্রায়শঃ ভোগ করে না। হৃদয়ের ভাবনিচয় স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বে ইহারা জীবনবর্ত্মে এক পদও অগ্রসর হয় না, সুতরাং বিবেক এবং হৃদয়ের কলহ নিবন্ধন অশান্তি ইহাদিগকে ধর্ম্ম হইতে বিমুখ রাখে না। ইহাদিগের হৃদয়ও মধুর, ধর্ম্মও ইহাদিগের নিকট মধুর, কোন কঠোর ব্রত নহে। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যই যেমন ইহাদিগকে অধিক বিগলিত করে, ধর্ম্মের সুন্দর সুধাময় জ্যোৎস্নার ভাগই ইহাদিগকে তেমন অধিক আকর্ষণ করিয়া লয়। ঈশ্বরসাধন যে ইহাদিগের পক্ষে অধিক সুসাধ্য, তৎ-প্রদর্শনার্থ গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "ঈশ্বরকে ইহারা এক জন রুক্ষ-প্রকৃতি বিচারক রূপে অবলোকন করে না, এক জন মহিমান্বিত শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করে না; তিনি ইহাদিগের চক্ষে একটী সুন্দর সমঞ্জসীভূত জগতের প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা, মঙ্গলসঙ্কল্প এবং দয়ালু, করুণাময় অথচ পবিত্র। ইহাদিগের প্রকৃতিতে দার্শনিক বৃত্তি নিচয়ও প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় না; ইহাদিগের আত্মানুসন্ধান নাই বলিলেই হয়। ইহাদিগের অভাব এবং অপূর্ণতা যে ইহাদিগকে ব্যথিত এবং শান্তিবিরহিত করে না, তাহারও কারণ এই। কিন্তু এ জন্য ঈদৃশ উক্তিও সঙ্গত হইবে না যে,

তাহার বাস্তব কারণ এই যে, ঈশ্বর-বিষয়ে ইহাদিগের অপরিমার্জ্জিত সংস্কার সকলও ইহাদিগের বিরুদ্ধপ্রকৃতিক মনুষ্যদিগের সংস্কার অপেক্ষা সত্যের অধিকতর সন্নিহিত। ঈশ্বর বস্তুতই এমন উগ্রপ্রকৃতি বিচারপতি নহেন যে, কোন বিধি-বিশেষের প্রতিপালন অক্ষরে অক্ষরে আমাদিগের নিকট গণনা করিয়া লইবেন। তাঁহাতে এমন কিছুই নাই, যাহা সরলমতি মনুষ্যদিগকে ভয়ে ভীত করিতে পারে। আমাদিগের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অবস্থা হয় ত যাহার অন্তর্গত হইতে পারে না, অধ্যাত্মসম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি তিনি এমত সাধারণ বিধি লইয়া কার্য্য করেন না। ইহাই তাঁহার পূর্ণতা যে, প্রত্যেকের প্রতিই তিনি এরূপ চক্ষে দৃষ্টি করেন, যেন, অপর আর কেহই নাই। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই হয় যে, ঈশ্বরবিষয়ক পুরাতন পরুষ সংস্কারনিচয়ই রুক্ষ, পরিপক্কতর আধ্যাত্মিকতা তাঁহার অনন্ত প্রেমেরই সাক্ষ্য দেয়। এ স্থলে এক্ষণে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যাহা কথিত হইল, তদনুসারে নারীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিক সহজে পবিত্র ধর্ম্মের সন্নিহিত হইতে সমর্থ হয়; পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিক সহজে ঈশ্বরের এই প্রতিজননিষ্ঠ বিশেষ প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহাতে জীবন মন সমর্পণ করে। পুরুষজাতি সংসারের অধিকতর বিস্তৃত ক্ষেত্রে পাদচারণ করে, মানব জীবনের ঘটনাসমুহকে অধিকতর ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেই তাহাদিগের অভ্যাস হয়, মানসিক অপূর্ণতানিবন্ধন সংসারের প্রত্যেক ঘটনার সম্যক্ অবস্থা অবগত হইতে পারে না, এবং প্রত্যেক ঘটনাসম্বন্ধে তদুচিত

কক্ষ অসদৃশেরই সহিত। স্বামী আপনা হইতে ঊর্দ্ধে, সন্তান সকল আপনারই অধীন। ইহাদিগের কৌমার কালের অবস্থাও প্রায় এইরূপ। সুতরাং প্রীতিরসসিক্ত অবনতি এবং স্নেহরসপূর্ণ শাসন ইহাদিগের প্রকৃতির অভ্যস্ত ভাব হইয়া যায়, এবং ইহারা যখন ধর্ম্মের শরণ লয়, তখনও এই সমস্ত ভাব ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। অপিচ তরুণ যুবা সকল যে সমস্ত পরুষ-প্রবৃত্তির পরতন্ত্র হয়, তরুণী নারীদিগের প্রকৃতিতে সে সমস্ত প্রবৃত্তির প্রবলতা অপেক্ষাকৃত ন্যূন, পাপের প্রতি ইহাদিগের প্রলোভননিচয় দুর্ব্বলতর, বিবেকবক্ষে ইহারা অল্পতর আঘাত প্রদান করে, সুতরাংই ধর্ম্মের পথ ইহাদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কোমল হয়। পুরাতন জর্ম্মণেরা যে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই রূপ মনে করিতেন যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের হৃদয়ের অধিকতর গভীরদেশে প্রবেশ করে, সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা তাঁহাদিগের সেই সংস্কারটীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

প্রকৃত সাধকেরা যে শুদ্ধ উদ্বেগ এবং ভয়ে বিচলিত অথবা বিবেকের তীব্র কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াই ঈশ্বরের শরণ লয় না, কিন্তু আশ্রিতের ন্যায় তাঁহার চরণ-তলে নিপতিত রহিতেই যে তাহাদিগের সুখ বোধ হয়; তাহাদিগের হৃদয় স্বাবলম্বন এবং নিভৃততা চায় না বলিয়াই যে তাহারা ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়; মর্ম্ম-বেদনায় কাতর, অথবা মনুষ্যের মমতায় বঞ্চিত হইয়া শুদ্ধ বিপৎকালের বন্ধু বলিয়াই যে তাহারা ঈশ্বরের আশ্রয় লয় না, কিন্তু সকল কালেই তাঁহাতে অবলীন রহিতে চায়; কোন কাম্যবস্তু কামনা করিয়া লয়;

গভীর। যাঁহারা ইহাদিগের ঈশ্বর-প্রীতিবিষয়ে অকারণ সন্দিহান রহিয়াছেন, মনুষ্যের প্রতি ইহাদিগের হৃদয়ের অপরাজিত প্রীতি দর্শনে তাঁহারাও বিস্মিত এবং বিমোহিত হইয়াছেন।

নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান মেঘমালা দিনকরের কিরণ-সম্পাতে নানা সময়ে যেমন নানারূপ ধারণ করে, কখনও নীল, কখনও লোহিত, কখনও পীত বা হরিৎ; প্রীতিও সেইরূপ বিষয়ভেদে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতের চক্ষু চরিতার্থ করে। একই প্রীতি নানারূপে বিরাজমানা হইয়া বিশ্বে ঈশ্বরের অচিন্ত্য মঙ্গল ভাবের পরিচয় দেয়। কখনও গম্ভীর কখনও মধুর, অথচ প্রকৃতিতে সকল সময়েই এক। মনুষ্যের প্রতি প্রীতি যে যে ধারায় প্রবাহিত হয়, উহারা আকারভেদে প্রধানতঃ চারিটী নামে অভিহিত হইতে পারে—ভক্তি, প্রেম, স্নেহ ও দয়া। প্রীতি যখন পিতা মাতা প্রভৃতি সম্ভজনীয় গুরুজনের চরণে প্রণত হয়, তখন উহাকে ভক্তি বলি; যখন অনুরাগরঞ্জিত হইয়া সহৃদয় সুহৃদের মন প্রাণ শীতল করে, তখন উহা প্রেম বলিয়া পরিচিত হয়; যখন বাৎসল্যের বাহুবল্লী প্রসারণ করিয়া অসহায় শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, আত্মজ অথবা অনুজ প্রভৃতির মঙ্গল-চিন্তায় গৌরবান্বিত উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়, আমরা তখন উহাকে স্নেহ নাম প্রদান করি; দীন দুঃখী কাতরের জন্য প্রীতি যখন অজস্র অশ্রুধারা বিমোচন করে, আত্মা এবং আত্মীয় স্বজন বিস্মৃত হইয়া পরার্থেই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, সমুদয় জগৎকেই আপনার করিয়া লয়, তখন উহা

নাই। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দুঃখের কথা পরিত্যাগ কর। মনুষ্য স্বকীয় পাপাচরণ দ্বারা যখন মনুষ্যসমাজে কলঙ্কিত হয়; সহচর প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সকলেই যখন তাহাকে পরিত্যাগ করে; সহোদর সকলও যখন ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে; অধিক কি পিতা আপনিও যখন স্বকীয় আশ্রয়ে বঞ্চিত করেন এবং পাপ বলিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে চান না, তখনও মাতার স্নেহ পরাজিত হয় না। প্রতীপ বায়ুর সংঘাতে স্রোতস্বতীর তরঙ্গমালা যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, সংসারের প্রতিকুলতায় মাতৃস্নেহও সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হয়। সন্তানের দোষরাশি মাতা দেখিয়াও দেখেন না, সন্তানের বর্ত্তমান নিন্দা এবং কলঙ্ক মাতার কর্ণে প্রবেশ-পথই পায় না। তাহার শৈশব সময়ের সহাস্য সরল নয়ন এবং অকলঙ্কিত মুখচ্ছবিই তখন স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মাতার হৃদয়কে পরিপুষ্ট করে এবং সংসার সন্তানের যত কিছু নিন্দাবাদ প্রচার করে, তাঁহার নিকট সমুদয়ই অমূলক এবং অলীক বলিয়া উপেক্ষিত হয়। যখন মাতা স্বচক্ষে সন্তানের অপরাধ দর্শন করেন, সন্তানের অপ্রাকৃত অকৃতজ্ঞতা যখন বিষাক্ত কণ্টকের ন্যায় হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে থাকে, তখনও দুর্ব্বাক্য এবং তিরস্কারে নয়, নিঃশব্দ অশ্রুধারাতেই মাতার দুঃখ এবং ক্রোধ দ্রবীভূত হইয়া যায়। মনুষ্যত্বের সমুদয় লক্ষণ যাবৎ বিলুপ্ত না হইবে, মাতার এই অকৃত্রিম, অপরিমেয় এবং নিঃস্বার্থ স্নেহগুণ স্মরণে মনুষ্য-হৃদয় তাবৎ আপনিই বিগলিত হইয়া পড়িবে। অদ্যাপি ভারতবর্ষে মাতৃস্নেহের স্তুতিগাতিস্বরূপ মাতৃষোড়শী নামক মধুর কবিতাবলী গয়া

হইয়া ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া আরাধনা করে, তাঁহাকে হৃদয় ভরে মাতা বলিয়া আহ্বান করিয়া পাপদগ্ধ এবং ভয়ভীত আত্মাকে শীতল এবং সুস্থির করে। উক্ত মহাত্মা জগতে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রচার করিয়া যে শুদ্ধ জগতের শোক-সন্তাপ এবং পাপনাশনের এক মহৌষধি প্রদান করিয়াছেন, এমন নহে, পৃথিবীস্থ সমুদয় মাতাকে যার পর নাই সম্মান করিয়াছেন; পৃথিবীস্থ সমুদয় নারীকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে চির দিনের জন্য নিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমরা মাতৃস্নেহের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু শুদ্ধ মাতার উদাহরণে নয়, নারীহৃদয়ের প্রীতি সকল সম্বন্ধেই অতুল। পুত্রের মুখে যেমন মাতৃস্নেহের দীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করিবে, ভ্রাতার মুখে সেইরূপ ভগিনীর এবং পিতার মুখে দুহিতার সুস্নিগ্ধ মমতার ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। অধিকাংশ দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রকৃতির তত্ত্ব নিরূপিত হয়, এবং অধিকাংশ দৃষ্টান্তই সাক্ষ্য দেয় যে, কন্যা যেরূপ হৃদ্গত যত্নের সহিত পিতার শুশ্রূষা করে, পুত্রে তাহার শতাংশও দৃষ্ট হয় না। আমরা লজ্জাবনত হৃদয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতার সম্পদ সম্মানের ভাবী উত্তরাধিকারী পুত্র নিশ্চিন্তমনে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখ সেবন করিয়াছেন, কিন্তু চির দিনের উপেক্ষিতা দুহিতা তৃণ-মুষ্টিরও প্রত্যাশা না রাখিয়া পিতার নির্ব্বাণোন্মুখ মুখচ্ছবির প্রতি স্বকীয় অশ্রুপূর্ণ নয়ন স্থির রাখিয়াই সমুদয় নিশি অতিবাহিত করিয়াছে। লজ্জা, ভয়, হর্ষ, দুঃখ সমুদয়ই তখন পলায়ন করিয়াছে, কষ্ট যত কেন হউক না, ভ্রূভঙ্গীও হয় নাই, সমুদয়

এক মুষ্টি অন্নদান করিতে চান, দরিদ্রতাকে তিনি বস্তুতঃ অবমাননাই করেন। প্রকৃত দয়া সম্পূর্ণ রূপে ফলান্তর নিরপেক্ষ। পরদুঃখ নয়নগোচর হইলে, দয়া বিবেকের উপদেশ চায় না; ফলাফল গণনা করিতেও উপবেশন করে না; আতপতপ্ত তুষাররাশির ন্যায় দয়া তখন আপনিই বিগলিত হইয়া পড়ে। নয়ন আপনিই বাষ্প-বারিতে আকুলিত হয়, মুখচ্ছবি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; যথার্থ দয়ার্দ্র ব্যক্তির সমুদয় দেহ মন তখন এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। যাবৎ না সন্নিহিত দুঃখীর দুঃখযাতনা তিরোহিত কি প্রশমিত হয়, প্রকৃত দয়াশীলের নিকট স্বকীয় সমুদয় ভোগ তাবৎ বিষকণার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সুখে হৃদয় লজ্জিত হয়, কিছুতেই শান্তি দেয় না। যাহা উল্লিখিত হইল, ইহাই যদি দয়া এবং দয়াশীলের বাস্তব লক্ষণ হয়, তবে নারীজাতির দয়া যে, সংসারের অশেষ দুঃখের মহৌষধি, এ কথা কি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করিতে পারি? মনুষ্য যখন শোকের অন্তর্দ্দাহে দগ্ধীভূত হয়, সকরুণ সহানুভূতির জন্য সে তখন কাহার মুখপানে দৃষ্টিপাত করে? তাহার সঙ্গে সঙ্গে নয়নজলে ভাসমান হইয়া নারীই কি তখন তাহার অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দেয় না? জীর্ণতনু দরিদ্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে উপস্থিত হয়, গৃহিণীর সুস্নিগ্ধ চক্ষুই কি তাহার প্রতি তখন প্রথম নিপতিত হয় না? অসহায় পথিক অপরিচিত রাজ্যে যখন রোগশয্যায় শয়ান হয়, পুরনারীর শুশ্রূষা এবং শীতল করস্পর্শই কি তখন তাহার দুঃখকে অর্দ্ধ প্রশমিত করে না? লোকহিততৎপর খ্রীষ্ট যিশু যখন দুরাচার দেশীয়দিগের

কিন্তু সাধারণতঃ ইহারাই আবার অধিকতর ধর্ম্মশীল এবং সদনুষ্ঠানও ইহাদিগেরই অধিক। ভদ্রতা এবং বন্ধুতার বাক্যে সম্বোধন করিয়া, আমি সভ্য কিংবা অসভ্য কোন শ্রেণার নারীর মুখেই কখন একটী অভদ্রজনোচিত নিষ্ঠুর উত্তর পাই নাই। কিন্তু পুরুষদিগের আচরণে অনেক স্থলে ইহার বিপরীত ভাব দেখিয়াছি। অনাতিথেয় ডেনমার্কের পতিত প্রান্তরে, কি সাধু সুইডেনের গ্রামবর্ত্মে, তুষারসমাচ্ছাদিত লাপলাণ্ডে, কিংবা অভদ্র এবং দুর্ব্বিনীত ফিন্‌লাণ্ড ভূমিতে, ন্যায়াচার-বিরহিত রুসিয়ায়, কিংবা পর্য্যটনপ্রিয় তারতারের সুবিস্তৃত রাজ্যে, যেখানেই আমি বিচরণ করিয়াছি, নারীপ্রকৃতির দয়া সর্ব্বত্রই সমান অনুভব করিয়াছি। যখন ক্ষুধিত, তৃষিত, শীতবাতাহত কিংবা পীড়িত হইয়াছি, তখন কুলনারীগণই হৃদয়ের সহিত আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন এবং ইহাঁদিগের আতিথেয়তা এমনই অকপট ও দয়ার্দ্র যে, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার সময় আমি ইহাঁদিগের হস্তে ভক্ষ্য এবং পানীয় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাকে দ্বিগুণ সুখ দান করিয়াছে।"

সকলের অভিরুচি সমান নহে। কেহ কুসুমদলের সুকুমার সৌন্দর্য্য, পতঙ্গের সুচিত্র পক্ষ, বিহঙ্গের মধুর কূজিত এবং স্রোতস্বতীর লহরী-লীলাতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করেন, কাহারও চক্ষু এই সমস্ত দৃষ্টিসুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থে আকৃষ্ট হয় না। তাহাঁরা সকল বিষয়েই আড়ম্বর চান। নভোমণ্ডল যখন নবজলধরপটলের ঘননীল শোভায় পরিশোভিত হয়, বায়ুবিলোড়িত সাগরবক্ষে যখন শৈলসদৃশ

ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি দয়াধর্ম্মের এমনই একটী অলোকসামান্য অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন যে, তাহা ইংলণ্ড অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বিগত ক্রুমিয়ান সংগ্রামসময়ে এই শূরহৃদয়া বালা, সদৃশী আর কতিপয় মহিলাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া সমরক্ষত এবং পীড়াহত সৈনিকদিগের দুঃখ প্রশমনকামনায় যখন ভোগ, সুখ, এবং মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেন—সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভয়ভীত না হইয়া, এক অর্দ্ধসভ্য অপরিচিত দেশাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন এই অভিনব এবং আশ্চর্য্যদৃশ্য দর্শন করিয়া অনেকে যেমন স্তম্ভিত হইয়াছিল, মনুষ্যহৃদয়ে ঈদৃশ মহত্ত্বের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেক লঘুচেতা নিন্দক তেমন নানাবিধ অশ্রদ্ধেয় এবং অশ্রাব্য বাক্যে সেই সময়ে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ এবং উপহাসও করিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় দিবস পরেই ইংলণ্ডস্থ আপামর সাধারণ সমুদয় ব্যক্তিই তাঁহাদিগের দয়া এবং মমতার নিকট পরাভব স্বীকার করে। সমুদয় ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় তাঁহাদিগের পুণ্যকীর্ত্তি পরিকীর্ত্তিত হয়। এক্ষণে ইংলণ্ডের এই এক অভিমান যে, কুমারী নাইটিংগেল এবং তাঁহার সৎকার্য্য-সহচরীরা সকলেই ইংলণ্ডীয় মহিলা।

বস্তুতও স্কুটারী প্রভৃতি স্থানের রোগিনিলয়ে উপনীত হইয়া তাঁহারা যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি ক্ষমতা এবং নৈপুণ্য সহকারে হৃদয়ের দয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নাম গ্রহণেই ইংলণ্ডীয়দিগের ভক্তিরসে বিগলিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তাঁহারা গিয়াছিলেন বলিয়াই শতসহস্র সৈনিকের প্রাণ রক্ষা এবং অগণিত সংখ্যক রোগার

আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত। স্থানে স্থানে এক একটী স্তিমিত আলোক দেখিতে পাইতাম। কিন্তু কুমারী নাইটীং-গেল তাঁহার আলোকটী হাতে লইয়াই চলিতেন এবং কোন রোগীকে দেখিবার সময় ঐ আলোকটী তাহার মুখের নিকট রাখিতেন। ঐ দুর্ভাগ্য মনুষ্যগুলির প্রতি তিনি যেরূপ কোমল এবং সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, তাহা অবলোকন করিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইতাম। গৃহের সমুদয় স্থানই শয্যায় আচ্ছাদিত, এবং রোগীতে সমুদয় গৃহই পরিপূরিত হইয়াছিল। এক্ষণে গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐ গৃহটীতে সতর শতের অধিক লোকের সুন্দর সমাবেশ হইতে পারে না, কিন্তু তখন চারি সহস্র পীড়িত ব্যক্তিকে ঐ স্থানেই স্থান দেওয়া হইয়াছিল। আমি, আমার সমভিব্যাহারিণী আর একটী মহিলা এবং একটী বেতনগ্রাহিণী ধাত্রী, আমাদিগের এই তিন জনের হস্তে কুমারী নাইটীংগেল ঐ চিকিৎসালয়ের এক বিভাগের রোগীর সেবা এবং শুশ্রূষার ভার সমর্পণ করিলেন। দেখিলাম, আমাদিগের তিনজনের হস্তেই পোনর শত রোগী সমর্পিত হইল।"

উক্ত মহিলা তাঁহার মনের তৎকালীন ভাব বর্ণনা করিয়া স্থানান্তরে লিখিয়াছেন——

"স্কুটারীর চিকিৎসালয় সেই সময়ে কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, বোধ হয় তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। আমরা যখন গৃহের ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতাম, তখন আপনাদিগকে আপনারাই জিজ্ঞাসা করিতাম যে, এই একটী ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন হইতেছে। অরুণের উদয় সময়ে যখন গাত্রোত্থান করি-

[illegible] ... করিয়াছিলেন, [illegible]

[illegible] ... উপকার হইতে পারে। [illegible]

[illegible]

তোমার সমুদয় হৃদয়কে তখন অধিকার করিবে। দয়া, পর-দুঃখপ্রশমন ব্যাকুলতা, এই একটীমাত্র চিন্তাই তোমার সমুদয় চিত্তবৃত্তিকে তখন গ্রাস করিয়া রাখিবে।———"

চক্ষু দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করিতে পায় না, কর্ণ পঞ্জরভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস এবং সকরুণ ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছুই শ্রবণ করে না; শত শত পুরাতন রোগী কালকবলে নিপতিত হইতেছে, আবার নূতন রোগীরা তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে; চতুর্দ্দিকেই মৃত্যুর বিকট দৃষ্টি, বায়ুও যেন মৃত্যুরই গন্ধ বহন করে; এইরূপ ভয়ানক দুরবস্থায় আশৈশব সম্পদলালিতা এই কিশোরবয়স্কা কুলবালারা কিরূপ অপরাজিত হৃদয়ে, অম্লানবদনে, নিজ ভ্রাতার নয়, বন্ধুর নয়, অপরিচিত পরের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে কে নারী-প্রকৃতির হৃদয়গত মাহাত্ম্য-বিষয়ে ক্ষণমাত্র সন্দিহান থাকিতে পারে? আমরা এই স্থানে এক্ষণে, সুখের আসনে সমাসীন হইয়া তাঁহাদিগকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিতে পারি। তাঁহারা দয়াপরবশ, না যশোলালসায় ব্যগ্র হইয়া ঐ অসম-সাহসিক, অদৃষ্টচর সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; লজ্জার সীমা অতদূর উল্লঙ্ঘন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল কি না, তাঁহারা এক অপরিচিত রাজ্যে গমন না করিয়া স্বালয়েই দয়ার নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন কি না, ইত্যাদি প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম-সূত্রিত যুক্তিজাল বিস্তার করিতে পারি। কিন্তু আমরা আপনারা যদি সেই অনাথ অনাশ্রয় ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সৈনিক এবং রোগীদিগের শয্যায় শয়ান থাকিতাম; তাহা-দিগের সেই অসহনীয়, অনির্ব্বচনীয় দুর্দ্দশা যদি আমাদিগের

উহাদিগের মধ্যে বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা উহারা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইত না। মর্ম্মভেদী যাতনার সন্নিধানেই দণ্ডায়মানা হই, কিংবা তৃষিত-নয়নে উদয়োন্মুখ স্বাস্থ্যের মুখাবলোকন করিতেই গমন করি ; কি রোগীগণ, কি চিকিৎসালয়ের সেবক এবং রক্ষকগণ কাহারও মুখে কোথাও এমন একটী শব্দ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই, যাহাতে স্ত্রীলোকের কর্ণ অণুমাত্র ব্যথিত হইতে পারে। রহিরক্ষনে, প্রহরিখণ্ডে, অথবা দ্বার দেশে যে খানেই কার্য্যানুরোধে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছি ; দেখিয়াছি, যে সমস্ত সৈনিক সেবকগণ তাম্রকূট সেবনে অথবা অপরবিধ আমোদে সময়াতিপাত করিতে থাকিত, আচারবিষয়ে যাহারা সম্যক্ অনভিজ্ঞ, তাহারাও আমাদিগের দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করিত। ইহা সপ্তাহ কি মাসৈক কাল নহে, আমার তথায় অবস্থানের বারটী মাসই আমি এইরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমার সহচরীরাও সকলেই ঈদৃশ ব্যবহার অবলোকন করিয়াছেন।”

মৃত্যুশয্যায় শয়ান এক জন বিষম যাতনাদগ্ধ সৈনিক, সুধাময়ী শান্তির প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী ইহাঁদিগের একটী মহিলাকে ঔষধিহস্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বলিয়াছিল, “আমার মনে লয়, আপনি মানুষী নহেন, কোন সুরলোকবাসিনী দেবী।” আমাদিগেরও মনে লয়, ইহাঁরা মানুষী নহেন, সুরলোকবাসিনী দেবী।

আমরা পুরুষপ্রকৃতির ওজস্বিতা এবং বীরগুণের স্তুতি

হৃদয়ে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে থাকে ; বেকনের বিশালবুদ্ধিও তখন লজ্জাবনত হয়, পরম যোগীও তখন সশঙ্কমনে আপনাকে এইরূপ বলেন, "আত্মন্! তুমি ক্ষণকালের জন্য একপার্শ্বে অপসারিত হও, আমি তোমা হইতে পবিত্রতর এই রমণীয় দৃশ্য একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই।"

আমরা নারীহৃদয়ের প্রীতির অলৌকিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে যাহা লিখিলাম, অনেকে তাহা নারীজাতির অনুচিত স্তুতি-স্বরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা অভিমানের সহিত বলিতে পারি যে, মনুষ্য-সমাজের সমুন্নতশীর্ষক সহৃদয় জ্ঞানী দিগের পদচিহ্নের অনুসরণ করা যদি অবমাননার কার্য্য না হয়, লোক-হৃদয়-মর্ম্মজ্ঞ উচ্চতম কবিদিগের কবিতা-নিচয় যদি নিতান্ত প্রলাপবাক্য না হয়, আমাদিগের হৃদয় যদি সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদি সাক্ষি বলিয়া উপেক্ষার পাত্র না হয়, তবে আমরা এমন একটী কথাও লিখি নাই, যাহা অস্বাভাবিক কিম্বা অসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আমরা নারীজাতি-সম্বন্ধে কতিপয় মহান্ ব্যক্তির উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া নারীজাতিকে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার পাত্র মনে করেন, পৃথিবীর প্রধানতম জ্ঞানীরা ইহাঁদিগকে কি চক্ষে অবলোকন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহারা যে লজ্জিত হইবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

"একটী গভীরতা আছে, যেখানে বুদ্ধিই আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অবরোহণ করিতে পারে ; একটী উচ্চতা আছে, যেখানে কল্পনাই প্রশস্তপক্ষে উড্ডীন হইয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ গভীরতা—তত্ত্বজ্ঞান, ঐ উচ্চতা—বাঙ্মহিমা এবং গীত।

তাহারা স্বর্গীয় প্রহরীর ন্যায় নারীর হৃদয় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।” *

পৃথিবীর অধুনাতন এক জন অলোকসামান্য পণ্ডিত তর্কতরঙ্গে ভাসমান হইয়া, লোকহৃদয়প্রিয় অশেষ মৌলিক সত্য হইতে দূরে গমন করিয়াও, নারীর প্রীতিমান্ হৃদয়ের নিকট কেমন আশ্চর্য্য ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে চাই। এই উদাহরণটীতে পাঠকবর্গ উপহসনীয় যদি কিছু দেখিতে পান, আমরা অনুরোধ করি, প্রবীণ লোকের ভ্রান্তি বলিয়া যেন কৃপার চক্ষে তাহা উপেক্ষা করেন এবং উহার অভ্যন্তরদেশে যে সুন্দর সত্যটী প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাই যেন আদরের সহিত গ্রহণ করেন। ফ্রান্সদেশের অগাষ্ট্ কোমটের নাম বোধ হয় পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। কোম্‌টের নাম অদ্য কল্য অনেক স্থলে বেকনের নাম হইতেও সমধিক গৌরবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। কোম্‌টের অসাধারণ জ্ঞানপ্রতিভায় মোহিত হইয়া অনেকে তাঁহার লেখনীবিনির্গত প্রতি বাক্যকেই আপ্তবাক্য করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ই যে, কোম্‌ট বিকৃতমনাই হউন আর অবিকৃতমনাই হউন, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানজগতে তিনি এক অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য পদার্থ। জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া কোম্‌ট পৃথিবীতে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন এবং তাঁহার সুবিশাল মস্তিষ্ক হইতে সময়ে এমনই আশ্চর্য্য

* মিলটন্।

[illegible] পরিয়া [illegible]
[illegible] হইয়া থাকিতে পারিল না। [illegible]
[illegible] এই দুইটী [illegible]
[illegible] লোকস্মৃতিতে [illegible]
[illegible] সকল
[illegible] তাহারা [illegible] হইত [illegible]
[illegible] কি, [illegible] কাল সর্ব্বত্র [illegible]
[illegible] রহিয়াছে, কোনই প্রকার [illegible] তাহা
[illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। [illegible]
[illegible] উপাসনা না থাকিলে [illegible]
না। [illegible] কোনই [illegible]
[illegible] উপাসনা [illegible]
[illegible] মানবজাতির [illegible]
[illegible] পৃথ্বী, এবং [illegible] এই [illegible]
[illegible] পূজা করিয়াই মানবজাতির [illegible]
[illegible] হইবে। এই তিন [illegible]
[illegible] এবং [illegible]
[illegible] এই ভাবত্রয়ে [illegible]
এই তিনের [illegible] মনুষ্যের [illegible]
[illegible] পূজা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের [illegible]
[illegible] বিভজনা [illegible] আমরা কখনই [illegible]
[illegible] পারি না। কিন্তু এই [illegible] আবরণ করিতে [illegible]
[illegible] অনুভব করিতেছি যে, [illegible] কোনই [illegible]
[illegible] বলিয়া [illegible]

নীতির মূলে খড়্গাঘাত করিয়াও প্রত্যক্ষ প্রেমপুঞ্জ মাতা, পত্নী, এবং দুহিতাকে পদতলে দলন করিতে পারিলেন না। "তাঁহার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরাজয়ে জননীহৃদয়ে সতীর প্রেমে"—এই হৃদয়গত সত্যটীতে কোম্‌ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। প্রমাণ করিলেন যে, ঈশ্বরে প্রেমের কণামাত্র লাভ করিয়াও নারীর হৃদয় এমন কমনীয় হইয়াছে যে, উহার নিকট বুদ্ধি পরাজিত হয়।

বস্তুতঃ মানবপ্রকৃতি বিষয়ে প্রগাঢ় পর্য্যালোচনা করিলে, ইতিহাসের প্রতি কর্ণ দিলে নিশ্চয়ই প্রতীতি হয় যে, পুরুষ শারীর বীর্য্যে এবং বুদ্ধিসামর্থ্যে যেমন বলবান্; হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে, প্রীতিতে, দয়াতে, ঈশ্বরের প্রতি মতিতে নারী তেমনই শ্রদ্ধাস্পদ। রৌদ্র এবং জ্যোৎস্না—, বিশ্ব উভয়-কেই চায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নারীজাতির শিক্ষা।

[illegible]

নারীজাতির স্বভাবগত আধ্যাত্মিক, নৈতিক [illegible] প্রকৃতির [illegible] তাহাদিগের [illegible] আমরা [illegible] তাহারা যে [illegible] করিতে [illegible] করিয়াছে, সে বিষয়ে আর আমাদিগের [illegible] কিন্তু কি উপায়ে নারীপ্রকৃতি বিকশিত হইতে পারে, নারীজাতি কি প্রকারে তাহাদিগের [illegible] প্রকাশিত করিয়া আপনাদিগকে [illegible] এবং [illegible] পরিতৃপ্ত করিতে পারে, আমরা তাহার [illegible] হইতে চাই।

[illegible] নারীজাতির [illegible] জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের [illegible] করিয়া থাকেন যে, শিক্ষাই নারীজাতির [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] নারীজাতির [illegible] প্রয়ো-জনীয়, শিক্ষা দ্বারা নারীজাতির কিরূপ উন্নতি [illegible]

সমুৎপন্ন হয়, এবং কিরূপ শিক্ষা নারীজাতির বিশেষ অনুকুল, তাহা অবশ্যই প্রগাঢ় রূপে আলোচনা করা উচিত। অভাব-বোধ না হইলে অভাব মোচনের চেষ্টা কখনই মর্ম্মগত হইতে পারে না। নারীজাতির শিক্ষার অভাব সমাজসাধারণ্যে একবার গাঢ় রূপে অনুভূত হউক, কেন নারীজাতিকে প্রগাঢ় পরিপক্ক এবং সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রদান করা অতীব আবশ্যক, ইহা সকলেই অনুভব করুক, বর্ষ কতিপয়ে সমুদয় নারী-সমাজের মুখচ্ছবি পরিবর্ত্তিত হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ এবং শিথিলযত্ন, তাঁহাদিগের চক্ষুও উৎসাহে বিস্ফারিত হইবে।

আদৌ শিক্ষার আবশ্যকতা। ইহা নিঃসংশয় যে, জীবন্ত যত কিছু পদার্থ বিশ্বরচয়িতার এই রমণীয় জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরিবর্দ্ধনই তাহাদিগের স্বভাব। বালুকণা এবং প্রাচীন হিমাচল চিরকাল একই অবস্থাতে রহিয়াছে এবং একই অবস্থাতে থাকিবে। তাহাদিগের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। কিন্তু লতাপাদপ, পশুপক্ষী অথবা মনুষ্যদেহের সেরূপ প্রকৃতি নহে। চক্ষুর অলক্ষণীয় ক্ষুদ্র অবস্থাতে ইহাদিগের আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইহারা আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে। এক দিন যে পাদপ অঙ্কুরিতমাত্র ছিল, অদ্য সহস্রাধিক বিহঙ্গ তাহার শাখা পল্লব আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, মনুষ্য তাহার শীতলচ্ছায় মূলদেশে উপবেশন করিয়া শ্রান্তির অপনোদন করিতেছে। এক দিন যে পুরুষ মাতার গর্ভে জড়-পিণ্ডবৎ শয়ান ছিল, আজ তাহার বীর্য্যবিক্রমে পৃথিবী কম্পমানা। ঈশ্বর যে সকল জড় বস্তুতে জীবনী শক্তি প্রদান করি-

দিগের সমসঙ্খ্য শৃগালের বিকট নাদে নিনাদিত হইত। শিক্ষিত না হইলে মনুষ্য এবং ইতর জন্তুতে বাস্তব পার্থক্য কিছুই থাকিত না। পৃথিবীতে এক্ষণেও যে সমস্ত অসভ্য জাতীয় মনুষ্য পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, সভ্যতার উচ্চতম শৃঙ্গে যাঁহারা সমারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদ্রিগের সঙ্গে প্রকৃতিতে তাহাদিগের কিছুই প্রভেদ নাই। একমাত্র শিক্ষাগত পার্থক্যেই তাঁহারা দুইটী ভিন্ন জাতীয় জীব বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। সুসভ্য দেশেও সুখসম্পদের পৃষ্ঠভূমিতে, দরিদ্রতার পর্ণশালায়, অথবা পাপের মলিন নিবাসে হয় ত এখনও কত বেকন্ কত জন্সন্ শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত হইয়া প্রাথমিক অসভ্যাবস্থাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেছে! সাগরগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগের জ্যোতি কখনই লোকচক্ষু পরিতৃপ্ত করিবে না! শিক্ষাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভের বস্তুতঃ একমাত্র উপায়। যে শিক্ষা মনুষ্যকে জলে স্থলে নভোমণ্ডলে আধিপত্য প্রদান করিয়াছে এবং জীবগণের রাজত্ব প্রদান করিয়াছে, আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, নারীজাতিও সেই শিক্ষারই প্রভাবে পৃথিবীতে দেবী বলিয়া পরিচিত হইবে।

অনেকে নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও নারীজাতির পক্ষে শিক্ষা তাদৃক্ আবশ্যক মনে করেন না। তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধারণতঃ সমুদয় মনুষ্যজাতি বিশেষতঃ প্রতিমনুষ্য যখন শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত উন্নতির দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, তখন নারীজাতি কি বিনা শিক্ষাতেই তাহাদিগের গম্যস্থানে উপ-

নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ। বিকাসোন্মুখ কুসুম কলিকাকে পাদদলিত করিতে যাঁহার চিত্ত ব্যথিত এবং কুণ্ঠিত হয়, তিনি কোন্ হৃদয়ে নারীজাতির শিক্ষার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের হৃদয় মন, আশা ভরসা, সমুদয় নাশ করিতে সাহসী হন, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের এই আশ্চর্য্য উন্নতির সময়েও ভারতসন্ততিগণ নারীজাতির শিক্ষার সবিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন না! কিন্তু ভারতবর্ষের পুণ্যদিনে, আধুনিক সভ্যদেশ সমূহ যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, বৃটেনিয়া যখন বন্য পরিচ্ছদ পরিতাগ করে নাই, রোমের রাজপতাকা যখন উড্ডীয়মানা হয় নাই, সেই পুরাতন দিনে ভারতবর্ষের সাধুহৃদয় মহর্ষিগণ উপদেশ করিয়াছেন,—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"——কন্যাকেও পালন করিবে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দান করিবে।

নারীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে আর সংশয় রহিল না। কিরূপ শিক্ষা লাভে তাহারা অধিকারী এবং কিরূপ শিক্ষা তাহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ অনুকূল, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। আদৌ শিক্ষা দ্বিবিধ। মুখ্য এবং গৌণ, অথবা নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ। শিক্ষালাভই যে শিক্ষার প্রধান ফল, ফলান্তর যাহার পুরস্কার নয়, আমরা তাহাকে মুখ্য অথবা নিরপেক্ষ শিক্ষা বলি। যথা সুখ অথবা উন্নতি। সুখ স্বয়ংই সুখের পুরস্কার, উন্নতি স্বয়ংই উন্নতির ফল। আমরা সুখ কিম্বা উন্নতি হইতে ভিন্ন, অপর কোন ফললালসায় সুখী অথবা উন্নত হইতে চাই না। সুখী এবং

আমরা মুহুর্ম্মুহুঃ যে "আমি" শব্দ ব্যবহার করিতেছি, সেই "আমি" ই আত্মা। শরীর আত্মার ক্ষণস্থায়ি বসতিস্থান মাত্র। বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় এবং প্রবৃত্তিনিচয়, এই সমুদয়ের আশ্রয়ই আত্মা শব্দের বাচ্য। হস্ত পাদ প্রভৃতি যেমন শরীরের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ, কোন একটী অঙ্গই সমুদয় শরীর নহে; বুদ্ধি বিবেক হৃদয় প্রভৃতিও তেমন আত্মার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গস্বরূপ, ইহার কোন একটীই সমুদয় আত্মা নয়। বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার কোন একটী বিশেষ অঙ্গের বিকাস এবং পরিবর্দ্ধনে আত্মার সম্যক্ বিকাস এবং পরিবর্দ্ধন হয় না। সুতরাং আত্মার সমুদয় অঙ্গের সমুদয় বৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাসেই আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাস এবং তাহাই মুখ্য শিক্ষার প্রয়োজন। শরীরে এক অঙ্গের অপচয়ে অপরাঙ্গের অস্বাভাবিক পরিবর্দ্ধন যেমন নিতান্ত কুৎসিত মূর্ত্তি ধারণ করে, আত্মারও একাঙ্গ খর্ব্ব ও অপরাঙ্গ সমুন্নত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি না হইয়া বরং আত্মার অমঙ্গলই সমুৎপন্ন হয়। আমরা জন্ কালবিনের ধর্ম্মানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি; কিন্তু তিনি স্বকীয় অন্ধীভূত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একটী মনুষ্যকে প্রজ্বলিত হুতাশনে যে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। নিশ্চয়ই প্রতীতি হয় যে, ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি এবং দয়া সুন্দর রূপে উন্মীলিত না হওয়াতেই তিনি ঐ নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, অসুরোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন। শুদ্ধ কালবিনের উদাহরণ নয়, ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা

প্রকৃতিনিহিত সৌন্দর্য্য এবং সদ্ভাবসমূহ কিরূপ শিক্ষাদ্বারা সুন্দর রূপে স্ফুটিত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য। শিক্ষাবিরহে নারীহৃদয় যে, সুন্দর রূপে বিকসিতই হইতে পারে না, এমন নয়, বরং উহা অতীব কুৎসিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমাজের মুখচ্ছবি মলিন এবং আমাদিগের চক্ষুকে ভয়ানক রূপে ব্যথিত করে। হৃদয় স্বভাবতই মধুথ পুত্তলের ন্যায় অতীব কোমল পদার্থ; যেরূপ ভাব অঙ্কিত করিতে চাও, তাহাই উহাতে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইতে পারে। যদি যত্ন পূর্ব্বক উহাকে সদ্ভাব-রত্নরাজিতে বিভূষিত করা না হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-নিচয় স্বকীয় শক্তিতে উহার সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লয়। বেগবান্ হৃদয়ের এক বিশেষ প্রকৃতি এই, উহা কখনই নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না। নব-প্রবাহিত স্রোতস্বতীর বেগ অপেক্ষাও উহার বেগ ভয়ানক। সুন্দররূপে পরিচালিত এবং সাধু পথে প্রবাহিত হইলে উহা আপনিও এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে এবং সন্নিহিত সমুদায় হৃদয়কেই সুন্দর করিয়া লয়। অন্যথা উহা কিরূপ মারাত্মক এবং বিশ্বের অমঙ্গলকর হইয়া পড়ে, তাহা লোক-সমাজে অপ্রকাশিত নাই। অভিমান, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা এবং নিষ্ঠুরতা স্বভাবতই অতীব কুৎসিত, কিন্তু নারী-হৃদয়ে অধিকার পাইলে উহারা আরও কত কুৎসিত এবং অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা মনে করিতেও চিত্ত ব্যথিত হয়। নিষ্ঠুর মাতা, নির্ম্মম ভগিনী ইত্যাদি বাক্য আমাদিগের কর্ণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্পৃষ্ট হয়। লর্ড ম্যাকবেথের চরিত্র যত দূর বিকৃত এবং বিদূষিতই হউক না কেন, আমরা তাঁহা হইতে ভয়ে

যাহাদিগের সকলগুলি মনোবৃত্তি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, তাহারাও অন্তঃপুর-নিবাসিনীদিগের মুখচ্ছবিতে পুণ্যেরই জ্যোতি অবলোকন করিতে অভিলাষী হয়। অচিন্ত্যস্বরূপ পরমেশ্বর নারীজাতিকে যেমন ধর্ম্মসাধনের অতীব অনুকূল প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, ধর্ম্মবিষয়ে ইহাদিগকে তেমন প্রগাঢ় শিক্ষা দেওয়াই উচিত। কিন্তু নারীজাতিকে বিশেষ আগ্রহের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, এ কথার এরূপ অর্থ নয় যে, ঈশ্বর, পরকাল, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ক মতামত লইয়াই নারীজাতির মস্তিষ্ক বিলোড়িত এবং জীবন পর্য্যবসিত হউক। এ সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ সংস্কার লাভ করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং সর্ব্বথাই লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক যে সমস্ত আশ্চর্য্য গ্রন্থ নারীজাতির হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর প্রীতির প্রস্রবণকে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে, তাহাদিগের বিবেককে অধিক সামর্থ্য-সম্পন্ন, তাহাদিগের বিশ্বাসকে অধিক দৃঢ় এবং নির্ম্মল করিতে পারে, তাহাই নারীজাতির বিশেষ আলোচনীয়। ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল তর্কজালেই জীবন অবসিত হইল, হৃদয় ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিল না, এমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই। যে শিক্ষায় হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ততা লাভ করে; পবিত্রতার স্বর্গীয় সমীরণ উহাতে অব্যাহত সঞ্চারিত হয়, ঈশ্বর-প্রেমের বাক্য-মনের অগোচর মধুর জ্যোৎস্নাতে হৃদয় দিবসে নিশিতে সকল সময়েই সুস্নিগ্ধ এবং মধুময় থাকিতে পারে, তাহাই নারীজাতির কল্যাণকর।

ধর্ম্ম হৃদয়কে কোমল করে এবং কোমল হৃদয়ে ধর্ম্ম অধিক-

[illegible] অধিকারিণী [illegible] ইহার পর [illegible] আর তাহারা [illegible] হয় না। [illegible] বিশ্বাস [illegible] প্রীতি-জলধি, [illegible] তিনি বিনা [illegible] এই মহান সত্যে বিশ্বাস [illegible] চিরদিন তাহার হৃদয়ে [illegible] থাকিবে [illegible] হৃদয় হইতে [illegible] বিশ্বাস-স্বরূপ, [illegible] অতি [illegible] আরাধনা [illegible] তাহার [illegible] অনুভব করিতে পারে। [illegible] হইতে [illegible] নাই। একটি [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] প্রকৃতপক্ষে [illegible] হয় [illegible] পারে, কখনই [illegible] নহি। [illegible]

[illegible]

করা যায়, তাহাই শিক্ষা দিতে হয়। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদিগের কুলকন্যাগণ পুরাতন গার্গীর সহচরী হইয়া ব্রহ্মানন্দে চিরনিমগ্ন মহর্ষিগণের হৃদয়কন্দর-নিঃসৃত অমূল্য সত্য সকল হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে, দেশ-নির্ব্বিশেষে জাতি-নির্ব্বিশেষে সকল সময়ের তাপসদিগের জীবন্ত উপদেশ নিচয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষা করিবে, সাধুদিগের জীবন-পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া আপনাদিগের আশাকে সমুদ্দীপিত করিবে, এবং অবলাকুলের যে সমস্ত রমণীয় রত্ন কালে কালে এই তাপদগ্ধ পৃথিবীতে শান্তি-সলিল সেচন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিতাবলী পাঠ করিয়া আপনারা কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের সদৃশী হইতে চেষ্টা করিবে। নারীজাতি ধর্ম্মের পরিচ্ছদমাত্র পরিধান করুক, এমত আমাদিগের অভিলাষ নয়। নারীজাতি ধর্ম্মোপদিষ্ট গুরুতর কর্ত্তব্য সকল অবহেলন করিয়া জিহ্বাতে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম করুক, ধর্ম্মের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া দিয়া লোকচক্ষু আকর্ষণ করুক, ধর্ম্মকে সমাজের সোপান করিয়া লউক, অহোরাত্রই ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করুক, সকল প্রসঙ্গেই ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া পুণ্যের এক অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ধারণ করুক, এমত আমরা আকাঙ্ক্ষা করি না। আমাদিগের অভিলাষ এই, ধর্ম্মবিষয়ে নারীজাতির এমন প্রগাঢ় শিক্ষা হয় যে, ধর্ম্ম তাহাদিগের জিহ্বা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে তাঁহার আসন সংস্থাপন করিয়া লন, অভিমান এবং পাপ তাহাদিগের ত্রিসীমাতেও পদার্পণ না করে, ঈশ্বরপ্রীতির স্রোতঃ তাহাদিগের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরণ করে; দৃষ্টিমাত্রই তাহাদিগের প্রত্যেক-

প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? পতিবিয়োগকাতরা তরুণী বিধবা যখন বাণবিদ্ধ তরুর ন্যায় নিঃশব্দ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে থাকে, অথবা পুত্রশোকাতুরা মাতা যখন চেতনাবিরহিত হইয়া সকরুণ বিলাপধ্বনিতে দশ দিকের বায়ুকেও শোকভরে ভারাক্রান্ত করে, তখন তাহাদিগের শোকের প্রশমনের জন্য করুণাপূর্ণ পরমেশ্বরের অমৃতময় নাম ব্যতীত আমরা আর কি ঔষধ প্রদান করিতে পারি? ধর্ম্মই তখন তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ধর্ম্মের স্নিগ্ধ আলোক অবলোকন করিতে না পাইলে সমুদয় সংসারই তখন তাহাদিগের পক্ষে অন্ধকার।

শোকের মর্ম্মদাহন সময়ে একমাত্র ধর্ম্মই যেমন নারীজাতির হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি সেচন করিতে পারে, জীবনের অপরাপর কঠোরতর পরীক্ষার সময়েও ধর্ম্মই তাহাদিগের একমাত্র রক্ষক হয়। ধর্ম্মের শরণ লইয়া তাহারা যে শুদ্ধ তাহাদিগের হৃদয়কে ঈশ্বরপ্রীতির অমৃত রসে নিমজ্জিত রাখিবে, এমন নয়; অন্তর্ব্বাহ্য কোন প্রকার পাপের কলঙ্কিত স্পর্শে হৃদয় কলঙ্কিত না হয়, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে অহোরাত্র প্রহরীর ন্যায় জাগরুক রহিতে হইবে। সুষুপ্তি সময়েও পাপ চৌরবৎ নিঃশব্দপদসঞ্চারে হৃদয়দুর্গে প্রবেশ করিতে না পায়, তজ্জন্যও তাহাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তাহারা যত্নপূর্ব্বক, নিজ নিজ হৃদয়ের পাপপ্রবৃত্তি নিচয়কেই শাসিত এবং সংযত করিয়া রাখিবে এমন নয়; তাহাদিগকে এরূপ হইতে হইবে, যেন তাহাদিগের সুপবিত্র দৃষ্টিমাত্রেই পাপ তাহাদিগের সন্নিধান হইতে পলায়ন করে। সংসারে নারী-

করিয়া রাখিতে পারিলেই ধর্ম্মবিষয়ে আপনাদিগকে সুশিক্ষিতা মনে করেন; দিবসে নিশিতে কিছুকাল নিমীলিত চক্ষে উপবেশন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে সাধক বলিয়া জ্ঞান করেন, তবে তাঁহাদিগের ভয়ানক ভ্রম। তখনই আমরা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সুশিক্ষিতা বলিব, যখন তাঁহারা প্রীতিতে বিভূষিত অথচ পবিত্রতাতে সংরক্ষিত হইয়া অবনীতে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহাকেই আমরা ধার্ম্মিকা বলিয়া পূজা করিব, যাঁহার সংসর্গেও হৃদয় পবিত্র হয়। ইহাই ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষার চরম ফল এবং ধিক্ সেই পিতাকে যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক দুহিতার ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাতে অবহেলন করে।

কাব্য এবং সুকুমার সাহিত্য বিদ্যা হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদনের আর এক মহান্ সাধন এবং আমাদিগের বিবেচনায় উহারা নারীজাতির শিক্ষার বিশেষ অনুকূল। কবিতা প্রকৃতির স্তুতিগীত। কবিতার ঐন্দ্রজালিক শক্তির নিকট সকলই পরাজিত হয়। কবিতা অভিমানকে বিনম্র করে, লৌহকাঠিন্যকেও কোমলতায় পরিণত করে, ভয়ানক বন্ধুর এবং কর্কশ প্রকৃতিও উহার সংস্পর্শে দর্পণের ন্যায় মার্জ্জিত এবং মসৃণ হইয়া যায়, স্বার্থপরতা এবং পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি পিশাচীদিগকে উহা ভস্মাবশেষ করে এবং হৃদয়ের নিগূঢ় মহান্ ভাবনিচয়কে অগ্নিসংস্পৃষ্ট বারুদের ন্যায় প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। কবিতার মোহিনী শক্তি কে না অনুভব করিয়াছে? কবিতার স্বর্গীয় মহিমার স্তুতি কীর্ত্তনচ্ছলে প্রশস্তহৃদয় কোলরিজ্ বলিয়াছেন যে, "আমার নিজ জীবনে আমি দেখি-

কারে বিশ্বাস করি যে, কবিতার শীতল সংস্পর্শে নারীমণ্ডলী হইতে এই সমস্ত জঘন্য এবং কুৎসিত দৃশ্য একবারে অপসারিত হইবে এবং নারীর হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে সম্মার্জ্জিত হইয়া, মার্জ্জিত হীরকের ন্যায় স্বাভাবিক কান্তি প্রকাশ করিবে।

সাবধানতার অনুরোধে এ স্থলে আমাদিগের উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কবিতা বলাতে আমরা দূষিত কাব্যনিচয়কে লক্ষ্য করি নাই। দূষিত এবং কলঙ্কিত কবিতা, প্রকৃতির বিড়ম্বনাস্বরূপ, তাহা কবিতা নামেরই অধিকারী নহে। যাঁহারা প্রকৃতির প্রিয়পুত্র; প্রকৃতি যাঁহাদিগকে আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারের লুক্কায়িত রত্নচয় প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাদিগের লোকোত্তর লোচন মানব হৃদয়ের গূঢ়তম সৌন্দর্য্য সকল অবলোকন করিতে পারিয়াছে; কল্পনার স্বর্ণপক্ষে উড্ডীন হইয়া যাঁহারা স্বর্গে, মর্ত্ত্যে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এবং ভাষা যেন মন্ত্রবলে বশীকৃতা হইয়াই তুলিকার ন্যায় যাঁহাদিগের হস্তে অবস্থান করিয়াছে, সেই জাত-কবিদিগের লেখাই প্রকৃত কবিতা। তাদৃশী কবিতারই সহচরী হইলে নারীজাতি শৈলশিখরে প্রাচীন ঋষিবাক্য শ্রবণ করিবে, চন্দ্রমার রজতকান্তিতে ঈশ্বরের আশ্বাসপ্রদ প্রেমমুখ অবলোকন করিবে, মধুররবা স্রোতস্বতী কি বাতচালিত পাদপের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসংগীত গান করিবে, বিহঙ্গের পক্ষে ঈশ্বরের চিত্রনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ধ্যান করিবে এবং বিশ্ব বিস্মৃত হইয়া বাক্যমনের অগোচর এক আশ্চর্য্য আনন্দ রসে অবগাহন করিবে। অনেকে ঈদৃশ জীবনকে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই স্বপ্নই মনুষ্যহৃদয়কে

ন্যাস জগতে এমনও অনেক আশ্চর্য্য পুস্তক বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা সচরাচর প্রচলিত অনেক ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক হইতেও অধিক উপকারজনক। অনেক উপন্যাস-লেখক ঠিক্ কবির তুলিকা লইয়া মানবমনের মহিমা, সতীর ছবি, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি এমনই আশ্চর্য্য রূপে চিত্র করিয়াছেন যে, তাহা দেখিলেও উপকার হয়। উহা নারীহৃদয়ের যে বিশেষ উপকারী হইবে তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কোন কোন উপন্যাসে দুঃখের এমনই কাহিনী রহিয়াছে যে, পাঠ করিলে হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক না হইয়াই যায় না ; চক্ষু হইতে যেন বলপূর্ব্বকই অশ্রুধারা আনয়ন করে। আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না যে, ঈদৃশ উন্নতকল্পের উপন্যাস পাঠে নারীহৃদয়ের কল্যাণেরই সম্ভাবনা। কিন্তু এ স্থলে আমরা সাবধানার্থ বলিতেছি যে, উপন্যাস পাঠ করিয়া হৃদয়কে কোমল করিলাম ; কোন দুঃখিনীর কাহিনী পাঠ করিয়া গ্রন্থপত্র অশ্রুজলে আর্দ্র করিলাম, অথচ দ্বারে দুঃখিনী অন্নাভাবে রোদন করিতেছে, তাহার রোদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশপথও পাইল না, আমরা নারীহৃদয়ে এমন কোমলতা চাই না, যে কোমলতা ভ্রমেও পরের প্রতি নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না, যে কোমলতা আপনি নিপীড়িত হইলেও বাক্য বা আচরণ দ্বারা পরের হৃদয়ে বেদনা দিতে চায় না ; যে কোমলতা দানে এবং পরোপকারে পরিণত হয় ; লৌহ হইতেও কঠিন হইয়া সকল প্রকারের দুঃখেরই সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় ; কীটসমাকুলিত মহাব্যাধি হইতেও ভয়ে পলায়ন করে না ; পবিত্রতার সহিত চির নিত্রতা সংস্থাপন করিয়া বিশ্বের কল্যাণেরই অনুকূল হয়

কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইলে উহা আরও কত শত গুণে অধিক আশ্চর্য্য হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। নারী স্বভাবতই মধুর-ভাষিণী। সীডন নাম্নী একটী ইংলণ্ডীয় মহিলার মুখে শেক্সপীয়রের অথবা অপর কোন প্রধান কবির কাব্য, শ্রবণ করিবার জন্য এক এক সময়ে সহস্রাধিক লোক একত্রিত হইত। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক দরিদ্রবৎসলা, পরদুঃখকাতরা কুলবালা আছেন, বাক্যই যাঁহাদিগের জিহ্বা হইতে সঙ্গীত-সুধার ন্যায় নিস্যন্দিত হয়। যদি ইহাঁরা সঙ্গীত বিদ্যায় যথাবিধানে দীক্ষিত হইতে পারেন তবে ইহাঁদিগের দ্বারা সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সম্পাদিত হইতে পারে এবং ইহাঁদিগের নিজ নিজ অবসর সময়েরও উৎকৃষ্টতম ব্যবহার হয়। ইংলণ্ডের একজন সহৃদয় ধর্ম্মোপদেশক বলিয়াছেন যে, "আমার শরীর এবং মনের শ্রমাপনোদনের জন্য যতবিধ বিরামসুখ আমি ভোগ করিয়াছি, সঙ্গীতই তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ আমি স্বয়ং যখন যন্ত্র লইয়া ক্রীড়া করি, তখন বিরামের সময়ও শরীর মন এক সুখকর আয়াস সুখ উপভোগ করিতে পায়। কারণ তখন আমার হস্ত যেমন যন্ত্র পরিচালন করে, যন্ত্র নিঃসৃত কলনাদে আমার হৃদয়ও তেমন পরিচালিত হয়। উহা আমার আত্মাকে উদ্বোধিত করে, চিন্তানিচয়কে সুস্থির করে, শ্রুতিকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করে, মনকে বিরামসুখ প্রদান করে, এবং এই প্রকারে আমাকে আমার তৎপরকালের কার্য্যকর্ম্মের জন্যেই যে অধিক প্রস্তুত করে এমন নয়, কিন্তু সেই সময়েও পবিত্র এবং ফলোন্মুখ চিন্তানিচয়ে আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে।

নারীর হৃদয় এবং নারীর কণ্ঠ এই উভয় সম্মিলিত হইতে পায়, বোধ হয় পাষাণহৃদয়ও বিগলিত না হইয়া যায় না; বোধ হয় মনুষ্যসমাজের পুঞ্জ পুঞ্জ পাপরাশি অত্যল্প সময়েই ভস্মীভূত হয়। আমরা এক্ষণে যাহা বলিলাম, পরিতাপের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে কর্ণ অপেক্ষা কল্পনাই আমাদিগকে অধিক পোষকতা করেন। কিন্তু এই কল্পনাকেও আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদিগেরই বরং কল্পনা, কিন্তু যাঁহারা সভ্যতর রাজ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগের ত আর কল্পনা নহে। কল্পনা হউক, আর যাহা হউক, আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি, যদি প্রীতি গদ্গদ নারীকণ্ঠ এই পাপ তাপ এবং শোকদগ্ধ অবনীতে সঙ্গীত সুধাসেচন করে, তবে মুমুর্ষু প্রায় হৃদয়েও আশা এবং আশ্বাস সঞ্চরণ করিবে, ঘোরতর নিষ্ঠুর হৃদয়ও লজ্জা এবং করুণাতে আকুলিত হইবে। নারীজাতি যথা-বিধানে সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন করিলে হৃদয়গত অশেষবিধ সৎফলেরই সম্ভাবনা। যে হৃদয় হইতে ঈদৃশ অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে শীতল করে, তাহা স্বয়ং অবশ্যই অমৃতের প্রস্রবণস্বরূপ হয়।

সঙ্গীতবিদ্যার সদৃশী না হউক, চিত্রবিদ্যাও নারীজাতির উপকারিণী। কবি, শব্দ লইয়া সুন্দর ছবি সকল চিত্র করেন, চিত্রকর তুলিকা দ্বারা কবিতা রচনা করে। উভয়েই কল্পনা চাই এবং প্রকৃতিসম্বন্ধে উভয়েতেই অতীব সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। প্রভেদ এই যে, কবির কারুকার্য্যের মর্ম্মার্থ স্বজাতীয়েরাই বিশেষ পরিগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু চিত্রকরের ভাষা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান। চিত্রবিদ্যার প্রতি

বিশ্বের আদিকারণ অনাদি পরমেশ্বরের ধ্যানসাগরে নিমগ্ন হন, তখন তাঁহার পবিত্র দেহকান্তিতে তেজ এবং শান্তি উভয়ই কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে প্রতিভাত হয়, প্রকৃতির এই সমস্ত সদ্ভাবব্যঞ্জক রমণীয় ছবি চিত্র করিতে শিক্ষা করিলে নারীজাতির হৃদয় কি কখনও কুৎসিত এবং অসার রহিতে পারে? চিত্রবিদ্যার যথাবিহিত এবং সাদর অনুশীলন বস্তুতই নারীজাতির হৃদয়ের কল্যাণকর। সমাজের এ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন এবং উৎসাহ দান উচিত।

নারীজাতির জ্ঞানানুকূল শিক্ষা।

নারীজাতির হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদন এবং শোভা পরিবর্দ্ধনের জন্য কি কি বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ আদরের সহিত শিক্ষা-প্রদান করা উচিত, কিরূপ শিক্ষালাভ করিলে নারীহৃদয়ের সুসৌরভে মনুষ্যসমাজ প্রমোদিত হইতে পারে, আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম। হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির মনোবৃত্তিনিচয়ও কি রূপে প্রশস্ত এবং পরিমার্জ্জিত হইতে পারে, নারীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে এইক্ষণে তাহাই আমাদিগের আলোচনার অবশেষ রহিয়াছে।

শিক্ষার শুভ্র আলোকে যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনারাই একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদিগের ব্যতীত, অন্য

যাঁহারা সমাজহিতৈষীর গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া এবং যুক্তির সম্মানিত নাম অবলম্বন করিয়া, লোকসমাজে এই প্রকার উপদেশ করেন যে, জ্ঞানগত কঠিন শিক্ষা নারীজাতির প্রকৃতির কোমলতা বিনাশ করিবে; জ্ঞানের প্রখর আলোকে বিচরণ করিলে নারীর হৃদয় পুরুষের ন্যায় কঠিন হইবে; অন্তঃপুরে প্রীতির সুধাময়ী কান্তি আর নয়নগোচর হইবে না; জ্ঞান নারীজাতির স্বাভাবিক অন্ন নহে; উহা নারী-জাতির মঙ্গলের কারণ না হইয়া বরং অমঙ্গলেরই কারণ হইবে; নারীজাতির শিক্ষা-সম্বন্ধে এইরূপ যাঁহাদিগের মত, আমরা তাঁহাদিগকে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না যে, তাঁহারা ভয়ানক ভ্রমে নিপতিত। আমরা যখন প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতেছি যে, নরনারী একই প্রকারের অশনীয় এবং পানীয় গ্রহণ করিতেছে, একই সূর্য্যের উত্তাপ সম্ভোগ এবং একই সমীরণ সেবন করিতেছে, অথচ একের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় ও কঠিন এবং অপরের কমনীয় ও কোমল; আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, একই উদ্যানে প্রতিপালিত হইয়া এবং একই পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিয়া লতা এবং পাদপ ভিন্ন-প্রকৃতিই রহিতেছে, লতার কোমলতাও পাদপ অপহরণ করে না এবং পাদপের কঠিনতাও লতা লাভ করিতে পায় না, তখন আমরা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি যে, একই প্রকারের মানসিক অন্ন ভোগ করিলে নরনারীর প্রকৃতি বিকৃত হইবে, নারীজাতির আর নারীপ্রকৃতি রহিবে না। নারীজাতির জীবনচরিত সমালোচনা করিলে বরং ইহাই প্রতীত হয় যে, যাঁহারা জ্ঞানের সমুজ্জ্বল কিরণে নারীজাতির

[illegible] স্বাভাবিক নিয়মপ্রকৃতি এবং [illegible] তাহা [illegible] যুক্তি [illegible] সন্দেহ [illegible] যে সকল [illegible] পরিবর্ত্তিত করে না, [illegible] নয়?

[illegible] যে, [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদিগের [illegible] নহে।" এই [illegible] আমরা যুক্তি [illegible] করিতে [illegible] আমরা [illegible] যে, [illegible] যাঁহাদিগের [illegible]

নাই। কিন্তু এ নিমিত্ত ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারিব না যে, গালিলিয়ো, নিয়ুটন, অথবা সক্রেটিশের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন না হইলে বুদ্ধিবৃত্তি-নিচয়ের পরিমার্জ্জনা করিতে এবং জ্ঞানজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিতে কাহারও অধিকার নাই। আমাদিগের এই বোধ যে, সমুদয় নারীজাতির বুদ্ধিশক্তি সাধারণতঃ যদিও প্রগাঢ়তা এবং সামর্থ্যে পুরুষজাতির বুদ্ধির নিকট ন্যূন হয়, কিন্তু প্রকৃতির এই অনন্ত ভাণ্ডারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে নারীর বুদ্ধি অপারগ হয়, জ্ঞানের বিশাল রাজ্যের এমন কোন তত্ত্ব এবং এমন কোন শাস্ত্র নাই, নারীজাতি যাহার অর্থ বোধ করিতেই সমর্থ নয়।

ইহা একটী নিঃসংশয় সত্য যে, মনুষ্যের মানসিক উন্নতি অথবা অবনতি অবস্থার অনুকুলতা এবং প্রতিকুলতার উপর অত্যন্ত নির্ভর করে। অচিন্ত্যজ্ঞান পরমেশ্বর কেন মনুষ্যকে এইরূপ অবস্থাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধীশক্তি প্রভৃতি অধ্যাত্ম সম্পদ্-নিচয় যে অনেকাংশে অবস্থারই অধীন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পরে? সাধারণতঃ সমুদয় নারীজাতি যে, জ্ঞানের সমুজ্জ্বলতার জন্য আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে সমাদৃত হইতে পারে নাই, ইহাই তাহার নিশ্চয় কারণ যে, বুদ্ধিবৃত্তি-নিচয়ের সমুচিত বিকাসের জন্য যাহা যাহা চাই, দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎসমুদয়ই নারীজাতির প্রতিকূল। নারীজাতির শিক্ষাগত উন্নতির জন্য অদ্য পর্য্যন্ত কোথাও সমুচিত চেষ্টা হয় নাই; বিদ্যালয় সমূহের দ্বার তাহাদিগের প্রতি চিরকালই অবরুদ্ধ, রাজ-

[illegible] কিরূপ [illegible] তাহাদিগের প্রতি [illegible] সমাজও আমাদিগের প্রতি সেইরূপ [illegible] নিষ্ঠুর যে, তাহাদিগের [illegible] উপর নির্ভর করিয়া [illegible] পরিত্যাগ করিতে এবং স্বকীয় জ্ঞানোন্নতি উন্মীলন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই সমাজ [illegible] বিদ্রূপের বিষাক্ত শরে তাহার কোমল হৃদয় ভেদ করিয়াছে। নারীজাতির বুদ্ধিশক্তি যে, [illegible] শাস্ত্র লোকচক্ষু [illegible] রহিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বরং বিস্ময়কর যে, সামাজিক অবস্থায় এইরূপ [illegible] প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইহারা অদ্য পর্য্যন্ত পশুজাতির শ্রেণীভুক্ত হয় নাই। ইতিহাস ইহা অখণ্ডিতরূপে প্রমাণ করেন যে, অবস্থা যখন অনুকূল হইয়াছে, তখন আর নারী বুদ্ধিশক্তিবিহীনা বলিয়া লোকসমাজে উপেক্ষিতা হয় নাই।

খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে এস্পেশিয়া নাম্নী মিলিটাস নিবাসিনী একটী অবলা অলঙ্কার শাস্ত্রে এবং [illegible] বিদ্যায় এইরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাগ্মিতাশক্তিও এইরূপ মধুর এবং ওজস্বিনী ছিল যে, [illegible] এবং তাঁহার সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের [illegible] নিন্দাবাদের প্রতি কর্ণপাতও না করিয়া গ্রীসদেশীয় [illegible] উপদেশ লাভের জন্য সর্ব্বদা তাঁহার মুখে [illegible] হইত। সক্রেটিস প্রভৃতি [illegible] তাঁহার নিকট [illegible] করিতেন। [illegible] এস্পেশিয়া [illegible] সকলেই মোহিত এবং বিস্মিত হইলেন। যে

তিনি ইহাঁর পাণি গ্রহণ প্রত্যাশায় স্বকীয় পরিণীতা ভার্য্যাকেও পরিত্যাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি ঘৃণিত হন। খনা এবং লীলাবতী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষের কতিপয় কুলকন্যা জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং গণিত-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিদ্যায় কিরূপ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুসন্ততিগণ আজ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বিক্টবিণা নামিকা একটী রোমীয় কুলনারীর বুদ্ধি এমনই ওজোগুণসম্পন্ন এবং প্রখর ছিল যে, রোমক সেনাগণ, সম্রাট গেলিয়নসের নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জ অত্যাচারে ভয়ানক রূপে উৎপীড়িত হইয়া উপায়ান্তর বিরহে তাঁহারই শরণ লয়, এবং তাঁহাকেই অগ্রণীরূপে বরণ করিয়া গেলিয়নসের প্রতিকূলে যাত্রা করে।

ষষ্ঠ চারল্‌সের জ্যেষ্ঠা দুহিতা এবং প্রথম ফ্রান্‌সীসের পত্নী গুণবতী মেরায়াথেরিসা অতীব কোমলপ্রকৃতি হইয়াও এরূপ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অপুত্রক পিতার লোকান্তর গমনের পর তিনি হঙ্গেরী এবং বহিমিয়া এই রাজ্যদ্বয়ের এবং জর্ম্মণীয় তৎকালীন সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী বলিয়া ঘোষিত হইলে যখন তাঁহার সমুদয় আত্মপক্ষও শত্রুপক্ষ হইয়া দণ্ডায়মান হইল, প্রসিয়া এবং ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার প্রতি ভয়ানক অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাঁহার প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও অনেকে যখন তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন তিনি কেবল স্বকীয় বুদ্ধিবলেই তাঁহার জীবন এবং সিংহাসন রক্ষা করেন। তিনি তাঁহার হঙ্গেরীয় প্রজাবর্গের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের রাজ-ভক্তির উত্তেজনার নিমিত্ত একটী আশ্চর্য্য

সেইরূপ অধীর হইয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, "আমাদিগের রাজ্যের জননী এতদিনে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।" এই গুণরাশি অঙ্গনা নানাবিধ রাজগুণে বিভূষিতা হইয়াও এরূপ প্রীতিময়ী ছিলেন যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পতিবিয়োগ হইলে, তিনি সেই অবধি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বর্ষকাল শোকপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এবং আপনাকে সকল প্রকারের ভোগসুখে বঞ্চিত রাখিয়া জগতে ইহারই যেন পরিচয় দিলেন যে, নারীর বুদ্ধি বিদ্যা অসাধারণ হইলেও নারীর হৃদয় কোমল রহিতে পারে।

রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরী সুপ্রসিদ্ধা ক্যাথেরিণা রাজনন্দিনী ছিলেন না। তিনি এক দীন দরিদ্রের পর্ণশালায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং নানাগুণে অলঙ্কৃত হইয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় মহিমান্বিত পিটার দি গ্রেটের মহিষী রূপে রুশিয়ার বিশাল রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজা এবং রাজমহিষী এই উভয়েরই যশঃসৌরভে সমুদয় রাজ্য এইরূপ পুলকিত হইল যে, প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার গৌরবান্বিত গুণরাজির অধিক স্তুতি করিবে, কাহাকে অধিক সৌভাগ্যবান্ বলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। ইহাই ক্যাথেরিণার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যে, সুয়িড্ সম্রাট দ্বাদশ চারল্স তুর্কস্থানীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পিটারের সর্ব্বনাশের সন্ধান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারই মন্ত্রণা-কৌশলে পিটারের প্রাণ রক্ষা হয়, এবং তিনি বিধবা হইয়াও এমন আশ্চর্য্য নিপুণতা সহকারে রুশিয়ার

অন্তর্গত আলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে থিয়ন নামক জনৈক গণিত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের গৃহে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার যত্নে এবং স্বকীয় চেষ্টায় তৎকাল-পরিজ্ঞাত কঠিন এবং সহজ সমুদয় শাস্ত্রেই এরূপ অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন এবং প্লেটো ও আরিষ্টোটলের দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সংক্রান্ত এরূপ সুললিত এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেন যে, তাঁহার কীর্ত্তির সুসৌরভ অচিরেই দিগ্‌দিগন্তরে প্রবেশ করিল। জ্ঞানলিপ্সু প্রাচীন এবং তরুণগণ নানা দেশ এবং নানা জনপদ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহার নিবাসস্থল পরিপূরিত করিল এবং তিনি যে একজন অসভ্য দেশীয় নারী, ক্ষণকালের জন্যও ইহা মনে না করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি যে সকল আশ্চর্য্য গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, রাজপুরুষেরা নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্য যেরূপ উৎসুক হইতেন, এবং তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে যেরূপ প্রসিদ্ধ লোক হন, তদ্দ্বারাই তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার প্রগাঢ়তা অনুমিত হইতে পারে।

অধিক দিন নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান সময়ে ফ্রান্সের তৎকালীন অধিপতি ষোড়শ লুয়ির রাজস্বসম্বন্ধীয় মন্ত্রী নিকারের দুহিতা মেডেম্ ডিষ্টেল এরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন যে, বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার সমকক্ষ অতীব দুর্লভ ছিল। তিনি কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনচরিত এবং বিশেষতঃ রাজনীতি বিষয়ে এরূপ উচ্চশ্রেণীর এবং এত অধিক সঙ্খ্যক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন

সকলেরই যার পর নাই অসুখকর হইল। তাঁহার চরিতাখ্যায়কদিগের এই ভক্তি বস্তুতই অসঙ্গত নয় যে, তিনি পৃথিবীর একটী বিখ্যাত সময়ের একজন অতি বিখ্যাত লোক।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড দেশে যে সকল নারীরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বোধ হয় ইংলণ্ডনিবাসীরা কোনদিনও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ফিলিসিয়া হিমেনস্ নয় বৎসর বয়সের সময়েই মনোহর ছন্দোবন্ধে কবিতা রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের সময় "অভিনব কুসুমকলিকা" নামে একখণ্ড অতীব সুললিত কাব্য প্রকটন করিয়া তাঁহার দুঃখিনী মাতা এবং আত্মীয় স্বজন সকলকেই মোহিত এবং চমৎকৃত করেন। তিনি লাটিন, ইটালিয়, পর্ত্তুগীস, এবং জর্ম্মণ প্রভৃতি নানা ভাষায় সুনিপুণ হন; লেখনীই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য ছিল। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন নানা পুস্তকের অনুবাদ করিয়া, এডিনবর্গ মেগেজিন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় অনেক জ্ঞানগর্ভ হিতকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এবং কতিপয় অতীব সুমধুর কাব্য এবং উপন্যাস রচনা করিয়া, কবির কীর্ত্তি এবং জ্ঞানীর সম্মান লইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন। হানামোর, নানাবিধ যশস্কর বিদ্যায় সুপণ্ডিতা হইয়াও, ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ অনুরাগিণী ছিলেন যে, তাঁহার বিরচিত "সুখের অন্বেষণ" নামক এক খণ্ড নাটক সাধারণ্যে অতীব আদরের সহিত পরিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ডাক্তর জন্সন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্ররোচক বাক্যের প্রতি কর্ণাপর্ণ না করিয়া কীর্ত্তির হৃদয়মোহন মধুরধ্বনি অপেক্ষা

দুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি এরূপ সূক্ষ্ম এবং প্রগাঢ়, সুখসম্ভোগের প্রকৃত উপায়ই বা কি এবং কি কি ভ্রমে নিপতিত হইয়া মনুষ্য যথার্থ সুখলাভে বঞ্চিত হয়, তিনি এই সকল বিষয়ের এরূপ যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন যে, আমরা যে তাঁহাকে সাধারণ উপন্যাস লেখকদিগের শ্রেণী নিবিষ্ট করিতে চাই না, আমরা প্রতিদিন পরিলক্ষিত অনেক সত্যমূলক ইতিহাস এবং গম্ভীর তত্ত্ববিদ্যার পুস্তক হইতেও যে, তাঁহার উপন্যাস নিচয়কে অধিক গৌরবান্বিত এবং আদরণীয় বলিয়া গ্রহণ করি, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আমরা বিবেচনা করি, তাঁহার যে কোন গ্রন্থ হইতে দশটী পত্র মাত্র পাঠ কর, হৃদয়ে এইরূপ অনুভব না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না যে, ইহাতে এমন একটী অংশও নাই লোকের হিতসাধনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।"

এই অসাধারণ ক্ষমতাশালিনী অঙ্গনার গ্রন্থনিচয় এখনও ইংলণ্ডে অত্যন্ত আদরের সহিত পঠিত হয় এবং ইহা অপেক্ষা নারীর আর অভিমান কি যে, উপন্যাস লেখকদিগের রাজা সুপ্রসিদ্ধ ওয়াল্টর স্কট্ মহোদয়ও ইহাঁরই রচনা দর্শনে মোহিত হইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং ইহাঁকেই আদর্শ স্থানীয় করিয়া বহুসঙ্খ্যক বিস্ময়কর উপন্যাস কাব্য রচনা দ্বারা ইংলণ্ডীয় ভাষাকে তাঁহার নিকট এক অপরিশোধনীয় ঋণে চির দিনের জন্য আবদ্ধ করেন।

ব্রটেনিয়ার বাগ্মিকুলের চিরকীর্ত্তি সুবিখ্যাত সেরিডনের পৌত্রী এলিজাবেথ্ নর্ টন্ স্বভাবতই অতীব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার জননীর যত্নে তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতার

হইতে ইংলণ্ডে এইক্ষণ প্রতি বৎসরে এত পুস্তক প্রচারিত হয় যে, এক জনে সমুদয় জীবনেও তাহা পাঠ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না। ফ্রন্সেস্ ট্রোলাপ্ নাম্নী একটী ইংলণ্ডীয়া মহিলা গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রচার করিয়া সকলকে এরূপ চমকিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মস্তিষ্ক এবং লেখনী কোন্ সময়ে বিরাম-সুখ ভোগ করিত, তাহার অনুসন্ধান করা অনেকেরই আমোদের বিষয় হইয়াছিল। চরিতাখ্যায়কেরা বলেন যে, তাঁহার গ্রন্থনিচয় পরিগণিত হইলে কখনই ত্রিচতুর্ব্বিংশতির ন্যূনসংখ্য হইবে না। কিন্তু ইহাতে কাহারও এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, ট্রোলাপ যত কিছু লিখিয়াছেন সমুদয় অসার এবং অকর্ম্মণ্য। তিনি আমেরিকায় কিছুকাল পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তদ্দেশবাসীদিগের গার্হস্থ্য জীবনসম্বন্ধে যে এক পুস্তক প্রকাশ করেন ইংলণ্ড এবং আমেরিকা এই উভয় দেশেই তাহার অসামান্য সমালোচনা হইয়াছিল; বস্তুতঃ তাঁহার কোন পুস্তকই সমাজে উপেক্ষিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে নরনারী কেহই সংখ্যাতে এত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়, এবং এত অধিকসঙ্খ্য পুস্তক প্রকাশ দ্বারা অন্ততঃ এইটী নিঃসংশয়ই প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও বৃথা আমোদে ব্যয়িত হইতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যাবতী মহিলাবলীর গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে আমরা এস্থলে আর দুই তিনটীর নাম গ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহাঁদিগের প্রত্যেকেরই জীবন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়াছে যে, জ্ঞানাচলে এমন উচ্চ স্থান নাই

কোমল এবং সরল ভাষায় প্রকটন করিয়াছেন যে, সকলেই তাহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে পারে। রাজপুরুষগণ তাঁহার বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রার বৃত্তি প্রদান করেন, এবং তাঁহাকে রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিক সভার সভ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট করেন।

হারিয়েট মার্টিনিয়ো এবং ফ্রান্সেস্ কব্ এই দুই পূজনীয়া কুমারী এখনও বর্ত্তমানা আছেন। ইহাঁরা নানা জাতীয় ভাষায় এবং ইতিহাস, বার্ত্তাশাস্ত্র, রাজনীতি, প্রাকৃত বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, নীতিতত্ত্ব এবং দর্শন প্রভৃতি সুকঠিন বিদ্যায় কিরূপ ঘোরতর পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের রচিত সারবান্ গ্রন্থসমূহ, এবং ইহাঁদিগের ভুবনব্যাপিনী কীর্ত্তিই তাহার সাক্ষী। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এমন ব্যক্তি নাই যিনি ইহাঁদিগের জ্ঞানগম্ভীর উন্নত মানসিক শক্তির সম্মান করিতে প্রস্তুত নন। লেখনীই ইহাঁদিগের উপজীব্য এবং জগতের হিতসাধনই ইহাঁদিগের জীবন। নারীজাতি প্রকৃত উন্নতির দিকে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, বোধ হয় তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য করুণাজলধি পরমেশ্বর ইহাঁদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন অত্যুচ্চ অট্টালিকার শোভা সন্দর্শনের অভিলাষী হইলে আমাদিগকে যেমন স্বভাবতই ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া দৃষ্টি করিতে হয়, ইহাঁদিগের জীবন সমালোচনা করিতে হইলেও আমরা আমাদিগের চক্ষুকে সেইরূপ উন্নমিত না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাঁদিগের তেজঃপুঞ্জ মন, বিশাল হৃদয়, সুবিস্তৃত জ্ঞান এবং দোষস্পর্শশূন্য চরিত্র চিন্তা করিতে হৃদয় আপনিই ভক্তিভরে অবনত

গৃহীত হইয়া সমান শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কিছুতেই ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। তরুণবয়স্ক নারীদিগকে উন্নতকল্পের শিক্ষা প্রদানের জন্য আমেরিকেরা যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, এবং তত্রত্য তরুণীগণ বস্তুতই যেরূপ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালাভ করেন, তাহাতে আমাদিগের ত কথাই নাই, ইউরোপীয়েরাও চমৎকৃত হইয়াছেন। নিয়ুইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে তরুণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় প্রধান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তাহাতে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, নীতিতত্ত্ব, এবং রাজনীতি প্রভৃতি সমুদয় কঠিন বিদ্যারই তরুণীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাবিষয়ে নর নারীতে কিছুই প্রভেদ রাখা উচিত নয় এই মহান্ সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকেরা আরও উনত্রিংশৎটী কলেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। উহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীগণ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে সম শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। দিবসে দিবসে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে ছাত্র এবং ছাত্রীগণের পরীক্ষা গ্রহণ হয়; কিন্তু কোন বিষয়েই ছাত্রীগণ তাহাদের ভ্রাতাদের সাহচর্য্যের অনুপযুক্ততা প্রদর্শন করে না। কুমারী মিচেল প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গনা তথায় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সদৃশ ব্যক্তি অনেক নাই। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলির এক একটীতে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা সহস্রের ন্যূন নহে। পরিগণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, আমেরিকার বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষক এবং অধ্যাপকদিগের তিন অংশের দুই অংশই নারী। অধ্যাপনা-ব্রতে তত্রত্য কুলনারীগণ এরূপ আশ্চর্য্য নিপুণতা এবং কার্য্য-

পথ পান নাই। কতিপয় উৎসাহি ব্যক্তির যত্নে ইংলণ্ডীয় নারীদিগের শিক্ষার জন্য যদিও কয়েক বৎসর হইল কয়েকটী চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ধাত্রীগণ তাহাতে এক্ষণ পর্য্যন্তও যথাবিহিত এবং পরিপক্ক শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আমেরিকায় বোষ্টন, ফিলেডেলফিয়া এবং নিয়ুইয়র্ক প্রভৃতি নগরে নারীজাতির শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি প্রধান চিকিৎসা-বিদ্যালয় অনেক দিন যাবৎ সংস্থাপিত রহিয়াছে, এবং সতর আঠার বৎসর হইল চিকিৎসা শাস্ত্রের পুরাতন বিদ্যালয়েও নারীগণ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুংজাতীয় ছাত্রদিগের সহিত একরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বিগত কতিপয় বৎসরে অন্যূন ছয়শত কুলনারী চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন যে, প্রাচীন সুনিপুণ চিকিৎসকেরাও তাহাতে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নারীজাতির শিক্ষাগত উন্নতির যে কয়টী উদাহরণ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, আমাদিগের এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, এতদ্দ্বারা ইহাকি নিঃসংশয়িতরূপে সাব্যস্ত হয় না যে, সমাজ সস্নেহনয়নে দৃষ্টি করিলে, জনকজননী সন্তান বলিয়া কৃপা করিলে, এবং অবস্থা অনুকূল হইলে, নারীজাতি অজ্ঞানের তমোজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই জ্ঞানে গুণে বিভূষিত হইতে পারে? যাঁহারা নারীজাতির বুদ্ধি বৃত্তিকে

হত পরমেশ্বর নারীকুলকে [illegible] জ্ঞানালোক [illegible] দিগের জন্য [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] সম্পাদনের জন্য আমাদের [illegible] কি পর্য্যন্ত যত্ন করিতে হইবে? আমরা পূর্ব্বেও [illegible] এখনও বলিতেছি, নারীর বুদ্ধি [illegible] পুরুষ-বুদ্ধির ন্যায় শক্তিমতী এবং দৃঢ়শক্তি নহে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বুদ্ধির জ্যোতিঃ যতটুকু প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রচুর যত্নের সহিত মার্জ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইলে কালে তাহা কিরূপ প্রখর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে তাহা কে বলিতে পারে? কে সাহস পূর্ব্বক অনন্ত উন্নতিশীল মনুষ্যাত্মার উন্নতির রেখা নির্দ্দেশ করিয়া এরূপ বলিতে পারে যে, এই পর্য্যন্তই তোমার সীমা, ইহার পরপারে আর তোমার গতির সম্ভাবনা নাই?

নারীজাতির মানসিক শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর পুরুষজাতিকে যেমন প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অধিকারী করিয়াছেন তেমন নারীজাতিকেও তিনি সেই অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানের সমুদয় রাজ্যই নারীজাতির জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং বিদ্যার এমন কিছুই নাই, যাহা নারীজাতির অনধিগম্য নহে। যদি আমরা [illegible] নারীজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী হই, তাহাদিগের কল্যাণ-কামনা যদি আমাদিগের হৃদয়কে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের স্বার্থের [illegible] করিয়া থাকে, তবে যেরূপ শিক্ষায় নারীজাতির বহু উপকার হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার [illegible] মন [illegible] প্রয়োজন [illegible] করিয়া

দিবসের পবিত্র শোভা প্রাপ্ত হয়, এবং আত্মরক্ষণেও সমর্থ হয়, যে প্রকারের শিক্ষা লাভ করিলে তাহারা যন্ত্রবৎ পর-হস্তে অবস্থান না করিয়া আপনারাই যন্ত্রীর ন্যায় পৃথিবীর কার্য্য করিতে পারে, ভোগ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-নামের উপযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, তবে তাহারই পক্ষে আমাদিগের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। কাব্যের অমৃত রসের আস্বাদ গ্রহণ কিম্বা ভাষাশিক্ষা জ্ঞান নহে। শুধু সুকুমার বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা নারীজাতি জ্ঞানী এবং সুশিক্ষিত হইতে পারে না। প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞ হওয়াই যথার্থ জ্ঞান, এবং তাহাই মানসিক সমুন্নতির পথ। আমাদিগের ঊর্দ্ধে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ সকল শূন্যমার্গে অবিরাম ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি যে ভূতপুঞ্জ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদিগের নিবাসস্থান এই পৃথিবী, আমাদিগের পিঞ্জরস্বরূপ এই দেহ, এই সমুদয়ই জ্ঞানীর নিকট আশ্চর্য্য গ্রন্থ। নারীজাতি তাহাদিগের বলবত্তর প্রতিবেশী-দিগের ন্যায় এই সমুদয় গ্রন্থেই সমানরূপে অধিকারী। নারী-জাতি পুরুষের সঙ্গে ভূতজগতের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া যেমন প্রশস্ত প্রগাঢ় এবং কঠিন জ্ঞান লাভ করিবে, বিজ্ঞানের আলোকে আপনাদিগের মানসক্ষেত্রকে আলোকিত করিবে, সেইরূপ তর্কবিদ্যা মনোবিজ্ঞান এবং নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া একটি সূক্ষ্মতর রাজ্যে বিচরণ করিবে, জগতের অন্তঃপুরে পাদচারণা করিতে অধিকার লাভ করিবে। বাহিরে এবং অন্তরে উভয়ত্র ঈশ্বরের হস্তাক্ষর পাঠ করিবে, সকল

[illegible] তাঁহারা হীন শক্তি এবং [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্য সাধন করিবে।

[illegible] পৌত্তলিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নারীদিগকে [illegible] করে, কিন্তু [illegible] [illegible] করিবে, সুতরাং ক্রমেই [illegible] এবং দুর্বল হইতে থাকিবে। [illegible] নারীজাতি সর্বদা দুর্বলপ্রকৃতি বলিয়া [illegible] [illegible] কি জ্ঞানোন্নতিবিষয়ে কি তাঁহাদিগের [illegible] শারীরিক দুর্বলতার কারণ নহে? [illegible] বঞ্চিত [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষগণ [illegible] [illegible] করিবে? [illegible] এবং অবশ্য [illegible] [illegible] পারিবে না? [illegible] পুরুষগণ যেরূপ [illegible] [illegible] [illegible] অত্যন্ত [illegible] করে, তাঁহারাও চিরকালই ঠিক সেইরূপ আচরণ করিবে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি তাহা [illegible] [illegible] [illegible] কেন [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] নিজের [illegible] [illegible] চিরকালই [illegible] [illegible] পরিচালিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সে [illegible] বিষয়েই [illegible] স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করিতে পারে [illegible] স্বাধীন চিন্তা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

গত্যই তাহার জীবন। পরস্ববস্তু কি কখনও মহৎ এবং উচ্চ বলিয়া পৃথিবীর পূজা লাভ করিতে পারে?

নারীজাতির মানসিক উন্নতির আবশ্যকতাবিষয়ে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের রচনা হইতে আমরা কতিপয় পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার সারবান্ বাক্যগুলি অন্তঃকরণ কিরূপ স্পর্শ করে, পাঠ মাত্রই বিদিত হইবে।

"নারীজাতির শিক্ষাগত উন্নতির সমালোচনার সময় এই বিষয়টী চিন্তা করিয়াই আমার হৃদয় ভয়ানকরূপে ব্যথিত হয় যে, সুকুমারপ্রকৃতি বালিকাবৃন্দকে আমরা যে সকল গুণে বিভূষিত করিতে চাই, তাহাদিগকে যে সকল বিষয়ে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত আমরা অধিক আগ্রহান্বিত হই, পরিণয়ই তাহার পরিণাম। স্বামিলাভই তাহার শেষ। কুমারীজনে আমরা একটী ভাবিপত্নীই অবলোকন করি এবং তাহাকে তদনুরূপ শিক্ষাই প্রদান করি। সর্ব্বদাই এইরূপ উক্তি আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় যে, "যে সকল বিষয় পরিণয়ের পর ইহাদিগের তাদৃক্ ফলোপধায়ক হইবে না, ইহাদিগকে তাহাতে শিক্ষাদান করিবার সার্থকতা কি? আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, নারীর অধ্যাত্ম উন্নতি কি শুধু ফলান্তর লাভেরই উপায়স্বরূপ? উহা আপনিই কি অভিপ্রেত একটী মুখ্য ফল নহে? নারীর অস্তিত্ব কি তাহার নিজের জন্য নয়? পুরুষের সঙ্গিনী না হইলে কি আর সে ঈশ্বরের সন্তান নহে? আমাদিগের প্রত্যেকেরই যেমন এক একটী পৃথক্ পৃথক্ আত্মা আছে তাহারও কি সেইরূপ একটী স্বতন্ত্র এবং অবিনাশী আত্মা নাই? বস্তুতঃ নারী তাহার দুষ্কৃতের

[illegible] স্বাধীনতা ভোগ করে, তাঁহার উচিত [illegible] [illegible] পুরুষ [illegible] [illegible] [illegible] আপনার [illegible] আপনিই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পদার্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং ঘটনাদির। [illegible] ইহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ইহাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] উপায় [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু মানবজাতীয় জীব সহ যে একটী [illegible] এবং [illegible] [illegible] ইহার [illegible] নাই, [illegible] মানবজাতি [illegible] তাহার [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] পৃথিবীর কিছু [illegible] এবং [illegible] উপায় [illegible] [illegible] যে সকল [illegible] উত্থাপিত হয়, তাহা [illegible] [illegible] দিগের [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া তোমাদিগের নিকট এই [illegible] করি, তোমরা নারীজাতিকে [illegible] [illegible] [illegible] রাখিও না।

কি কি বিষয়ে নারীজাতির শিক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible] [illegible] আমরা তাহার [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] নারীজাতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কোন বিশেষ বিষয়ে মনের অভিরুচি না থাকিলেই আমরা তাঁহাকে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে নিবৃত্ত থাকিতে পারি। এই রুচিগত প্রভেদ ব্যতীত আর কোন হেতুতেই কাহাকেও কোন বিষয়ের শিক্ষালাভে বঞ্চিত করা উচিত নহে। শিক্ষাবিষয়ে বৈষম্য না থাকিলে নরনারীর প্রকৃতি-গত প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এই যে এক অশিক্ষা ইহা নিতান্তই অমূলক। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে সমান হইলেও নরনারী উহা হইতে তাহাদিগের নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফলই প্রাপ্ত হইবে।”

“নারীশিক্ষাবিরোধীরা পারিবারিক সংস্থানের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনরূপ কৃত্রিম আবরণ দ্বারা আপনাদিগের অবৈধ প্রভুত্ব বাসনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া এই বলিয়া চীৎকার করেন যে “সাবধান! দেখিও যেন নারীজাতিকে সুশিক্ষিত করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরই সর্ব্বনাশ না করিয়া ফেল। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি পারিবারিক সংস্থান, পরিণয়ধর্ম্ম এবং পৌরবর্গের মঙ্গলেরই নাম লইয়া কুলকন্যা-দিগকে গভীরতর শিক্ষা দিতে তোমাদিগকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করি।”

“মাতা এবং পত্নী প্রভৃতি সম্ভ্রমনীয় নামকে নারীজাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার কৌশলময় যন্ত্রস্বরূপ করিয়া উঠান হইয়াছে। এস! আমরা একবার উহার যথার্থ মর্ম্ম-বোধ করিতে চেষ্টা করি। আমি এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের কর্ত্তব্যনিচয়ের নিকট কেহই আমা হইতে অধিকতর ভক্তির সহিত মস্তক অবনত করিতে

দোষরাশিই সচরাচর পরিকীর্ত্তিত হয়; মূর্খতা যে কত মারাত্মক বিঘ্নবিপত্তির প্রসবিনী তাহা কাহারই স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। জ্ঞান স্বামী স্ত্রীর বন্ধনী রজ্জু, মূর্খতা তাহাদিগের ভয়ানক অন্তরায়; জ্ঞান সান্ত্বনার সুশীতল সলিলস্বরূপ, মূর্খতা মূর্ত্তিমান্ বিষ এবং অশেষ দোষের প্রস্রবণ। তোমরা কখনই এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, জ্ঞান মাতা এবং পত্নীর গৃহিণীজনোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতিকূল। গৃহিণীর গৌরবান্বিত ব্রতপালনে ঈদৃশ সহায় আর কিছুই নাই। কিন্তু যদি জ্ঞান গার্হস্থ্য জীবনের অনুকূলও না হয়, তথাচ তদুপার্জ্জনে নারীজাতির সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। আমরা কে, যে তাহাদিগকে জ্ঞানালোকে বঞ্চিত রাখিব, এবং বলিব, "তোমাদিগের চক্ষু উন্মীলন করিবার প্রয়োজন নাই।"

"নারীজাতির জ্ঞানালোক বিরহের বিষময় ফল।"

যাহারা নারীজাতিকে নানাবিধ কমনীয় গুণে বিভূষিত দেখিলেই পরিতৃপ্ত হন, এবং এইরূপ মনে করেন যে, যে সকল কঠিন বিদ্যা পৃথিবীতে পুরুষসমাজেই সমালোচিত হয় পুরবধূদিগকে তাহার সংস্পর্শ হইতেও দূরে অবস্থান করা উচিত; বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র ইহাদিগের হৃদয়কে শুষ্ক করিবে, রাজনীতি এবং ব্যবস্থা বিদ্যা ইহাদিগকে সংসারের জটিল তন্ত্রে

[illegible] করিবে, তাঁহারা [illegible] উদ্ভাসিত এবং ইহা-দিগকে ইংরাজদিগের ন্যায় [illegible] অলঙ্কৃত করিবে, আমরা বলিতেছি, নারীজাতির শিক্ষাবিষয়ে এইরূপ [illegible] সংস্কার, তাঁহারা কেন স্ত্রী-স্বাধীনতার ভূত এবং বর্তমান দশার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন না, তাহা আমরা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। জ্ঞান হৃদয়কে শোধন করে। [illegible] ভয়ানক কুসংস্কার। জ্ঞানিগণের রাজা, ধীমান নিউটন প্রভৃতি মহাত্মা এক ভিন্ন তত্ত্বতরুর শাখায় শাখায় নির্ভীক বিহঙ্গের ন্যায় অহর্নিশ বিচরণ করিয়াও কিরূপ বিনয়প্রকৃতি, অভিমানশূন্য এবং কোমলস্বভাব ছিলেন তাহা চিন্তা করিলে কে না দ্রবীভূত হয়? যদি উদাহরণস্থলে ত্রিভুবন পূজনীয় পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ ভয়ানক পাপ না হয় তবে আমরা বলিতে পারি যে, যোগী ভোগী জ্ঞানী মূর্খ সকলেই যাঁহাকে অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ বলিয়া অর্চনা করে, বেদ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রই যাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞানের প্রতিকীর্তনে পরিপূরিত, কীটদেহ অবধি সৌর জগৎ পর্যন্ত বিশ্বের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমুদায় পদার্থই যাঁহার অপার জ্ঞানের কারুকার্য, সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা আবার প্রীতিরও অপার জলধি। বিহঙ্গের কলকলিত সৌন্দর্য, সঙ্গীতের অমৃতস্বাদ, মাতার স্নেহ, সতীর প্রীতি, সাধকের শান্তিপূর্ণ হৃদয়, [illegible] প্রেম-পুলকিত কলেবর এই সমুদয় বস্তু [illegible] বলিতেছে যে, ঈশ্বরের স্নেহ মমতার এবং প্রীতির [illegible] এবং সীমা নাই। [illegible] আমরা কাহারও [illegible] করিতেছি, শুদ্ধ জ্ঞান এবং সরলা প্রীতি একাধারে

অবস্থান করিতে পারে না আমরা তাঁহার সহিত অনর্থক তর্ক বিতর্ক না করিয়া, তাঁহাকে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, একবার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

জ্ঞান প্রীতির শত্রু হওয়া দূরে থাকুক, প্রীতির এমন সুহৃৎ এমন সহায় আর নাই। পিতা যেমন সস্নেহ নয়নে এবং উৎকণ্ঠিত মনে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া দুহিতার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, জ্ঞানও সেইরূপ অভিভাবক এবং রক্ষকের ন্যায় সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া প্রীতিকে আশ্রয় দিয়া রাখেন। প্রীতির কোমল অঙ্গে কণ্টকের আঘাতও না লাগে ইহাই জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে প্রীতি পদে পদেই বিঘ্ন বিপত্তিতে নিপতিত হয়। চৌর দস্যু উহার অবমাননা করে এবং প্রবঞ্চকদিগের প্ররোচক বাক্যে নানাবিধ কুপথে গমন করিয়া উহা অবশেষে এরূপ দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করে, উহার স্বর্গীয় লাবণ্য এরূপ অপসারিত হইয়া যায়, উহার মুখচ্ছবি এরূপ পরিবর্ত্তিত এবং কলঙ্কিত হয় যে, পুনরায় দেখিলেও উহাকে আর সেই প্রীতি বলিয়া চিনিবার সম্ভাবনা থাকে না।

নারীজাতি প্রীতির পুত্তলীর ন্যায় সুসজ্জিত হইয়া সমাজের অভিনয়-ভূমিতে বিচরণ করিলেই যাঁহারা আপনাদিগকে সুখী এবং সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করি, নারীজাতির কল্যাণ এবং মঙ্গলের প্রতিও যেন তাঁহাদিগের দৃষ্টি থাকে। আমরা হৃদয়ের কমনীয় ভাবনিচয়কে চিরকালই স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিব। হৃদয়হীন জগতে কে বাস করিতে চায়?

কিন্তু এক্ষণেও আমরা অবশ্যই বলিব যে নারীজাতির [illegible] প্রাচীন জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইলে, নারীজাতি জ্ঞান এবং বিদ্যারত্নে অনাদর করিলে, তাঁহাদিগের দুর্গতি এবং দুর্ভাগ্যের পরিসীমা রহিবে না। জ্ঞান অন্তরের রত্নস্বরূপ; জ্ঞান, অন্তরের আলোক। আমরা যদি চক্ষুঃ আমাদিগের গতিপথেই না দেখিলাম, তবে শুধু [illegible] [illegible] নারীদিগের জীবন [illegible] হইবে? না জানিয়া কি অমৃতজ্ঞানে বিষপানও অনেক সময়ে সম্ভবপর নয়? জ্ঞান এবং বিবেকের আপাতকঠোর পরিণামমঙ্গল শিক্ষার প্রতি অনাদর করায় এবং কেবল চক্ষুর প্রীতিকর চিত্ত [illegible] দিয়েছেন। সুতরাং অনাদর করায় অসভ্য দেশেরও কথাই নাই, সভ্য দেশেও কি কি ভয়ানক দোষ মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নারীসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এস্থলে প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ করা আমরা অতীব কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। আমরা [illegible] কারণের দ্বারা নারীজাতির হিতকীর্ত্তন করিতেছি [illegible] করি নাই। নারী-[illegible] কোন এক [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] স্ত্রীশিক্ষা লাভ করিলে নারী কিরূপ শোভা ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় আমরা তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি। [illegible] বিশেষ ঘটিলে অথবা স্ত্রীশিক্ষায় নারীর [illegible] [illegible] হয়, তাহাও আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

জ্ঞানগর্ভ পাঠ শিক্ষায় অনাদরের প্রথম ফল অনুচিত [illegible] পাঠের উদ্দেশ্য যে চিত্তবৃত্তির [illegible]

বিক বৃত্তি ইহা আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারি না। সুশীতল সমীরণ সেবনে যেমন শরীরের ক্লান্তি বিদূরিত হয়, আমোদও সেইরূপ মনের ক্লান্তি দূর করে। বুদ্ধি বহুক্ষণ প্রগাঢ় অধ্যয়ন কি গাঢ়তর চিন্তাতে পরিশ্রান্ত এবং অবশ-প্রায় হইলে একটুকু আমোদ প্রমোদই উহাকে সুস্নিগ্ধ এবং সজীব করে। চিত্তের স্বাভাবিক আমোদস্রোতকে রুদ্ধ করিতে গেলে বরং তাহাতে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। প্রকৃতিকে যিনি অবমাননা করিবেন প্রকৃতিও তাঁহাকে নিশ্চয়ই অব-মাননা করিবেন। আমেরিকানিবাসী পণ্ডিতবর ফাউলর আমোদ প্রসঙ্গে তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অপরিপক্ক তরুণবয়সে একজন কালবিনীয় ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সম্যক্ প্রকারে হাস্য সংবরণ করিতে না পারিলে কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ফাউলর লিখিয়াছেন যে, যত দিনে না সুশি-ক্ষার প্রভাবে ঐ ভ্রান্তি হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, প্রকৃতির বেগ এবং ঐ উপদেশে বিশ্বাস এই উভয়ের বিরোধ নিবন্ধন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে অহর্নিশ ভয়ানক অন্তর্জ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহামাত্র একটী উদাহরণ। কিন্তু বস্তুতঃ এখনও অনেকে এইরূপ ভ্রমে নিপতিত হইয়া ভয়ানক কষ্ট ভোগ করেন। আমরা এই নিমিত্তই এরূপ অভিলাষ করি না যে, নারীজাতি সমাধিমন্দির কিম্বা অমানিশির ন্যায় অপ্রকৃত গাম্ভীর্য্যেই তাহাদিগের জীবন অতিবাহিত করিবে। যাঁহার এই সুখময় বিশ্বরাজ্যে কীট পতঙ্গ প্রভৃতিও দিবা-নিশি আমোদস্রোতে ভাসমান থাকে, প্রীতির প্রতিকৃতি

নারীজাতি যে তথায় অশনিমুখী হইয়া সমগ্রাতিপাত করিবে ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু নারীজাতির মধ্যে যাঁহারা মধুরপ্রকৃতি বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইবার জন্য আমোদকে অত্যন্তই প্রিয় বোধ করেন, আমোদসাগরে যেন একেবারে নিমজ্জিতের ন্যায়ই অবস্থান করেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার নয়, একথা শত সহস্রবার বলিব যে, যদি কল্যাণ তাঁহাদিগের কাম্য হয়, তাহা হইলে যে আমোদের সহিত কোন প্রকারে লঘুতার সংস্রব থাকে, যে আমোদ ঘুণাক্ষরেও চিত্ত চাঞ্চল্যের উদ্দীপক হয়, তাহা যেন তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন।

চিত্তের গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্য দুইই চাই। প্রভেদ এই যে, মাধুর্য্যবিহীন গম্ভীরতা অনাবশ্যক দুর্ভোগ। কিন্তু গাম্ভীর্য্য-হীন মধুরতা অমঙ্গলেরই নিদান। মধুরতা গাম্ভীর্য্যের সংস্পর্শে পবিত্র এবং প্রীতিকর মূর্ত্তি ধারণ করে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হউক, উহাতে আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারিবে না। উহা জ্ঞান এবং বিবেকের উপদেশ অবহেলন করিয়া কেবলই সুখের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, এবং অবশেষে নিতান্ত খেদজনক ও লজ্জাকর বিপত্তির গর্ত্তে নিপতিত হয়। আমোদকে যাঁহারা পবিত্র ভাবে সেবনীয় সাময়িক সুখ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে আমাদিগের কখনই সাহস হইবে না। কিন্তু নারীজাতির মধ্যে যে সমস্ত কতিপয় অভিভাবকদিগের যত্নের ত্রুটিতে অথবা আপনাদিগের কাল-দোষে শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া জীবনকে দুর্ব্বহ ভার বোধ করে, এবং সময় যাপনের উপায়ান্তর অবলোকন না করিয়া

দিবানিশিই আমোদ-স্রোতে ভাসমান রহিতে অভিলাষী হয়, আমরা তাহাদিগকে অবশ্যই নিন্দা করিব। অবশ্যই তাহাদিগকে পরিণামের জন্যে সাবধান হইতে বলিব। প্রসারিত জ্ঞান এবং অবিক্ষত বিবেক যে আনন্দ প্রদান করেন তাহা চন্দ্রমার গম্ভীর জ্যোৎস্নার ন্যায় স্থায়ি সুখ। আমোদ বিদ্যুদ্দাম সদৃশ ক্ষণস্থায়ী। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রগাঢ় চেতনাকেও তরলিত করে, এবং পাপের সমুদয় প্রচ্ছন্ন প্রবেশ-পথগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। উহা যে স্বভাবদুর্ব্বল নারীপ্রকৃতির সর্ব্বনাশ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কত সহস্র সহস্র অবলা, সুশিক্ষিত ভদ্রসমাজে বাস করিয়াও জ্ঞানালোক বিরহে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবলোকন করিতে না পারিয়া, আপনাকে এবং আপনার প্রিয়জনবর্গকে সুখী করিবারই উদ্দেশে আমাদের চরণে দেহমন সমর্পণ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হৃদয় দুঃখে জর্জ্জরিত হয়। বোধ হয় ইহাদিগকে মনে করিয়াই কবিকুলতিলক শেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "অবলে! ভঙ্গুরতাই তোমার নাম।"

জ্ঞান এবং ধর্ম্মের স্বাভাবিক সম্মান রক্ষা করিয়া যদি নারীহৃদয়ে কমনীয় গুণরাশি বিকশিত হয়, যার পর নাই আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু হৃদয়ের কমনীয়তা সাধনের নামে অপবিত্র আমোদে কলুষিত হওয়া অপেক্ষা নারীজাতি লৌহবৎ কঠিনপ্রকৃতি হউক, নিষ্ঠুর হউক, ক্রূরচিত্ত হউক, একেবারে স্নেহ মমতা বিবর্জ্জিত হউক, তাহাও আমাদিগের অধিক বাঞ্ছনীয়। মহাত্মা থিয়োডোর পারকার এ বিষয়ে একটী সংক্ষিপ্ত এবং সারবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।—

গৃহদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ কর, এই আমার অভিলাষ। যে আমোদে মুখচ্ছবি লজ্জায় মলিন হইতে পারে, তাহার ত্রিসীমাতেও পাদনিক্ষেপ করিও না। কারণ যাহা লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে হয়, তাহা পাপ না হইলেও, পাপের স্বজাতীয়। আর একটী কথা এই, কি প্রকারের আমোদ-সুখ উপভোগ করিবে তাহার প্রকৃতি এবং গুণের প্রতি সতর্ক নয়নে দৃষ্টিপাত করিও। স্মরণ রাখিও যে, তৃণরাশি অপেক্ষা একটীমাত্র গোলাব অধিক কমনীয় এবং সুখপ্রদ।"

অনুচিত আমোদপ্রিয়তার ন্যায় অনুচিত ভূষণপ্রিয়তাও নারীজাতির জ্ঞান-লালসার অতৃপ্তির আর একটী বিষময় ফল। আমোদপ্রিয়তার ন্যায় ভূষণপ্রিয়তাও স্বাভাবিক তাহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বর মনুষ্যহৃদয়ে শোভানুভাবকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ স্বহস্তে নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই শোভা এবং সৌন্দর্য্য নরনারীর নয়নের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। শোভানুভাবকতা না থাকিলে পূর্ণচন্দ্র এবং ভস্মস্তূপ উভয়ই আমাদিগের চক্ষে সমান হইত। প্রকৃতির চারু মূর্ত্তিতে আমরা এমন কিছুই অবলোকন করিতাম না, যাহাতে নয়ন মন উভয়ই অননুভূত সুখাস্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারে। মনুষ্য নিরন্তর কেবল প্রয়োজনীয়েরই অন্বেষণ করিত। কমনীয়তা তাহাকে কখনই আকর্ষণ করিতে পারিত না। মানব-নিবাসে সুদৃশ্য এবং মনোহর কিছুই পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু আমাদিগের যে কোন বৃত্তিই প্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘন করে, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহারই ভয়া-

[illegible] উপস্থিত হয়। এই [illegible]
[illegible] তাহার এক বিশেষ [illegible] মূল। [illegible]
[illegible] পুরোহিত[illegible] এবং
[illegible] জন্য উন্মাদিনী হইলেও অসম্মত হইবে না।
[illegible] এখন এ রোগের এমন ভয়ানক প্রাবল্য
হইয়া উঠিয়াছে যে, [illegible] কোন মা [illegible]
[illegible] নারী মনের [illegible]
[illegible] প্রদর্শন করিবে।
[illegible] যেখানে নারীর পরিচ্ছদরীতি পরি-
বর্তিত হয়, [illegible]
[illegible] হইয়াছিল, সে স্থানের [illegible]
[illegible] নারীর বেশভূষা বিষয়ে কোন নূতনত্ব [illegible]
[illegible] করিবার জন্য তাহা হইতেও অধিকতর [illegible]
[illegible] চেষ্টা করে, রাজনীতি এবং [illegible]
[illegible] পরিচ্ছদরীতির পরি-
বর্তন দেখিলে [illegible] সমালোচিত এবং
প্রচারিত হয়, [illegible]
[illegible] এবং [illegible]
[illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible]
[illegible] কর্তব্য জ্ঞান এবং [illegible]
[illegible] অবস্থান করিতে পারেন, যথার্থ [illegible]
[illegible] তাহা সহজে
[illegible] হইতে পারে।

[illegible] পরিচ্ছদ

ইচ্ছানুসারে ধারণ করুন আমাদিগের তাহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। বরং উহা আমরা বাঞ্ছনীয়ই জ্ঞান করিব। চক্ষুর পরিতৃপ্তি কাহার না অভিলষিত? কিন্তু যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময়ই দর্পণ সন্নিধানে অথবা অঙ্গ-সংস্করণেই ব্যয়িত করেন, আমাদিগের নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য বিবেচনা করিব এবং মুহূর্ত্তের জন্যও ভক্তি অথবা সম্ভ্রম না করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার চক্ষেই দৃষ্টিপাত করিব।

শরীর অপেক্ষা হৃদয় এবং মন যেমন অসংখ্য গুণে অধিক মূল্যবান্, শারীর-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা হৃদয় মনের সৌন্দর্য্যও তেমন অসংখ্য গুণে অধিক আদরণীয় এবং গৌরবান্বিত। শারীর শোভা কুসুম-সৌন্দর্য্যের ন্যায় এই বিকশিত, এই দেখিতে দেখিতেই মলিন। কিন্তু হৃদয় এবং মনের শোভা যুগযুগান্তরেও ক্ষয় হইতে পারে না। যদি কালের ভীষণ আঘাতে সূর্য্য চন্দ্র সমেত সমুদয় ভৌতিক জগৎ চূর্ণিত হইয়া যায় তথাচ উহা তরুণ শ্রীতেই চিরকাল বিরাজ করিবে। আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, যদি নারীকুলের সকলেরই চিত্তফলকে এই সত্যটী সুদৃঢ় অঙ্কিত হয় যে, "অন্তরের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য, তোমাদিগের হৃদয় মন সুন্দর হউক, তবেই তোমরা চিরদিন সুন্দর রহিবে" তবে সমাজসুখ অতি অল্প সময়েই আর একরূপ ধারণ করে। হৃদয় মনের সৌন্দর্য্য যে কেবল অধ্যাত্মশ্রীই পরিবর্দ্ধন করে এমন নয়, উহা শরীর-

যে [illegible] এক আশ্চর্য শোকাবহ দর্শন [illegible] কি, পাঠকবর্গ একবার দেখিলে [illegible] অতীত হইল [illegible] বিদীর্ণ হইয়া [illegible] করিয়াছিলেন, তিনি [illegible]

আমরা [illegible] করিয়া বলিলাম না, কিন্তু সৌন্দর্য [illegible] পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে প্রগাঢ় আলোচনা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছেন যে, শরীরের শোভা সৌন্দর্য মানসিক সৌন্দর্যের উপর অনেক নির্ভর করে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, যিনি একসময় [illegible] রূপবান প্রতীয়মান হয়, [illegible] তাঁহাকে আবার এক সময় [illegible] অনুমান হয়। নারীজাতির মধ্যেও [illegible] আমাদিগের এই অনুরোধ, তাঁহারা হৃদয় মন [illegible] এবং [illegible] হইলে [illegible] তাহাদিগের শরীর [illegible] বিভূষিত হয় কি না, [illegible] দেখিতে পাইবেন। [illegible]

আমি তাহার কারণ অনুভব করিতে পারি না। আমার এই সংস্কার যে, নারী প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিলে, যে শিক্ষা জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত তাদৃশ শিক্ষায় বিভূষিত হইলে, বাহ্য শোভা এবং বাহ্য আভরণের প্রতি তাহার হৃদয়ে স্বভাবতই জ্ঞানিজনোচিত এক সাভিমান উদাসীনতা এবং শান্তরস পূর্ণ এক অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বাহিরের শোভা সৌন্দর্য্য এবং বাহিরের আভরণের সহিত জীবনের সুখ দুঃখ এবং মঙ্গলামঙ্গলের কিছুই যে, সংশ্রব নাই ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? কে না অবগত আছেন যে, চক্ষু যাঁহাকে আপাতদর্শনে লাবণ্যময়ী বলিয়া প্রীতি করে নাই, তাহার হৃদয় মনের সৌন্দর্য্যের পরিচয় লাভের পর, তাহাতেই আমরা অলৌকিক রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যাঁহাকে এক সময়ে নিতান্ত রূপবতী মনে করিয়াছিলাম, যখন দেখিতে পাইয়াছি যে, তাঁহার হৃদয় অতীব অসার এবং মলিন, তখন তিনিও আমাদিগের নিকট নিতান্ত কুৎসিতমূর্ত্তি প্রতীয়মান হইয়াছেন? এই নিমিত্তই আমার এই বিশ্বাস যে, উচ্চপ্রকৃতির নারী কখনই বাহিরের শোভা-সৌন্দর্য্য এবং বাহিরের বেশভূষণের অভাবে মুহ্যমান হন না। ইহার কিছুমাত্র না থাকিলেও নারী যার পর নাই কমনীয় এবং মনোহর প্রতীয়মান হইয়া হৃদয়ের প্রগাঢ়প্রীতি উপার্জ্জন করিতে পারে।"

যে সমস্ত কুলনারীগণ ভূষণ-প্রিয়তার একেবারে ক্রীতদাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের পরমুখপ্রেক্ষিতা তাঁহাদিগের চিত্তের অশান্তি এবং হৃদয়ের দরিদ্রতা মনে করিতেও আমাদিগের দুঃখ বোধ হয়। যত শীঘ্র তাঁহারা এই হীন দশা

হইয়া কত অধ্যাহতি লাভ করেন ততই [illegible] সেই [illegible] অনাথগ্রস্তা অন্যেরা সময়ে রূপাভিমানে কিংবা [illegible] গ্রাস না পাইয়া পাপিনীর পরিণত হইয়া, আরও কত [illegible] হেতু হয়! কত শিশু নরাধম ঐ সূত্রে ধর্ষণ করিয়াই কত কুলবধিগণের সর্বনাশ সমুৎপাদন করে! যৌবনাবস্থাতে প্রতিবেশিনীর নীতির বেশভূষা অবলোকনে মনোবৃত্তি পীড়িত হইয়া উচ্চক্রমে প্রাণত্যাগ করিতেও যখন নারী জাতি কে সংকলিত হয় নাই, তখন অনুচিত ভূষণপ্রিয়তা তাহাদের অনুষ্ঠানে না প্রবর্তিত করিতে পারে? যাঁহারা নারীজাতিকে জ্ঞানশিক্ষার প্রতিরোধ করেন, তাঁহাদিগকে বিনয়ের সহিত [illegible] জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানের মহামূল্য শক্তি ব্যতীত এ দোষের কি আর উদ্ধার আছে?

আমরা একস্থলে নারীজাতির পক্ষে কাব্য এবং উপন্যাস প্রভৃতি বহুমান পাঠ অনুশীলনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতি যথোচিত রূপে পরিমার্জিত হইয়া ব্যক্তিগণের কল্পনা বলবতী এবং যদীয় চিত্তবৃত্তি উদ্দীপ্ত রাখিয়াছে অনর্থ রাখিলে অন্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি কত জঘন্যভাবে পরিতৃপ্ত হয়, অর্দ্ধশিক্ষিত তরুণী [illegible] পবিত্র নাম লইয়া কিরূপ পাপময়ী অবিদ্যার কলঙ্কিত [illegible] উপভোগ করে, আমরা তাহা প্রদর্শনের জন্য [illegible] বিস্তার [illegible] করিতে চাই।

কেহ কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, অনেক নারী [illegible] [illegible] পুস্তক ও নাটক কাব্য এবং উপন্যাস [illegible] করিয়া অনেক যুবকের সর্বনাশ করিয়াছে। [illegible]

গুলিকে মেষ-পরিচ্ছদে বৃক বলিলেই হয়। মুদ্রাযন্ত্রের বদন হইতে এইরূপ কত শত নরক উদ্গীরিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহার গণনাই নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি পুস্তক অপেক্ষাকৃত সরল ; অন্তরে বাহিরে উভয়ত্রই পাপ। দৃষ্টিমাত্রই তাহাদিগের কুৎসিত মূর্ত্তি প্রতীয়মান হয়। কতকগুলি আবার ভয়ানক বঞ্চক। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত না হইলে তাহাদিগের কাপট্য-জাল ভেদ করা কঠিন। সমাজের দুর্নীতি সংশোধন ইহাদিগের প্রকাশ্য লক্ষ্য। কিন্তু গূঢ় লক্ষ্য তাহার বিপরীত। পাপের প্রকৃত ছবি প্রদর্শনের ছলনায় ইহারা সমাজের বাস্তব কিম্বা কল্পিত পাপনিচয়কে চিত্রিত করিয়া প্রথমে পাঠকের চক্ষু আকর্ষণ করে, এবং যখন দেখিল যে, হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তখন অমৃতের নামে কালকূট গরল উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করায়। সুখস্পৃহার বশবর্ত্তিনী হইয়া কত স্থানে কত নারী ঈদৃশ বিষপানে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে। শিক্ষিত নামা নারীসমাজের ভূত এবং বর্ত্তমানই তাহার সাক্ষী। আমরা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত এবং পাঠকের চিত্তকে ব্যথিত করিতে চাই না। কিন্তু শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত নারীবৃন্দকে আমরা অন্তরের সহিত অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন জীবনের চিরন্তন সুখসম্পদ ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা অশেষ গুণে অমূল্য বলিয়া জ্ঞান করেন। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের নিকট অনন্ত কালকে বলিদান করিতেও কি তাঁহাদিগের ভীত হওয়া উচিত নয়? যাহাদিগের লেখনী হইতে এই সমস্ত জঘন্য বস্তু বিনিঃসৃত হইয়াছে, যাহাদিগের প্ররোচনায় তাঁহারা এই

আচার ব্যবহারই পরিপোষণ করে, যাহাতে হৃদয় মন স্বভাবতই অপবিত্র ভাবে পরিপূরিত হয়, উহার চরণে নমস্কার করিয়া পুনরায় বনচারী হও।

"মন অপবিত্র কল্পনাতে যাবৎ না কলুষিত হয়, বহিশ্চরিত্রে তাবৎ কখনই শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মন যদি একবার কলুষিত হইল, তবে বাসনানুরূপ সুযোগ ব্যতীত অধ্যাত্ম সর্ব্বনাশের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই নিমিত্তই অন্তঃকরণের চিন্তানিচয়ের সুদৃঢ় শাসন বিষয়ে আমাদিগের প্রগাঢ় সতর্কতা আবশ্যক; এই নিমিত্তই যে কোন পুস্তক যে কোন ছবি যে কোন সংসর্গ এবং যে কোন রূপ আচরণ পবিত্রতার বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধ ভাব দ্বারাও হৃদয়কে মলিন করিতে পারে, তাহা আমাদিগের সর্ব্বথা পরিহার করা উচিত। কোন পুস্তক রচনাগত মাধুর্য্য প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিত হইয়াও, যদি অপবিত্র কিম্বা শিথিলভাবসম্পন্ন হয়, উহাকে একবারে পরিত্যাগ কর। কোন পরিচিত বান্ধব যত কিছু কমনীয় গুণেই সমলঙ্কৃত হউন না কেন, সেই সখা কি সখী যদি আলাপনে কিম্বা ব্যবহারে হৃদয়ের বিন্দুমাত্র শিথিলতাও প্রদর্শন করেন, তাঁহা হইতে একবারে পলায়ন কর। বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখিব অথচ পরিধেয় বস্ত্র দগ্ধ হইবে না ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অপবিত্রতা যেমনই কেন রুচিকর এবং মনোহর পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হউক না, উহার সাহচর্য্যে আমরা কখনই কলঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারি না। পাপের দর্শন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাই রক্ষার একমাত্র উপায়। এই নিমিত্তই অশ্লীলভাবব্যঞ্জক

[illegible], নির্লজ্জ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রণয়ের [illegible] [illegible] [illegible] জনককে [illegible] করে [illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুলনারী [illegible] [illegible] নিষ্ঠুরের [illegible] [illegible] তাদৃশ আমোদস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন, যেখানে তিনি [illegible] উপরে প্রতীক্ষা করিবেন [illegible] যে [illegible] এক দিন [illegible] প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি ছিল, আজ সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি এইরূপ [illegible] [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] হইবেন, যাহারা এক সময়ে তাঁহার ন্যায় নির্ম্মলহৃদয়া ছিল, কিন্তু [illegible] শিথিল [illegible] নিবন্ধনই কুল-মান বিনাশ করিয়া, এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে যে, তাহাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবে।"

আমরা [illegible] [illegible] উন্নতির আবশ্যকতা প্রমাণের জন্য, তাহাদিগের [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখ করিলাম। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিবারিক [illegible] [illegible] হইতে পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করিয়াই যদি আমরা নারীজাতির নিকট জ্ঞানের সমুদয় দ্বার নির্ম্মুক্ত করিতে অভিলাষী হইতাম, তবে সমাজের কালপরম্পরাগত বদ্ধমুল কুসংস্কারের নিকট মস্তক অবনত করিয়া নারীজাতির জ্ঞানকরী শিক্ষার জন্য এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা হইতে আমরা কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিহাসের সমালোচনায় যখন আমরা অবগত হইতেছি যে, নারীজাতি জ্ঞানবলে বলীয়সী না হইলে পৃথিবীর ক্রূরকর্ম্মা বঞ্চকদিগের হস্ত হইতে ধর্ম্ম ও আপনাদিগের মান রক্ষা করিতে পারেন না; যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, প্রীতি এবং ভক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত পবিত্র ভাবের আশ্রয় লইয়া মনুষ্য স্বর্গের সোপানে আরোহণ করে, নারীহৃদয়ের সেই সমস্ত ভাবই জ্ঞানবিরহে অপ্রাকৃত রূপে উত্তেজিত এবং বিপথে পরিচালিত হইয়া, অনেক স্থলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হয় এবং যখন এই সংস্কার আমাদিগের চিত্তে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছে যে, নারীজাতি যে কোন দুর্গতিই ভোগ করুক, যে কোন রূপেই মনুষ্যসমাজে নিপীড়িত হউক, তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধতাই তাহার একমাত্র কারণ, তখন আমরা আমাদিগের সমুদয় শক্তি সামর্থ্যের সহিত ইহা পুনঃ পুনঃ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিব না যে, নারীজাতি পুরুষের ন্যায় প্রগাঢ়, পরিপক্ক এবং প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে না পাইলে, জ্ঞানের শাণিত অস্ত্র অবলম্বন করিয়া তাহারা আত্মরক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থ না হইলে, তাহাদিগেরও কল্যাণ নাই, সমাজের কলঙ্কাপনোদনেরও উপায়ান্তর নাই।

[illegible] মহাত্মা [illegible] শক্তীন মতিপূরণ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া [illegible] ছিলেন [illegible] বিভাহিত জ্ঞান-শিক্ষে [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] আমরা এরূপ বলিতে চাই না যে, [illegible] তাহাদিগের সমুদয় [illegible] মানবজাতির [illegible] অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে তাহা কে না অবগত আছে? কিন্তু [illegible] আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, [illegible] পর্যালোচনার পাপ পথে গমন করে না এবং [illegible] চরিতার্থতার বিষয় হইলেও তাহার [illegible] সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। পাপ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যখন [illegible] বিশাল জ্ঞান এবং বিপুলা শক্তির অবমাননা করে, তখন সে আপনিই আপনার প্রবঞ্চক হয়। "অমঙ্গল! তুমিই [illegible] মঙ্গল হও" এইরূপ গর্হিত বচন প্রয়োগ করিয়া সে আপনার পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করে। কেবল অবৈধ [illegible] তাহাদিগের অনিষ্ট সন্দেহ অসৎ [illegible] পৃথিবীতে কয়টি ব্যক্তি সাহস করিতে পারে? কিন্তু [illegible] অভাব নিবন্ধন যাহাদিগের প্রকৃতি [illegible] অথবা [illegible] [illegible] পরিচালিত হয়, [illegible] উপর যাহারা [illegible] নির্ভর করিতে পারে না, তাহা [illegible] রহিলেও [illegible] জীবন [illegible] [illegible] এবং এই [illegible] [illegible] যথার্থ [illegible]

কখনই মধুরতা এবং কোমলতা প্রভৃতি মনোহর গুণরাজির নাম লইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-বল-বিহীনা সহায়হীনা অবলোকন করিতে সাহসী হইতে পারিবেন না। রোমের পুরাতন ধর্ম্মযাজকগণ হৃদয়ে শান্তির সলিল সেচন করিবার আশ্বাস দিয়া কত অবলার সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে কাহার হৃদয় না দুঃখে দগ্ধীভূত হয়! অধিক দিন নয়, কতিপয় বৎসর মাত্র হইল, প্রসিয়ার আর্চডীকন ইবেল, ইংলণ্ডের প্রিন্স এবং আমেরিকার নয়েস প্রভৃতি ভণ্ডতাপস ধর্ম্মপ্রচারকগণ, স্বাধীন প্রেম এবং হৃদয়ের নির্ম্মুক্ততার পবিত্র নাম লইয়া, কত নারীর ভক্তি এবং প্রীতির অপবিত্রতম ব্যবহার করিয়াছে; রূপ লাবণ্য সম্পন্না সুকুমারপ্রকৃতি কুলকন্যাদিগকে সমুত্তেজক উপদেশ দ্বারা একেবারে উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়া, কত নির্ম্মল কুলে দুরপনেয় কলঙ্ক-প্রদান করিয়াছে; কত জনক জননীর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত এবং অভিমান চূর্ণ করিয়াছে; তাহা মনে করিতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ক্রোধ এবং মর্ম্ম-বেদনায় মুহুর্ম্মুহুঃ বিকম্পিত না হইয়া থাকিতে পারেন? এই ভারতবর্ষের কাপালিক তান্ত্রিক প্রভৃতি পাপকর্ম্মা সম্প্রদায়িগণ অধ্যাত্মযোগ সাধনের স্বর্গীয় নামে স্থানে স্থানে অবলার যেরূপ ভয়ানক দুর্গতি করে, তাহা চিন্তা করিতে কোন পাষাণের চক্ষু প্রভৃত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ না হইয়া যায়। বোম্বাইয়ের বল্লভাচারী মহারাজগণ আপনাদিগকে মুক্তির একমাত্র আধার বলিয়া প্রচার করিয়া, কত সহস্র সহস্র জ্ঞানহীন দুর্ব্বলহৃদয়া নারীর দেহ মন কলঙ্কিত করিয়াছে; জীবন্ত নরকের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া কত পুরবধূর ধর্ম্ম, অর্থ, স্বর্গ, মোক্ষ চারি-

শিক্ষা কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল তাহাতে কখনই সন্দেহ হইতে পারে না। কাব্য এবং উপন্যাস প্রভৃতিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এদেশীয় কুমারীগণ ছন্দোবন্ধে ভূর্জ্জত্বচে প্রণয়পত্রিকা রচনা করিয়া হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিত, তাপসগণের সন্নিধানে গমন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিত, এবং অনেকে মুনি-দিগের আশ্রমে অবস্থান করিয়া মুনিকুমারদিগের সহিত একত্র অধ্যয়নও করিত। কিন্তু নারীজাতির শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ মহান্ এবং উচ্চ লক্ষ্য থাকা উচিত, এদেশে যে তাহা কখনও ছিল আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। এদেশের উন্নতকল্পের জ্ঞানীদিগের মধ্যে আর কেহই যে ধীমান্ ভাস্করাচার্য্যের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দুহিতার শিক্ষা বিষয়ে প্রগাঢ় মনঃসন্নিবেশ করিয়াছিলেন এরূপ শ্রুতি-গোচর হয় না। আমরা পৃথিবীর পশ্চিম খণ্ডের যে সকল সুশিক্ষিতা নারীর নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, লীলাবতী এবং খনা প্রভৃতি কতিপয় কুমারী ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন নারীই তাঁহাদিগের সদৃশী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। বস্তুতঃ ভারতসন্তুতিগণের সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণের কোন সময়েও এই সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ ছিল না যে, সমাজের নারীভাগ সুশিক্ষিত না হইলে সামাজিক মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

দেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যের অপলাপ করা কখনই ভদ্রজনোচিত ব্যবহার হইতে পারে না। আমাদিগের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করা উচিত যে, ভারতবর্ষে বৃটিশাধি-কার সংস্থাপন অবধিই আমাদিগের ভগিনী এবং দুহিতা

[illegible] মানসিক [illegible] প্রতি আমাদিগের উচ্চ সমাজ [illegible] হইতেছে। [illegible] সরবিহ [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে [illegible] লইয়া শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং [illegible] [illegible] উন্নতি [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible] করিতেছে। কিন্তু [illegible] [illegible] এই [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] বুদ্ধি লইয়া [illegible] সকল [illegible] করিতে সমর্থ হইতেছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তখন আমাদিগের [illegible] [illegible] আমাদিগকে। যদি [illegible] [illegible] কিন্তু আমা[illegible] [illegible] যদি তাঁহারা [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible]

গুণে বিভূষিত মনে করিয়া তাঁহাদিগের শ্বশ্রূজনদিগকে অনক্ষর বিবেচনায় অবমাননা করেন।

সংবাদপত্রে অবগত হওয়া যায় যে, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের নারীগণ শিক্ষার পথে দিন দিনই অগ্রসর হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে পরিগণনার বাহিরে রাখিয়া আমাদিগের স্নেহাস্পদ বঙ্গীয় অঙ্গনাদিগকে অনুনয়ের সহিত বলিতেছি, তাঁহারা যেন কখনই আপনাদিগের বর্ত্তমান নাম মাত্র শিক্ষাতে তৃপ্তচিত্ত থাকিয়া বঙ্গবাসীদিগের অভিমানকে চূর্ণ না করেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই অবগত হওয়া উচিত যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বর্ণজ্ঞানও হয় নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞেয় কোন বিষয়ই তাঁহারা আজপর্য্যন্তও জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। মানবসমাজ কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গমন করত বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহারা অবগত নন। নারীজাতি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কিরূপ সম্মাননীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, কিরূপ বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচরও হয় নাই। দূরের বৃত্তান্ত পরিত্যাগ কর, তাঁহারা তাঁহাদিগের বাসভূমি এই বঙ্গদেশের বিবরণও অবগত নহেন। এই বঙ্গভূমির কোথায় কোন্ নগর অবস্থিত রহিয়াছে, উহার বক্ষঃস্থলে কতবিধ লোক বসতি করে, উহার আচারপদ্ধতি ধর্ম্মনীতি পূর্ব্বেই বা কিরূপ ছিল এবং এখনই বা দিন দিন কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাও তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদিগের ক্রোড়স্থ শিশুর শরীররক্ষণের জন্য যতটুকু অভিজ্ঞতা আবশ্যক, তাহাও তাঁহাদিগের নাই। গৃহের আয়ব্যয়ের

তাঁহারা হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিলে আলস্য এবং ভোগ-লালসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, আশাকে উদ্দীপিত এবং সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিয়া, প্রাণগত যত্ন করিলে শিক্ষার প্রণালীবদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া, পিতা কি পরিণেতার নিকট প্রতিনিয়ত সাহায্য গ্রহণ করিলে তাঁহারা অবশ্যই এক সময়ে বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আমাদিগকে আহ্লাদ-সাগরে নিমজ্জিত এবং হতভাগ্য বঙ্গভূমির মুখমালিন্য দূর করিতে পারিবেন। এই পরাধীন দরিদ্র দেশে কোন নারী যে তিন চারি শতাব্দী মধ্যেও হারিয়েট মার্টিনিয়ো প্রভৃতির ন্যায় অতুল জ্ঞানবৈভব উপার্জ্জন করিয়া ইতিহাস-পত্র অলঙ্কৃত করিবেন, আমরা কখনও এইরূপ প্রত্যাশা করিতে সাহসী হইতে পারি না। আমরা আপনারাই যখন যথার্থ শিক্ষালাভে বঞ্চিত রহিয়াছি, অপরাপর দেশের কিশোর-বয়স্কা অবলাগণের লেখনী হইতে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক বিনির্গত হইয়াছে, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেই যখন আমাদিগের অভিমানের পরিসীমা থাকে না, মুষ্টিমেয় মুদ্রালাভই যখন আমাদিগের সমুদয় শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পরিণাম, তখন আমরা পুরবধূদিগের নিকট আর কত আশা করিতে পারি! কিন্তু অন্ততঃ যতটুকু শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে নারী আপনার মান সম্ভ্রমও রক্ষা করিতে পারে না, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যতটুকু বিদ্যা বুদ্ধি চাই, হিতাহিত বিষয়ে স্বামীকে সৎপরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত এবং বিধবা হইলে পরের গলগ্রহের ন্যায় অবস্থান না করিয়া স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করিয়া জীবন

[illegible] জন্য [illegible] একান্ত প্রয়োজনীয়, [illegible] [illegible] কি তাঁহার [illegible] করিতেছেন না? তাঁহারা কি [illegible] করিবেন না যে, বিধাতা তাঁহাদিগকে [illegible] অনুগ্রহেই [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] পর অধুনাতন [illegible] নারী-শিক্ষার, যাহা [illegible] [illegible] আবশ্যক [illegible] হইয়া সুশিক্ষিত হইয়া [illegible] যোগ্য হইবার [illegible] অনেকেই [illegible] [illegible] করেন, তথাচ তাঁহাদিগের [illegible] পূর্ণ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? আমাদিগের বিবেচনায় [illegible] এবং [illegible] তাঁহাদিগের শিক্ষার পক্ষে [illegible] [illegible] অভিপ্রেত [illegible] তাঁহারা যদি [illegible] [illegible] নির্ভর করিতে না পারেন এবং [illegible] [illegible] না, তাঁহারা যদি তাহা [illegible] বহন করিতে প্রস্তুত না হন, তবে শিক্ষাতে [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] হওয়াই উচিত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাজপথ যাইয়া [illegible] [illegible] জীবন-স্বরূপ। [illegible] তপস্যাবিশেষ। [illegible] এক [illegible] [illegible] যে, অপরাজিত [illegible] প্রতিনিয়ত যত্ন না করিলে, মনুষ্যেরা [illegible] [illegible] লাভ করিতে পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] পারি। [illegible] এক [illegible] জন্যও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাভ [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] [illegible]

কারী করিতে পারে না। মানসিক বৈভব আমরা কখনই পরের কৃপায় প্রাপ্ত হইতে পারি না। আমরা আপনারা নিদ্রিত রহিলে, সমুদয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আলস্য-কীট অথবা জড়পিণ্ডের ন্যায় নির্জ্জীবভাবে অবস্থান করিলে, পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা শিক্ষক উপদেষ্টা কাহারই যত্নে মনুষ্যজনোচিত শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। অন্যে আমাদিগকে সাহায্য দান করিতে পারে, কিন্তু যথার্থ মানসিক উন্নতি আমাদিগের আপনার উপরই নির্ভর করে। শিক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে স্বাবলম্বন যদি কোন সময়েও কোন শ্রেণীর মনুষ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে আমাদিগের পুরবধূদিগেরই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজার কৃপায় তাহাঁদিগের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। রাজ-পুরুষগণ তরুণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কিন্তু কালপম্পরাগত সংস্কার এদেশের অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণের উপর যেরূপ ভয়ানক ভাবে অধিপত্য করিতেছে, তাহাতে তরুণীগণ কখনই অন্তঃ-পুরের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পিতা কিংবা স্বামীর নিকটও তাঁহাদিগের প্রচুর সাহায্য লাভের প্রত্যাশা হইতে পারে না। দ্বাদশ-বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়েই তাঁহারা জনকের গৃহ পরিত্যাগ করেন এবং স্বামীর সন্দর্শন-লাভ সূর্য্য চন্দ্রমার পরস্পর সন্দর্শন অপেক্ষাও তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক বিরল। চতুর্দ্দিকেই যখন এরূপ ভয়ানক বাধা বিঘ্ন, কোথাও যখন উৎসাহ লাভের সম্ভাবনা নাই, বরং শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ ব্যাকুলতা

প্রদর্শন করিলে, তাঁহাদিগের অভিভাবকদিগের মধ্যে অনেকে যখন তাঁহাদিগের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতেও ত্রুটি করেন না, তখন আপনার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিলে, তাঁহারা কখনই সফলকাম হইতে পারিবেন না।

পল্লবগ্রাহিতাও আমাদিগের কুলনারীদিগের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে আর এক অন্তরায়। তাঁহারা অত্যল্প সময়ে, অত্যল্প চেষ্টায়, বহুশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইতে ইচ্ছা করেন, অথচ কোন শাস্ত্রেই তাঁহাদিগের যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির চিরনিয়ম। আত্মার ক্রমিক বিকাশই পূর্ণবিকাশের পূর্ব্বলক্ষণ। তরু, ক্রমে ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হয়। মনুষ্য শৈলশিখরেও ক্রমে ক্রমেই আরোহণ করে। এক সময়ে বহু দ্রব্য আহার করিলে কিছুই সুজীর্ণ হয় না। সুনিপুণ ধানুকও এক সময়ে বহু লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলে একটী লক্ষ্যও ভেদ করিতে পারে না। যাঁহারা অনেক ভাষায় কৃতবিদ্য এবং অনেক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারাও এক সময়ে একটী মাত্র বিষয়ের প্রতিই মনের সমুদায় শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গমহিলাগণও যদি যথার্থ রূপে সুশিক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন, তবে শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাদিগেরও অবশ্যই একটী সুনির্দিষ্ট স্থির প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আজ ভূগোলের কতিপয় পত্র দৃষ্টি করিলাম, কল্য তত্ত্ববিদ্যার দুই পংক্তি পাঠ করিলাম, পরশ্ব [illegible] ইংরাজী একক ও কাব্যাদি নাটকের মর্ম্ম[illegible] প্রবৃত্ত হইলাম, এই প্রকার চপলতা এবং [illegible]

শিক্ষার প্রকৃত পথ নহে। উহাতে মনের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার না হইয়া বরং ভয়ানক অধোগতিই হয়। অন্তঃকরণ কোন বিষয়েই মনঃসন্নিবেশ করিতে শক্তিলাভ করে না, সুতরাং শিক্ষাগত ফলও কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান-সরোবরে অবগাহন করিতে হইলে, উহাতে একেবারে নিমজ্জিতই হইতে হইবে। কূলে উপবেশন করিয়া সরোবরের সলিল শোভা দর্শন করিলে কখনই শরীরের তাপ দাহ দূর হইবার নয়।

বঙ্গীয় কুলনারীদিগের শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগের শেষ বক্তব্য এই যে, তাঁহারা সকলেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করুন। শিক্ষা যে সাময়িক আমোদ নহে, কিন্তু আত্মার চিরব্রত, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ রূপে অবগত হউন। তাঁহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। সুকার্য্যনিপুণ নাবিকগণ যেমন একটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া বৃহদায়তনা তরঙ্গিণীর পর পারে গমন করে—বামে দক্ষিণে কোন দিকেই বিচলিত হয় না, এক দিকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিয়া অবশেষে স্বকীয় গম্যস্থলে উপস্থিত হয়; তাঁহারাও সেইরূপ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি তাঁহাদিগের মানসনেত্র স্থির রাখিয়া একটী সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিতভাবে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হউন। তাঁহাদিগের উৎসাহ যেন এক সময়ে স্ফীত এবং এক সময়ে ম্রিয়মাণ হইয়া না পড়ে। সকল সময়েই একরূপ অটল থাকিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের এই মহান্ কার্য্য সংসাধন করুন। মনের

অদ্য ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল বোষ্টনের তরুণবয়স্ক কুলকুমারীগণ নারীশিক্ষাবিষয়ে একটী নিতান্ত জ্ঞানগর্ভ এবং হিতকর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উহা অক্ষরে অক্ষরে আমাদিগের বঙ্গীয় কুলনারীদিগের অবস্থার উপযোগী। আমরা ঐ উপদেশটীর একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রঙ্গবালাগণ উহার গৌরবান্বিত এবং মূল্যবান্ বাক্যগুলি একেবারে হৃদয়স্থ করিয়া রাখিতে পারিলে, তাঁহাদিগের কীদৃশ উপকার দর্শিবে তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

"হে তরুণীগণ! তোমরা তোমাদিগের মানসক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হও; উচ্ছৃঙ্খল, অকিঞ্চিৎকর, অধ্যয়ন একেবারে পরিত্যাগ কর; দরিদ্র, দুর্ব্বল, অন্তঃসারশূন্য, অকর্ম্মণ্য পুস্তকচয় তোমরা ভ্রমেও স্পর্শ করিও না। অধ্যয়নের প্রথম প্রয়োজন জ্ঞান লাভ। যদি জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিতে চাও, তবে তাদৃশ কঠিন গ্রন্থ অধ্যয়ন কর, যাহাতে মনঃসন্নিবেশ, স্মৃতি এবং চিন্তা এই তিনই আবশ্যক হয়। ভূগোল, গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস অথবা আর যে কোন শাস্ত্রেই তোমাদিগের স্পৃহা হয়, তাহার একখণ্ড উৎকৃষ্ট এবং সারবান্ পুস্তক অবলম্বন কর; কিন্তু গ্রন্থোপরি দৃষ্টিসঞ্চারণেই পরিতৃপ্ত না হইয়া, উহার মর্ম্মার্থ অবগত হইতে, উহাতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে, অন্ততঃ ঐ একটী বিষয় পরিপক্ক রূপে জ্ঞাত হইতে সচেষ্ট হও। হৃদয়ের সৌন্দর্য্য লালসার সন্তর্পণও অধ্যয়নের আর এক প্রয়োজন; তন্নিমিত্ত যে সকল সদর্থসম্পন্ন সরস গ্রন্থের সমা-

আত্মনীতি কল্পনা বিশুদ্ধতা [illegible] লাভ করে এবং নারীর কমনীয় হৃদয়ে পরিশুদ্ধিত হয়, সে সকল উচ্চ আদর্শের ভা[illegible] [illegible] নিষ্কলঙ্ক যেন নিজে [illegible] অর্পিত হইয়া রহে [illegible] সংস্কারে তোমাদিগের পাঠ্য হইতেছে। দেশীয় এবং বিদেশীয় [illegible] সনাতন এবং [illegible] কবিকুল হইতেই এরূপ [illegible] সমুন্নত প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে [illegible] পরিমার্জনের জন্যও অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। যে সকল [illegible] অবগত হইলে প্রকৃতির [illegible] এবং [illegible] নিয়ম[illegible] অবগত হওয়া যায়, তাহাও তোমাদিগের জানিতে হইবে। [illegible] নিয়মে বিজ্ঞান লাভের, [illegible] তোমাদিগের অধ্যয়ন রত হইতে হইবে। হয় ত, তুমি নিতান্ত দরিদ্র, তোমার মুহূর্ত্তকালেরও অবকাশ নাই; হয় ত, তোমার বিষয় বৈভব অপার, সুতরাং অবকাশও প্রচুর; কিন্তু অলস এবং কর্মঠ, ধনী এবং নির্ধন, সকল নারীই [illegible] প্রকৃতি লাভ করিয়াছে, কেহই মনুষ্যত্বে বঞ্চিত নহে, [illegible] পক্ষপাত বিরহিত মহৎ [illegible] শ্রেষ্ঠ সকলকেই সমান [illegible] [illegible] বিতরণ করিবে।

[illegible] মনঃসন্নিবেশের ন্যায় আত্মীয় অন্তর্নিহিত পাপপুণ্যবিষয়ক সংস্কারগুলির সন্ধান করাও তোমাদিগের অতীব গুরুতর কর্ত্তব্য। যে কোন কার্য্য যখন তোমাদিগের সম্মুখীন হয়, উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিবেকের নিকট প্রতিনিয়তই এই প্রশ্ন করিও যে, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত? হৃদয়কেও একবার জিজ্ঞাসা করিও যে, প্রীতি কি ইহার অনুমোদন করেন? পুণ্যপ্রীতি যে নিত্য[illegible] [illegible]

প্রতি অনুচিত প্রীতিই তাহার কারণ; কিন্তু হায়! পরের প্রতি প্রীতিই তোমাদিগের অধঃপতনের হেতু হয়। তোমাদিগকে এই নিমিত্ত সাবধান করিয়া দিতেছি, তোমাদিগের নিজ নিজ আত্মার সম্মান এবং স্বাধীনতাকে একটী স্বর্গীয় বস্তু জ্ঞান করিয়া, উহার সংরক্ষণ বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিও; কি ধর্ম্মোপদেষ্টা, কি স্বামী, কি পিতা, কি মাতা, কি প্রণয়াস্পদ বান্ধব, কি স্নেহভাজন সন্তান কাহারও নিকটেই আত্মার স্বাধীনতা—আত্মার সম্মানকে বলিদান করিও না। যদি প্রশংসার শ্রুতিমধুর মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হও, তবে নরনারী কাহারও প্রতিই তোমরা দৃষ্টিপাত করিও না; তোমাদিগের নিজ নিজ হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিবেকরূপ হৃদয়স্থ চিরবান্ধবেরই মুখপ্রেক্ষিণী হও এবং বিবেক যে কার্য্যকে সাধুকার্য্য বলিয়া প্রশংসা করিবেন, স্বর্গেও শুদ্ধ সেই কার্য্যেরই প্রশংসা এবং পুরস্কার আছে; ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান কর।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা।

আমাদিগের শুভানুধ্যায়ী [illegible] প্রকাশ্যে [illegible] হিন্দুসমাজকে বিদেশীয় আক্রমণের সহিত সমালোচিত করিয়াছেন, বোধ হয় নারীজাতির পরাধীনতা বিষয়ক আক্ষেপ তন্মধ্যে প্রধান। স্ত্রীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে [illegible] ভাবিয়া দেখিলে লোকসংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে একমত [illegible] হয়, কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিষয়ে সর্ব্বত্র [illegible]। অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, স্ত্রীজাতির পরাধীনতাই [illegible] মূল কারণ। অনেকে আবার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত।

ইংরেজ এবং আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশ হইতে যাঁহারা [illegible] ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহারা দেশের স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার অভাব অবলোকন করিয়া [illegible] বিস্মিত এবং বিরক্ত হন, আমাদিগকে কিরূপ অসভ্য [illegible] এবং বন্য বিবেচনা করেন, তাহা বলিয়া শেষ [illegible]। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা [illegible] তাঁহাদিগের এই প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সভ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া একেবারে অসভ্যদিগের [illegible] হইয়াছেন। এদেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নাই। আফ্রিকার কৃষ্ণকলেবর অসভ্যেরা যেরূপ নীচ, আমরাও প্রায় তদ্রূপ। কোন অংশেও আমরা তাঁহাদিগের সাহচর্য্যের উপযুক্ত নহি। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের অধিনিবাসিগণ যখন ইয়োরোপ এবং আমেরিকার নারীবৃন্দের সামাজিক স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করেন, তাহাঁরা কিরূপ নির্ম্মুক্ত ভাবে এবং অনাবৃত বদনে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন, সকলের সহিত কথোপকথন করেন, সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন, ইহা যখন তাঁহারা সমালোচনা করেন তখন সংস্কারের প্রবল শাসনে তাহাঁদিগের সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, নারীজাতি পৃথিবীর যে যে স্থানে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম এবং পবিত্রতা তাহার ত্রিসীমাতেও অবস্থান করিতে সমর্থ নন। আমরা পৌরাণিক হিন্দুসন্তানগণের অন্তঃকরণের পরিচয় লইয়া দেখিয়াছি, নারীজাতির স্বাধীনতার নামশ্রবণেও তাঁহাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হয়। পবিত্রতা এবং স্বাধীনতা যে একাধারে অবস্থান করিতে পারে, ইহা তাহাঁরা কিছুতেই অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই এই বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপন অবধি হিন্দুজাতির যত প্রকারের অমঙ্গল হইয়াছে, তাহার কিছুই হিন্দুনারীগণের স্বাধীনতার সূত্রপাতরূপ সামাজিক বিপত্তির অনুরূপ নহে। পুরবধূদিগের স্বাধীনতার প্রস্তাব হইলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হয় যে পূর্ব্বতন যবন রাজাদিগের নানাবিধ দুর্নীতি দৌরাত্ম্যও তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগের অধিকার সময়ে নারীজাতি যে স্বাধীনতাসুখ স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে

[illegible] অতএব এই নিমিত্তই [illegible] প্রশংসা করিতে [illegible]।

এইরূপ [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] যে কতদূর [illegible], তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমরা এই নিমিত্ত মনে করিয়াছি যে, [illegible] প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া [illegible] এ বিষয়ে কি উপদেশ প্রদান [illegible], আমরা তাহাই [illegible] চেষ্টা করিব। [illegible] [illegible] গুরুতর কার্য্যে [illegible] বিশ্বাস করা যায় না। [illegible] [illegible] অত্যন্তই [illegible]। উহারা, কারণবিশেষে এক [illegible], এবং কারণবিশেষে [illegible] সময়ে [illegible] হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible]। [illegible] নির্ব্বাচিত [illegible] সকল সময়েই স্থির। [illegible] [illegible] জটিল বিষয়ে [illegible] [illegible] সমর্থন [illegible], এবং [illegible] [illegible] আমাদিগের [illegible]।

[illegible] স্বাধীনতা [illegible] প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই আমাদিগের অবগত হওয়া উচিত। অনেকের নিকট স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এই উভয়ই একার্থ প্রতিপাদক। কিন্তু [illegible] চিন্তাতেই [illegible] স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে পারে। [illegible] এবং বিবেক এই উভয়েরই প্রতি বধিরকর্ণ হইয়া [illegible] স্বেচ্ছাচারিতা এবং [illegible] [illegible] উভয়ের উপদেশানুসারে শারীর এবং মান[illegible]

সিক নির্ম্মুক্ততাই স্বাধীনতা। সুতরাং স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীনতা কেবল যে একার্থের প্রতিপাদক নহে, এমন নয় বরং উহারা শৈত্য এবং উত্তাপের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে পরস্পরের বিপরীত। স্বেচ্ছাচারিতা অগণ্য পাপের প্রসবিনী ; স্বাধীনতা জগতের পরমদুর্লভ ধন। স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত অপ্রতিরুদ্ধ রহিলে মনুষ্যসমাজ দিবসত্রয়ে নরকের প্রতিমূর্ত্তি হয়। স্বাধীনতা যদি সর্ব্বত্র সমাদৃত হন, মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্বাধীনতার স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন করিতে পারে, পৃথিবীর সুখসম্পদের পরিসীমা থাকে না। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ইতর জন্তুর ন্যায় সর্ব্বদাই স্বকীয় কামক্রোধ প্রভৃতি অন্ধপ্রবৃত্তিসমূহের অধীন। কিন্তু আমরা তাঁহাকেই প্রাধীন বলিয়া সম্মান করি, যিনি একমাত্র ঈশ্বরের অধীন হইয়া স্বকীয় শরীর মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারেন।

আমাদিগের বিবেচনায় স্বাধীনতা, উহার প্রকৃতার্থে, নারী জাতির সর্ব্বথা লভনীয় ধন। যদি শিক্ষা লাভ নারীজাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়, স্বাধীনতা যে তবে কেন বাঞ্ছনীয় হইবে না, আমরা তাহা কোন মতেই অনুমান করিতে পারি না। স্বাধীনতাবিরহে যথার্থ শিক্ষালাভ করা কখনই সম্ভবপর হয় না। রাশীকৃত পুস্তকের মধ্যে মনুষ্যকে নিবদ্ধ করিয়া রাখ, স্বাধীনতাতে বঞ্চিত হইলে সে কখনই সমুন্নত হইবে না। কুসুমকলিকার উন্মেষের জন্য সূর্য্যের আলোক যে পরিমাণে প্রয়োজনীয় ; মনুষ্যাত্মার বৃত্তিনিচয়ের বিকাশ লাভের জন্যও স্বাধীনতা ঠিক্ সেই পরিমাণে আবশ্যক, বিন্দুমাত্রও

কারণ, স্বাধীনতাও সেইরূপ মনুষ্যের অধ্যাত্ম-সমুন্নতির এক প্রধান কারণ। স্বাধীনতাতে বঞ্চিত থাকিবে, অথচ নারী-জাতির হৃদয় এবং মন প্রসারিত হইবে; কারণ থাকিবে না, অথচ কার্য্য হইবেই হইবে, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

অনেকে শিক্ষাগত উন্নতির সহিত স্বাধীনতার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া এইরূপ বলেন যে, নারীজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্ত না হইলে সুশিক্ষিত হইতে পারিবে না, ইহা নিতান্ত অমূলক মত। এইরূপ আপত্তিকারীদিগের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ না করিয়া, জগতের বাস্তব বৃত্তান্তেরও পর্য্যালোচনা করেন। যদি কতকগুলি শব্দমাত্র উচ্চারণ করিতে এবং কতকগুলি প্রণালীবদ্ধ বাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিলেই, মনুষ্য শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইত; তবে আমরা স্বীকার করিতাম যে, শিক্ষার সহিত স্বাধীনতার কিছুই সংস্রব নাই। কিন্তু যখন তাঁহাকেই আমরা শিক্ষিত বলি, যাঁহার মানসিক সমুদয় বৃত্তিই সমান ভাবে প্রসারিত এবং যাঁহাতে স্বাধীন চিন্তা এবং প্রগাঢ় ভাব উভয়ই পরিলক্ষিত হয় তখন পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, যাহার স্বাধীনতা নাই, শিক্ষাগত প্রকৃত উন্নতিও তাহার লাভ করা সম্ভব নহে।

পৃথিবীর ভূত বর্ত্তমান পর্য্যালোচনায় ইহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে মনুষ্যসমাজের যে জাতি যে সময়ে যে পরিমাণে পরাধীনতার দুর্ভোগ ভোগ করে, সেই জাতি সেই সময়ে ঠিক্ সেই পরিমাণে নীচপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পুরা-

[illegible]

[illegible] সেই বীরত্ব, সেই রাজনীতি, কিছুই আর [illegible]
নাই।

আমাদিগের [illegible] ভারতভূমির প্রতিও [illegible] স্বীকার করি যে [illegible] কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার দিনে [illegible] সন্তানগণের যে প্রকারের মানসিক শক্তি এবং [illegible] ছিল, [illegible] তাঁহারা [illegible] আমাদিগের দেশ [illegible] কিন্তু যদি [illegible] তাহা কি [illegible] কালপত্রের [illegible] হইতে [illegible] আমাদের [illegible]

দেশে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। গতানুগতিক ন্যায়ই এইরূপ ভারতবর্ষের নীতিবর্ত্ম এবং ছন্দানুবর্ত্তনই ভারতবাসীদিগের জ্ঞানগত উন্নতি।

ঐতিহাসিক যুক্তি পরিত্যাগ কর। আমাদিগের প্রতিদিন-পরিলক্ষিত যৎসামান্য ঘটনা সকল দ্বারাও সপ্রমাণ হইবে যে, স্বাধীনতা-বিরহে প্রকৃতি কখনই উন্নতি লাভ করেন না। গৃহপোষ্য পশু শতবিধ উপাদেয় বস্তু ভোগ করিয়াও যে, রূপে বীর্য্যে এবং কার্য্যদক্ষতায় বনপশুর সমতুল্য হইতে পারে না, স্বাধীনতার অভাবই কি তাহার কারণ নয়? বনচারী গো মহিষ তুরগাদির সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্যের সহিত তুলনা করিলে, মনুষ্যের দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ তত্তৎজাতীয় জন্তুনিচয়কে কে নিতান্ত হীনদশাগত মনে না করিতে পারে? আশৈশব পিঞ্জরাবরুদ্ধ রাজহংস পক্ষপুট বিস্তার করিয়া একটী সামান্য তড়াগের পর পারেও গমন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু নির্ম্মুক্ত মরালকুল নভোমণ্ডলে তীরগতিতে উড্ডীন হইয়া অনায়াসে নদ নদী এবং দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া যায়।

উদাহরণের বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন। সুস্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে, ইহা নিঃসংশয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বাধীনতা শিক্ষার অর্থাৎ মানসিক উন্নতির এক অপ্রতিহার্য্য কারণ। স্বাধীনারও অভাব হউক, প্রকৃতশিক্ষার নিশ্চয়ই অভাব হইবে। যে দেশের পুরমহিলাগণ স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আলোক উপভোগ করিতে পাইয়াছেন, শিক্ষার সকলবিধ উপকরণ গুলিকে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেশের প্রধানতম জ্ঞানী গুণবান্ এবং সাধুর সংসর্গ হইতে দেশাচার

প্রতি ইত্যাকার প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস তৎসমুদায়ের প্রধান। সামাজিক মঙ্গলের ঈদৃশ মারাত্মক অথচ কুদৃশ্য শত্রু আর নাই। পৃথিবীর আদিম বন্য জীবন সময়েই এইরূপ মত শোভা পাইতে পারিত। কিন্তু এখনও যে অনেক হৃদয়ে উহা স্থান পাইতেছে, ইহা আশ্চর্য্যেরই বিষয়। মনুষ্যসমাজে সকলেই কিছু সক্রেটিস কি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞানী, মিল্টন কি ভবভূতির ন্যায় কবি, এবং মিলাংথন কি চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমিক হইতে পারে নাই। কিন্তু এই ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষদিগের নভঃ-সমুন্নত শীর্ষদেশের প্রতি চক্ষুকে উন্নমিত করিলে কাহার না প্রতীতি হয় যে, পাপ এবং মলিনতার নীচভূমি নহে, বস্তুতঃ জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উচ্চতম গগনই মনুষ্য-মনের প্রকৃত নিবাস। নারীকুলের সকলেই যে সীতা কি কর্ণী-লিয়া এমন আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয় স্থির যে, যে সমস্ত নারীরত্ন অবনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নারী-জাতি এবং লোকালয় পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন অখণ্ডিতরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, সতীত্ব অপেক্ষা নারীর ত্রিভুবনে অধিক আদরের ধন আর কিছুই নাই। পুরুষজাতির মধ্যে, অগণিত সঙ্খ্যক চৌর দস্যু অগণিত সঙ্খ্যক দুর্ব্বৃত্ত পামর, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ পুরুষপ্রকৃতির প্রতি আমাদিগের হৃদয়গত ঘৃণা নাই; কিন্তু নারীজাতির মধ্যে কতিপয় কলঙ্কিনীর চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা সমুদয় নারীজাতিকেই অবজ্ঞা করিব,—বলিয়া বসিব যে, নারীর প্রকৃতিই খল, ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জতা নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? নারীজাতির কতকগুলি

[illegible] কর্তৃক [illegible]
[illegible]
[illegible] করে। [illegible] প্রায় [illegible]
প্রদান করিতেছে, [illegible] কিন্তু [illegible]
ইন্দ্রিয় এবং [illegible]
[illegible]
[illegible] করিলেই হয়, [illegible]
বুদ্ধি [illegible] প্রীতিবোধ না করিয়া [illegible]
[illegible] না হওয়ায়, এ পাপপঙ্কে [illegible]
[illegible] পূর্ব্বক [illegible] লোকে পলায়ন
[illegible]

মনুষ্যসমাজের যে ঘটনার প্রতি দৃষ্টি কর, তাহাতেই [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] নিতান্ত ভারবাহিনী [illegible] অসভ্য সকল
[illegible] আবহমান কাল অবধি [illegible] পুরুষের [illegible]
তাদের পুরুষজাতি অপেক্ষা শতগুণ অধিক অধীন করিয়াছে।
পুরুষ শত অপরাধে অপরাধী হইতেছে, স্ত্রীজাতির [illegible]
[illegible]
[illegible] সর্ব্বনাশ করিবার জন্য [illegible]
[illegible]
[illegible]
আচ্ছাদন [illegible] কিন্তু [illegible]
[illegible] মনুষ্য জীবনে [illegible]
[illegible] শরীর স্পর্শ করি-

সমুদয় জগৎ তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে; মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড়দেশও তখন আর তাহাকে আশ্রয় স্থান দিবে না। পৃথিবীর প্রতিদিন-পরিলক্ষিত এবং সংবাদপত্র-চয়ের প্রতিদিন-সমালোচিত প্রস্তাবিত ঘটনা দ্বারা ইহাই কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাদিত হইতেছে না যে, নারীজাতি সতীত্ব ধর্ম্মকে অত্যন্ত সমাদর এবং অত্যন্ত গৌরব করে বলিয়াই নারীবিশেষের পতন সংসার কর্ত্তৃক এই রূপ ঘৃণার চক্ষে অবলোকিত হয়? বস্তুতঃ, পবিত্রতা নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পদ; লজ্জা নারীর প্রকৃতিদত্ত আবরণ। অবিকৃতহৃদয়া কুলনারীর চক্ষু ভ্রমেও কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। যাঁহারা নারাজাতির স্বাধীনতার বিরোধী হইয়া নারীহৃদয়কে অপবিত্র বলেন, কতিপয় সরল-বিশ্বাসের সাধু ব্যক্তিকে গণনার বাহিরে রাখিলে আমরা বলিতে পারি যে, অপবিত্রতা তাঁহা-দিগেরই চক্ষে। পাণ্ডু-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন শ্বেতনীল প্রভৃতি জগতের সমুদয় পদার্থকেই পীত বর্ণ অবলোকন করে, তাহাঁ-রাও ঐ রূপ রোগশক্তিতে, নারীর মুখমণ্ডলে খলতার এবং শঠতারই চিহ্ন অবলোকন করেন। কিন্তু যাঁহারা সাধু, সরল এবং নিরভিমান, যাঁহারা বুদ্ধির বিকাশ অবধিই সুসাধনা অবলম্বন করিয়া দেহ মন অকলঙ্কিত রাখিয়াছেন; অথবা জীবনের একসময়ে পাপদাহে দগ্ধীভূত হইয়া ঈশ্বরের করুণায় এইক্ষণে শান্তির নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; তাঁহাদিগের মুখে অবশ্যই শ্রবণ করিবে যে, চিত্তের চঞ্চলতা বিনাশ করিতে, হৃদয় এবং চক্ষু উভয়কেই পবিত্র করিতে, তাহাঁদিগের অনেক আয়াসসাধ্য কঠোর ব্রত

আচরণ [illegible] হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকাংশ, [illegible] তাঁহারা সেই দেশাচার পরিত্যাগ [illegible] হইয়াছে, তাঁহাদিগের জন্য [illegible] না, তাঁহাদিগের চক্ষুও তাঁহাদিগের দর্শনযোগ্য নহে।

আমরা নারীজাতিকে [illegible] বলিয়া উপহাস করি; কিন্তু আমাদিগের এই বিশ্বাস যদি ভ্রান্তিমূলক না হইয়া [illegible] সত্য হইত, [illegible] নারীর প্রকৃতিতে [illegible] আমরা মনে করিতেছি তাহা যদি বস্তুতই তদ্রূপ হইত, পুরুষজাতির মধ্যে অনেকে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, [illegible] শিক্ষা [illegible] উচ্চ আসনে [illegible] থাকেন, [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] যদি তাঁহাদিগের [illegible] পুরুষজাতি [illegible] নারীজাতি [illegible] [illegible]

নারীর মান ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করে বলিয়াই ধর্ম্ম অদ্য পর্য্যন্তও পৃথিবীতে আছেন। নচেৎ লোকান্তরে গমন না করিলে কেহই জীবন্ত পবিত্রতা অবলোকন করিতে পারিত না।

যাঁহারা নারীহৃদয়ের অবিশ্বসনীয়তা, সুতরাং নারীজাতির স্বাধীনতালাভে অনধিকারিতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত কলঙ্কিত এবং পতিত নারীকুলের প্রতিই আমাদিগের চক্ষুকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট কয়েকটী নিষ্ঠুর প্রশ্ন করিতে চাই। আমরা স্বীকার করি, অনেক স্থলে অনেক কুলনারী চরিত্রের শিথিলতা প্রদর্শন করিয়া জনক জননীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে, কুলগৌরব চূর্ণ করিয়াছে, সমুদয় নারীজাতির মুখচ্ছবি ম্লান এবং গ্লানিযুক্ত করিয়াছে। আমরা স্বীকার করি, অনেক সময়ে এমন অনেক ক্লিয়োপেট্রা নারীকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাহাদিগকে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই অতীতসাক্ষি ইতিহাস শাস্ত্র কৃতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু দুঃখ এবং লজ্জার সহিত আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি হেতু—কাহার অপরাধে নারীজাতির এই সমস্ত অধঃপতন সংসাধিত হয়? পুরুষজাতির মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত পামরদিগের প্ররোচনাই যে, দুর্ব্বলহৃদয়া নারীর পতনের নিদান, ইহা কি মনুষ্য-সমাজ লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ হইবে? নারী-প্রকৃতিতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই, এমন আমরা বলিতে চাই না। সত্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়; বিশেষতঃ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর মনুষ্য-প্রকৃতিতে যে সকল বৃত্তি প্রদান

করিয়াছেন, তাহাই অভিজ্ঞ স্বীকারে লজ্জিত হওয়া, [illegible] [illegible]। কিন্তু একথা আমরা অবশ্যই বলিব যে, নারীর প্রকৃতি প্রবৃত্তি, যত উন্নতই কেন হউক না, উহা কোথাও কখন [illegible] আদি প্রবর্তক হয় নাই।

নারীজাতির প্রকৃতি [illegible] এ দেশীয় পৌরাণিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে, অনেকে, নিজ নিজ অনুমিত কল্পনারই [illegible] নির্ভর করিয়া, এমন ভয়ানক অস্বাভাবিক এবং অলীক [illegible] করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিতে, মনুষ্য মনের [illegible] অবশ্যই লজ্জিত হয়। সেই সমস্ত গ্রন্থকারেরা [illegible] এবং কোন [illegible] এবং [illegible] প্রকৃতির সূক্ষ্মাবলোকন করিতে সমর্থ হইতেন তাহা তাঁহারাই [illegible] পার্কার, হিউ এবং কাউপার প্রভৃতি ইউরোপ এবং আমেরিকা নিবাসী [illegible] প্রধান পণ্ডিতেরা, জগতের বাস্তবিক ঘটনা সকলের সমালোচনা দ্বারা এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রানুমোদিত [illegible] উদ্ভাবন [illegible] [illegible] করিয়া, [illegible] প্রমাণ করিয়াছেন যে, [illegible] নিকৃষ্ট [illegible], পুরুষজাতির নিকট প্রকৃতি অপেক্ষা [illegible] নিকৃষ্ট। যদি [illegible] পুরুষ, [illegible] প্রয়োজনীয় ও দুটী [illegible] বিভাগ করিয়া, [illegible] [illegible] এবং [illegible] না করিত, [illegible] পুরুষজাতির মধ্যে [illegible] [illegible] নারীর [illegible] [illegible] [illegible]

বোধ হয় এই দুঃখসন্তপ্তা পৃথিবীকে তবে কখনই এত পাপের সাক্ষী হইতে এবং এত পাপের ভার বহন করিতে হইত না। নারীজাতি, পুরুষ কর্ত্তৃক প্রগাঢ় শিক্ষাতে বঞ্চিত হইয়া, প্রকৃতির দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারে না; এবং সেই পুরুষই আবার তাহাদিগকে দুর্ব্বলহৃদয়া বলিয়া উপহাস করে! নারীজাতি, স্বার্থতৎপর পুরুষের প্রতি ভ্রমান্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া, অসতর্কতার প্রতিফলস্বরূপ নরকমুখে সশরীরে নিক্ষিপ্ত হয়; আবার সেই পুরুষই তাহাদিগকে অবিশ্বাসিনী বলিয়া ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে!

নারীপ্রকৃতির খলতা এবং অপবিত্রতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অনেকে এরূপ অনুচিতরূপে ব্যাকুল যে, তাঁহারা, রাজপথচারিণী বারবিলাসিনীদিগের বিকৃত এবং বীভৎস জীবন আলোচনা করিয়াই, সমুদয় নারীজাতির চরিত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে সংশয়াপন্ন করিতে প্রয়াস পান। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি কুম্ভীপাক নরক দর্শন করিয়াই, স্বর্গ শোভা অনুভব করা সম্ভবপর হয়, যদি নীরো এবং ক্যালিগিয়ুলা প্রভৃতি নির্লজ্জ দুরাচারদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়াই, পল এবং লূথর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি বারাঙ্গনাদিগের জীবন অবলোকন করিয়া, পুরমহিলাদিগের হৃদয়ের পবিত্রতা অনুভব করা, সম্ভব হইতে পরে না। যাঁহারা এই দুইকে তুলনাস্থলে উপস্থিত করেন, ধন্য তাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি, ধন্য তাঁহাদিগের কল্পনা! কিন্তু যদি মূলগত প্রকৃতির একতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াও আমরা বারাঙ্গনার চরিত্র

করে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের গাঢ়দর্শী সমাজসংশোধকেরা অনেক অনুসন্ধান এবং অনেক বারাঙ্গনার হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া, স্থির রূপে নিরূপণ করিয়াছেন যে, বেশ্যাদিগের মধ্যে অনেকেই, বেশ্যার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, আশৈশবই পাপের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে, তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য কেহই হস্তপ্রসারণ করে নাই; অনেক দুর্ভাগিনী, পরিণয়ের নামে প্রতারিত হইয়া, বেশ্যাজীবনের নরকমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, বেশ্যাব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিয়া দেখিয়াছে, তাহাদিগের চীৎকার, রাজসভা, ধর্ম্মাধিকরণ কিম্বা প্রচারকদিগের উপাসনামন্দির, ইহার কোথাও প্রবেশপথ প্রাপ্ত হয় নাই। যে সমস্ত হতভাগিনীরা ইচ্ছা পূর্ব্বকই এই পাপের ভার মস্তকে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশই কেবল উদরের জ্বালাতেই অধীর হইয়া, প্রাণ ধারণের আর কোন পথই না দেখিয়া, সংসারের সকল দ্বারই আপনাদিগের প্রতি অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া, অবশেষে শোচনীয় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিয়াছে।

সমাজের এই সমস্ত অবস্থা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে, কেহই কি আর বলিতে পারিবেন যে, নারীজাতিকে বিশ্বাস করা অনুচিত এবং ভ্রম। লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করা সম্ভবপর বটে। কিন্তু সেই লোকাতীত ত্রিভুবনদর্শী চক্ষুকে কেহই কোন দিন বঞ্চনা করিতে পারে নাই, কেহই কোন দিন বঞ্চনা করিতে পারিবে না। পৃথিবীর কলঙ্কিত এবং বঞ্চিত নারীগণ এবং তাহাদের কলঙ্ককারণ প্রবঞ্চক শত্রুগণ

যখন সেই পুরুষনীর [illegible] অলৌকিক [illegible] উপস্থিত হইবে, [illegible] পুরুষও স্বাধীন ও মর্য্যাদার কথা ধার্য করিয়া [illegible] কখনো [illegible] না এবং নারীও [illegible] হইয়া [illegible] হইবে না। [illegible] মানবের নিকট পৃথিবীর অধিকারের সম্ভাবনা নাই। [illegible] জাতি [illegible] আচারের নিকট পরবেদাবে [illegible] [illegible] তথাপিও পাপাত্মনী বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে [illegible] করা [illegible]। সেই [illegible] নিকট নারী প্রকৃতি যে আজো অলৌকিক হয়, যদি [illegible] হইত, [illegible] জগতে কেহই বলিতে পারে, নারীজাতির [illegible] সমাজের [illegible] বোধ হয় "[illegible] [illegible] কখনই [illegible] [illegible] না।

[illegible] এখনও অনেক লোক দেখিতে পাই, [illegible] প্রকৃতিকে [illegible] এবং [illegible] না [illegible] স্বাধীনতা [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহারা নারী প্রকৃতির [illegible] [illegible] পুনর্বিবেচনা করেন, এবং [illegible] জাতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ের এই [illegible] এবং [illegible] কার্যেতে পরিণত হইতে পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] নারীজাতিকে [illegible] স্বাধীনতাতে রাখিতে [illegible] চান। তাঁহারা নারীজাতির [illegible] [illegible] [illegible]

পুরুষজাতির অধিকাংশকেই লোলেন্দ্রিয় বিবেচনা করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, যখন নারীজাতির সংশ্রবে আসিলে দুশ্চরিত্র পুরুষদিগের আরও দুশ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা, তখন নারীজাতির নির্ম্মুক্ততা লাভ না করাই সমাজের কল্যাণ।

প্রস্তাবিত আপত্তিটী, আপাততঃ শ্রবণে কিয়ৎপরিমাণে সত্য এবং সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, স্বার্থপরতা, শিষ্টতর-পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া, ইহারও মূল দেশে অবস্থিত রহিয়াছে; এবং পৃথিবীর বাস্তবিক ঘটনা সকল ইহারও পক্ষ সমর্থন করে না। আমরা বলিলাম, স্বার্থপরতা ইহারও অন্তর্ম্মূলে রহিয়াছে। বস্তুতই এ কথা ঠিক্। পুরুষজাতি নির্ম্মম এবং তরলেন্দ্রিয়, অতএব নারীজাতিকে নির্যাতন কর, এ কি স্বার্থপরতারই উক্তি নয়? পুরুষজাতির মধ্যে অনেক ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ব্বিনীত-প্রকৃতি এবং শিথিলচরিত্র, অতএব নারীজাতিকে তাহাদিগের শিক্ষা এবং উন্নতির অপরিহার্য্য হেতু স্বাধীনতাতে বঞ্চিত কর, গূঢ়স্বার্থপরতা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিই কি এই রূপ উপদেশ করিতে পারে? কথিত প্রকারের আপত্তি শ্রবণে স্পেন দেশের লোকপ্রসিদ্ধ রাজদম্পতী ফারডিনাণ্ড এবং ইসাবেলার সময়ের একটী ঐতিহাসিক উপাখ্যান আমাদিগের স্মৃতিপথে সমাগত হয়।

রাজা এবং রাজমহিষী উভয়ই ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুরাগ অবশেষে এতদূর বিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগের অধিকার মধ্যে যে কোন

ঐ অবরুদ্ধা বালার গুণপক্ষপাতী না হইয়া, এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজকুমার আপনা হইতে পাপ-পথের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। ঐ পাপীয়সীর অলোক সামান্য রূপলাবণ্যই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের মুখ্য কারণ; অপদেবতা উহাতেই আবির্ভূত হইয়া, তাঁহার অমঙ্গলের চেষ্টা করিতেছে। এই পক্ষপাতশূন্য বিচারে রাজকুমারের কেশাগ্রও যে স্পৃষ্ট হইল না, একথা বলা বাহুল্য। পরিণাম এই হইল, ঐ জনকাশ্রয়-বঞ্চিতা সরলহৃদয়া বালা, রাজমহিষীর করুণায় জ্বলদগ্নিতে দগ্ধীভূত না হইয়া, আরও দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ হইয়া কারাগারের কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতে রহিল।

নারীজাতির সংস্রবে আসিলে কুৎসিতচরিত্র পুরুষ সকল আরও কুৎসিতচরিত্র হইবে, অতএব নারীজাতিকেই কারারুদ্ধ কর, মনুষ্য সমাজের এই সিদ্ধান্ত কি মহারাজ ফর্ডিনাণ্ডের কুলগুরুর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ নয়? নারীজাতির সাহচর্য্যে পুরুষের চরিত্র অবনত হয়, ইহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না; আমাদিগের সংস্কার বরং তাহার বিপরীত। স্বীকার করিলাম, মনুষ্যসমাজের অনেক ব্যক্তি এতদূর জঘন্য-প্রকৃতি এবং এতদূর গরলহৃদয় যে, তাহাদিগের দৃষ্টিও নারীজাতির অসহনীয়। আরক্তনয়ন কালসর্পকে বিশ্বাস করিলেও তাহাদিগকে নারীজাতির বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। তাহারা জ্ঞাতি হউক, কুটুম্ব হইক, বান্ধব বলিয়া পরিচিত হউক, তাহাদের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাই অবলাদিগের উচিত। স্বীকার করিলাম যে, পরস্ত্রা-

পহারী চৌর দস্যুগণের চক্ষু যেমন পরের ধন্য সামগ্রীর প্রতিই সমাকৃষ্ট হয়, পরগৃহের প্রবেশপথ অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে; মনুষ্যসমাজেও তেমন অনেক পিশাচ চরিত্র ব্যক্তি আছে, যাহাদিগের চক্ষু তরুণীগণের রূপলাবণ্য ভিন্ন আর কিছুই অবলোকন করে না এবং তরুণীর হৃদয়-দুর্গে প্রবেশ করিবার পথ ব্যতীত আর কিছুই অনুসন্ধান করে না; কিন্তু তাহা হইলেও নারীজাতিকে নির্মুক্ততা প্রদান করিয়া, নারীজাতির উন্নতির পথের অবরোধ সকল দূর করিয়া, ঐ সমস্ত সমাজ-কণ্টকদিগকে সুশাসনে রাখাই কি মনুষ্যসমাজের ন্যায়ানুমোদিত কর্তব্য নহে? শরৎকালের পূর্ণবিকশিত চন্দ্রমার সুধমাধুর্য্য এবং বসন্ত কালীন প্রভাত-কমলের তরুণ কান্তি নয়নগোচর হইলে, সাধুর হৃদয় যেমন ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত হয়, অসাধুর অসদ্ভাবনিচয়ও তেমন প্রবল বেগে উত্তেজিত হয়। কিন্তু অসাধুর তাদৃশ অপ্রাকৃত অনাবশ্যক চিত্তচাঞ্চল্য মনে করিয়া কি ঈশ্বর রূপরাশি চন্দ্রমাকে মেঘাবরণে আচ্ছাদিত রাখিয়াছেন? অথবা আকাশমণ্ডল হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছেন? না পৃথিবীর বন উপবন সমূহকে কুসুমশূন্য শ্মশান ভূমি করিয়াছেন? যাঁহারা শিথিল-প্রকৃতি পুরুষদিগকে, উপদেশ অপমান তিরস্কার এবং রাজদণ্ড দ্বারা দৃঢ় শাসনের অধীন না করিয়া, কেবল নারীজাতিকে শাসন করিয়াই সমাজের কল্যাণ সাধনের সঙ্কল্প করেন, ভারতবর্ষের এক জন প্রাচীন জ্ঞানগুরু তাঁহাদিগকে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক তিরস্কার করিতে সমর্থ নহি।

"ঈর্য্যয়া রক্ষতো নারীর্ধিক্ কুলস্থিতিদাম্ভিকান্।
স্মরান্ধত্বাবিশেষেঽপি তথা নরমরক্ষতঃ॥"

যাহারা ঈর্ষ্যার পরবশ হইয়া, নারীজাতিকে সংরক্ষণ করতই কুলস্থিতির দম্ভ করেন, অথচ পুরুষজাতিতে সমধিক চিত্তচাপল্য অবলোকন করিয়াও তাহাদিগকে সেইরূপ সংরক্ষণ করিতে বিরত থাকেন তাঁহাদিগকে ধিক্।

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যত দূর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনসমূহের ফলাফল বিষয়ে আমরা যতদূর চিন্তা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে, নারীজাতির যথার্থ স্বাধীনতা, জনসমাজের অমঙ্গলের নিদান হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত মঙ্গলেরই কারণ। স্বাধীনতা, দিবসের আলোক-স্বরূপ; অবিমুক্ততার আবরণ অমানিশির অন্ধকার। পাপ এবং মলিনতা, উহাদিগের কুৎসিত মূর্ত্তি লইয়া আলোকের বহিরঙ্গণে পার্য্যমাণে উপস্থিত হইতে চায় না। উহারা অন্ধকারের অলক্ষিত নিবাসেই অবস্থান করিতে অভিলাষ করে। পাপ এবং মলিনতার সহিত অন্ধকারেরই যে বিশেষ সৌহৃদ্য বান্ধুতা, তাহা জগতে অবিদিত নাই। তরুতূলিকার ন্যায় উহারাও অন্ধকারেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এবং অন্ধকারের সমাগমে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া স্ব স্ব দুষ্কৃত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। তস্কর এবং দুর্ব্বৃত্তগণ কোথায় অবস্থান করে, আমরা তাহা দিবসে দেখিতে পাই না। নিশিই তাহাদিগের দিন। প্রাচীন প্রবাদ এইরূপ যে, প্রেতপিশাচ প্রভৃতি অপদেবতা সকলও, নিশিযোগেই নিজ নিজ লুক্কায়িত নিবাস

পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের উপাধির [illegible] বঞ্চিত হয়। অনেকে এইরূপ মনে করেন যে, নারীজাতিকে পিঞ্জরের [illegible] বিহঙ্গদিগের ন্যায় অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেই, তাঁহাদিগের মানসিক [illegible] রক্ষিত হয়। কিন্তু অন্তঃপুরের প্রাচীর [illegible] নারীজাতিকে পাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, মনুষ্যজাতির প্রবৃত্তি সে নিষিদ্ধ ফল [illegible] ক্রমেই অধিক লালায়িত হয়, [illegible] অবস্থায় অবস্থান করিলেই যে নারীজাতির হৃদয় সাংসারিক অপবিত্র কল্পনায় কলুষিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা, ইহা যদি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংস্কার তবে অবশ্যই পরিবর্তিত হয়।

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

"বিশ্বস্ত হিতকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।"

অতএব সকলেরই, সকলেরই ইহা অবগত হওয়া উচিত যে, [illegible] না হইলে, [illegible] সামর্থ্য [illegible] পাইতে পারিবে না। [illegible] করিয়া [illegible] না [illegible] দেশের [illegible] করিলেও [illegible] হয়। [illegible]

গ্রন্থে অবরোধের যেরূপ দারুণ দুর্গতি বর্ণিত আছে, তাহা কে না পাঠ করিয়াছেন? সত্য বটে উপন্যাসনিচয়, জগতের বাস্তব বৃত্তান্তের ইতিহাস বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে না; কিন্তু উহারা যে জগতের সাময়িক আচারপদ্ধতির ইতিহাস, তাহাতে আর সংশয় নাই। উপন্যাসের লেখাকেই বরং কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। যে সমস্ত চিন্তাশীল সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী সত্যপ্রিয় পরিব্রাজকগণ, শুদ্ধ পৃথিবীর আচার ব্যবহার অবগত হইবার নিমিত্তই, দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করিতেছেন, তাহাঁদিগকে কে অবিশ্বাস করিতেপারে? আমরা তাঁহাদিগের প্রমুখাৎও কি অবগত হইতেছি না যে, যে সমস্ত দেশে অবলাবৃন্দ ঘোরতর শাসনের সহিত অবরুদ্ধ রহিয়াছে, সূর্য্যের পবিত্র দৃষ্টি হইতেও কুলনারীদিগকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত যে সমস্ত রাজ্যে যত্ন হইতেছে; পিতা এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকেও যে সকল দেশে সম্প্রদত্তা দুহিতা এবং ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় না; নারীদিগের সংরক্ষণ কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য যে সকল স্থানের স্বার্থপর অধিবাসীরা প্রকৃতির অসম্মান করিয়া মনুষ্যকে বিকলাঙ্গ করিতেও লজ্জিত কিম্বা দুঃখিত নহে; পাপ সেই সমস্ত স্থানেও স্বকীয় আসুরিক পরাক্রমে নারীর ধর্ম্মনাশ করিতেছে। প্রহরী, প্রাচীর, তরবার, দুর্গ, কিছুই তাহার লুক্কায়িত পথের অবরোধক নহে।

আমরা কি প্রকারের যুক্তি অবলম্বন করিয়া, এবং কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া, এদেশীয় দিগের প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ হইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদিগের

[illegible] বিষয় এই যে, অন্তঃকরণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যাহা কেবল [illegible] হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে, স্বাধীনতার শুভ্র আলোকে তাহা সহজেই পরিস্ফুট হয়। ইউরোপীয় কুলনারীদিগের মুখমণ্ডল, অবগুণ্ঠন-সমাচ্ছাদিত থাকে না বলিয়া, [illegible] আমাদিগের অনার কল্পনাকে স্থান দান করেন তাঁহারা। তাঁহারা অবগত নন যে, পবিত্রতাময়ী কুলনারীর স্নেহপ্রেমপূর্ণ পবিত্র দৃষ্টি অন্যান্য পথিকের হৃদয়েও পবিত্রতার প্রতিভা প্রদান করে! আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ দিবসের বিশুদ্ধ আলোকে পূতচরিত্র কুলনারীগণের পবিত্র মুখমাধুরী অবলোকন করিতে পাই না এই নিমিত্তই, দৈবাৎ কোন নারীমুখ দর্শনে আমাদিগের হৃদয় স্পন্দিত হয়। আমাদিগের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধই হউক আর অবিশুদ্ধই হউক, এক অননুভূত ভাব [illegible] হয় এবং অনুপস্থিত বস্তু দর্শনে চিত্তে স্বভাবতই যে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা নিশ্চয়ই, আমরা আমাদিগের তৎকালীন [illegible] চিত্তচাঞ্চল্য বলিয়া স্থির করি। কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল দেশে, নারীমুখকে যত্নপূর্বক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হয় না। ঐ সকল দেশের অধিবাসীগণ, অনবরত পরিচিত [illegible] ও অবলা [illegible] করিতে সমর্থ হয়, [illegible] [illegible]

নারীর মুখচ্ছবিতে, নারীর সম্ভাষণে, কিছুই অভিনবত্ব নাই, তত্রত্য নিবাসীদিগের অন্তঃকরণও যে নারী দর্শনে আমাদিগের চিত্তের ন্যায় তরলিত কিম্বা স্পন্দিত হয়, এইরূপ মনে করা আমাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, তথাপি অসঙ্গত।

আমরা আমাদিগের বয়সের প্রথম বিকাশ অবধিই আমাদিগের শিক্ষক, অভিভাবক, এবং গুরুজনের মুখে শুনিতে পাই যে, যাহার চক্ষু ভ্রমেও নারীর মুখপানে নিপতিত হয় না, তিনিই সাধু, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত সাধক। হিন্দুসন্তানগণ বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের এই বলিয়াই ভূয়সী প্রশংসা করেন যে, তিনি অগ্রজের অনুগামী হইয়া অকলঙ্ক-হৃদয়া জনকতনয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে বনে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ সময় মধ্যে ভুলিয়াও একবার রাম-হৃদয়সরোজিনীর মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন নাই। আমরা ভারতবর্ষের পুরাতন মুনি ঋষিদিগের মধ্যে তাঁহারই সমধিক যশোঘোষণা শ্রবণ করি, যিনি নারীর মুখাবলোকনরূপ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার নিমিত্ত একেবারে লোকালয়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন; গাঢ় গহনে প্রবেশ করিয়া, বনচারী শাখামৃগ এবং হিংস্র জন্তুচয়ের সংসর্গ করিয়াছেন; তথাপি নারীর সন্নিধানে অবস্থান করেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তকগণও, নারীর সংসর্গ হইতে দূরে অবস্থান করিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয় উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহার পবিত্র দেহ নারীস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচার সময়ে, তিনিই প্রচারকের উচ্চ আসন এবং যাজকীয় সম্মান লাভ করিতে অধিকারী হইতেন।

পরতা, কঠিনতা, এবং নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষ সকল এতই প্রবল হইত যে, লোকালয়ে এবং পশুনিবাসে, কিছুই প্রভেদ থাকিত না। আমাদিগের হৃদয়ের পরিমার্জ্জনার জন্য, প্রকৃতির কত পদার্থ কত স্থানে কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। বিহগাবলী তরুশাখায় উপবেশন করিয়া, শ্রুতিসুখকর মধুরধ্বনিতে দশদিক্ আমোদিত করে; নানাবিধ লাবণ্যপূর্ণ মনোহর কুসুম, উদ্যানে কিংবা উপবনে বিকসিত হইয়া, সৌন্দর্য্য এবং সুগন্ধ বিস্তার করে; মলয়ানিলের সুমন্দ সঞ্চালনে, তরঙ্গিণীর বক্ষঃস্থল নয়ন মনোহারিণী লহরীলীলায় পরিশোভিত হয়; চন্দ্রমা লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে সমুদিত হইয়া অমৃত রসবর্ষি-শীতলরশ্মি বিকীর্ণ করে। আমরা দেখিয়া, নয়নের সার্থকতা করি; কিন্তু প্রকৃতির এই সমস্ত কমনীয় পদার্থ, আমাদিগের হৃদয়ের উপর, অলক্ষিত ভাবে কিরূপ কার্য্য করে, তাহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না। নারীর সুধারসসিক্ত সংসর্গও ঠিক সেই প্রকার। মাতার স্নেহ-সজল-নয়ন এবং অমৃত-পূর্ণ সম্বোধন, ভগিনীর সরল আলাপ, পত্নীর সহাস্য নয়ন এবং প্রীতিপূর্ণ কথোপকথন, দুহিতাদিগের নির্দ্দোষ আমোদ উৎসব, এবং পরিবারস্থ ও পরিচিত অন্যান্য নির্ম্মল-চরিত্র নারীগণের সাহচর্য্য, আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করে; আমরা সন্তৃপ্ত হই। কিন্তু আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে উহা হৃদয়কে কিরূপ সম্মার্জ্জিত করে, তাহা কি আমরা চিন্তা করিয়া দেখি?

নারীর সুপবিত্র সংসর্গে মনুষ্যজাতির হৃদয় এবং মনোবৃত্তিচয় কিরূপ পরিতৃপ্ত এবং উপকৃত হইতে পারে, তাহা

কিরূপ সুখানুভব করিতেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন যে—"যাহারা তাঁহার প্রকৃতির গাঢ়-গম্ভীরতা দর্শনে পূর্ব্বে তাঁহা হইতে সসম্ভ্রমে দূরে থাকিত, কালে তাঁহার হৃদয়ের ন্যায়পরতা, উদারতা এবং অবিচলিত নিঃস্বার্থ প্রীতির পরিচয় পাইয়া, তাহারাও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ়রূপে অনুরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সুবুদ্ধিশালিনী সদুদারহৃদয়া কুলনারীদিগের সংসর্গেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। সুশিক্ষা এবং সদালোচনায় যে সকল নারীগণের মনোবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ছিল, তাঁহাদিগের সন্নিধানে অবস্থান করিতে পাইলেই, তিনি সমধিক সুখানুভব করিতেন। নানাবিধ উচ্চবিষয়ের পরিকল্পনাতে তাঁহার অন্তঃকরণ উৎসাহে কিরূপ স্ফীত হইত, প্রকৃতি এবং শিল্পনৈপুণ্যের শোভা সৌন্দর্য্য অবলোকনের নিমিত্ত তিনি কিরূপ স্পৃহয়ালু হইতেন, মানবসমাজের পবিত্রতা সাধনের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় কিরূপ উন্মত্তের ন্যায় লালায়িত হইত, এবং মানবজাতির ভাবি উন্নতির চিন্তা করিতে তাঁহার হৃদয়ের আশা কত ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইত, তাহা তিনি তাঁহাদিগের নিকটই নির্ম্মুক্তচিত্তে প্রকাশ করিতেন। নারীজাতির প্রকৃতি এবং জীবনের প্রতি তাঁহার এরূপ প্রগাঢ়ভক্তি ছিল, কুলনারীগণের সহিত কথোপকথনের সময় তাঁহার অকপট শিষ্টাচার, সসম্ভ্রম দৃষ্টি এবং সাদর সম্ভাষণ, এরূপ সুন্দর ভাব ধারণ করিত যে, তাঁহারাও তাঁহাকে একজন হৃদয়ের বান্ধব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার নিকট অন্তরের সমুদয় প্রিয় কথাই অকুণ্ঠিতমনে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার জীব-

[illegible]

হয়। উনিশ বছর বয়স হইতে, বস্তুতঃ তাঁহার এই সময় হইতে [illegible] হৃদয়ের সংসর্গে অতিবাহিত হইয়াছে।

আমরা এই পুস্তকে মহাত্মা [illegible] চির-স্মরণীয় নাম গ্রহণ করিয়াছি এবং, বস্তুতঃ এ সমস্ত পুস্তকে তাঁহার কথা উল্লিখিত হইতে পারে। তিনি এইরূপ [illegible] কোনও স্থানে অপরিচিত নন। তাঁহার বিষয়ে সংক্ষেপে [illegible] বলিলেই যথেষ্ট, কি জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং প্রখর [illegible], কি হৃদয়ের [illegible] এবং কোমলতা, কি ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, কি মনুষ্যের প্রতি প্রেম, ইহার সকল গুণেই তিনি সমানরূপে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্বাংশে সমান [illegible] কোন সময়ে [illegible] করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। বস্তুতঃ এই [illegible] কোন ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় [illegible] নাই। [illegible] বিশেষ প্রেমাস্পদ [illegible] প্রকাশিত করিয়াও [illegible] হইতেন [illegible] তাঁহার [illegible] সকল [illegible] হইয়া যাইত এবং তাঁহার প্রীতিপূর্ণ পবিত্র সংসর্গের কোন নিগূঢ় অলৌকিকী শক্তি থাকিত, চিত্ত স্বতঃই [illegible] হইত।

[illegible] পরিশ্রম [illegible]

হয় যে, তাঁহার স্নেহাস্পদ প্রিয়বান্ধবদিগের অধিকাংশই নারী। সহৃদয়া কুলবালাদিগের কোমলকর-বিরচিত সস্নেহ পত্রাবলীতেই তাঁহার জীবনচরিতের অনেকস্থল পূর্ণ রহিয়াছে। তিনিও ইহাঁদিগকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিতেন; ইহাঁরাও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। তিনিও ইহাঁদিগের সুস্নিগ্ধ এবং সুপবিত্র সংসর্গের জন্য ব্যাকুল হইতেন, ইহাঁরাও তাঁহার জ্ঞান-গম্ভীর মধুর উপদেশ শ্রবণের জন্য প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতেন। কোন বৃহদায়তন প্রাচীন বটবৃক্ষকে কতকগুলি কমনীয় লতা দুহিতার ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া রহিলে, যেরূপ আশ্চর্য্য শোভা নয়ন-গোচর হয়, ধর্ম্মার্থব্যাকুল প্রিয়বালাগণ কর্ত্তৃক যখন তিনি পরিবেষ্টিত হইয়া বসিতেন, বোষ্টন নিবাসিরাও তখন ঠিক্ সেইরূপ এক আশ্চর্য্য শোভা অবলোকন করিত। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন যে—“নারীপ্রকৃতির যে বিশেষ কমনীয় গুণকে কবিজনেরা নিত্যনারীতা নামে নির্ব্বচন করেন, যাহার অস্তিত্ব নিবন্ধন নরনারীর প্রকৃতিতে একটী চিরস্থায়ী প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, এবং যাহার প্রভাবে নরনারী পরস্পরের প্রতি স্বভাবতই সমাকৃষ্ট হয়, পারকার স্বকীয় হৃদয়ের পবিত্র এবং মধুর ভাবচয়ের প্ররোচনায়, সেই নারীগুণের বশীকরণী শক্তির নিকট ঠিক্ একটী স্বয়মিচ্ছু বন্দীর ন্যায় চিরবদ্ধ ছিলেন।”

পারকার স্বয়ং একস্থলে বলিয়াছেন—“আমি যাঁহাদিগের বন্ধুতা-শৃঙ্খলে, প্রয়োজনের অনুরোধে নয়, কিন্তু হৃদয়ের অনুরোধে বদ্ধ হইয়াছি, তাহার অধিকাংশই নারী। ইহাতে

আমার বিস্ময় হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক একটু করিয়াছি, এমন নয়। আমি চিরকালই ধরিয়াই উচ্চশ্রেণীর নারীগণের সাহচর্য্যসুখ অনুভব করিয়া আসিতেছি। আমার পরিচিত বান্ধবদিগের মধ্যে প্রধান রূপের পুরুষের সংখ্যা বস্তুতই নিতান্ত অল্প। তথাপি [illegible] সহিত্য [illegible] বিষয়ে আমি নারীগণের নিকট বিশেষ প্রশংসাকারী নহি। [illegible] এবং [illegible] এই দুইটী মাত্র বিজ্ঞানবেত্তা [illegible] আমার অন্তঃকরণে বিরাজ করেন, কিন্তু যাঁহারা পত্র লিখিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার অধিক ভাগই কুলনারী। আমাদিগের স্নেহের সম্মোহিনী শক্তি, কি তাঁহাদিগের হৃদয় ভাবসৌন্দর্য্য, কিসে যে আমাকে তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ আকর্ষণ করে, আমি তাহা অনুভব করিতে পারি না।"

নরনারীর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক প্রভেদের বড়ই গভীর [illegible] শক্তি। যদি সরতীর্ণ নারীগণের [illegible] [illegible] বড়ই এক বিশেষ আনন্দ অনুভব করি।" [illegible]

[illegible] কতিপয় দিবস অতীত হইল, আমি [illegible] [illegible] কতক [illegible] প্রকৃতি [illegible] সন্দর্শন [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যেকের নয়নের [illegible] হইল। আমি [illegible] প্রাতঃকালে, সমুদয় সময়ই, [illegible] [illegible] উপভোগ করিলাম। আমার কেন এরূপ [illegible] বলিতে পারি না, কিন্তু এরূপ হইয়াছিল বটে। এরূপ [illegible] আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ [illegible] নির্দেশ করিতে পারি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তাঁহার দর্শন লাভ হইল না। তিনি তাঁহার একটী পাড়িত বান্ধবকে দেখিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিতে পাইলে আমি বস্তুতই উৎকৃষ্টতর ব্যক্তি হই। তাঁহাকে দর্শন করা ঠিক্ একটী দেবালয় দর্শনের ন্যায়। তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, মনুষ্যের পাপ তাপ, নীচতা নিরাশা, আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। আমিও এই নিমিত্তই আমার এই প্রিয়দেবীকে সময়ে সময়ে দর্শন করিতে যাই এবং একটী উন্নততর ব্যক্তি হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হই। তাঁহার সাহচর্য্যে আমার প্রত্যেক মনোবৃত্তি যে, অধিক সমুজ্জ্বল এবং প্রসারিত হয়, তাহাতে আমার সংশয় নাই।”

কেহ কেহ এই প্রকারের আপত্তি করিতে পারেন যে, চ্যানীং এবং পারকার প্রভৃতি মহাত্মারা সিদ্ধযোগী। তাঁহারা নরলোকে অবস্থান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতার ন্যায়। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত লইয়া সাধারণের প্রকৃতি নিরূপণ করা তাঁহাদিগের হৃদয় দর্শন করিয়া সাধারণের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা কুলনারীগণের স্নেহপূর্ণ সংসর্গ তাঁহাদিগের উপকার জনক হইয়াছে বলিয়া, সকলেরই সেইরূপ হইবে, এই প্রকার মনে করা ; সঙ্গত হইতে পারে না। যদি জনসমাজের সমুদয় মনুষ্যই তাঁহাদিগের ন্যায় “শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশঃ” হইত, যদি সকল ব্যক্তির প্রকৃতিই তাঁহাদিগের প্রকৃতির ন্যায় অস্পৃষ্ট হিমরাশি সদৃশ পবিত্র হইত, এবং যদি সকলেরই চক্ষুই তাঁহাদিগের চক্ষুর ন্যায় সারল্যপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ হইত, নারীজাতির স্বাধীনতার প্রতি তবে কিছুই

আপত্তি ছিল না। কিন্তু যাহারা লোকব্যবহারের [illegible] দেখিতে পাইতো। কিন্তু এক্ষণকার পৌত্তলিকদিগের [illegible] [illegible] পরিপূরিত হইয়াছে। [illegible] [illegible], [illegible], অত্যাচারী, [illegible] [illegible] কার্য্যকারিতা [illegible] করিয়াছে; [illegible] [illegible] স্বাধীনতা নাই যে [illegible] অধিক [illegible] [illegible] না হইয়া, তাঁহার [illegible] [illegible] করিবে, ইহা [illegible] কেবলই বিশ্বাস করিতেই পারি না।

আমরা এই শ্রেণীর আপত্তিকারীদিগের প্রতি বিনয়ের সহিত বলিতেছি, তাঁহারা যেন মনুষ্যজাতির পুরাতন [illegible] এবং পুরাতন সংস্কারের উপর পুনঃপুনঃ [illegible] অধিক আস্থা সংস্থাপন না করেন। লোকে এক সময়ে কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবী [illegible] [illegible] সংস্থাপিত রহিয়াছে, সূর্য্য উহাকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করেন। বিজ্ঞান উপদেশ করিতেছেন, সূর্য্য সকল সময়েই এক স্থানে স্থির, পৃথিবীই তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করে। লোকে এক সময়ে মনে করিত যে, চন্দ্রমা দেবতাবিশেষ, তারকাবলী [illegible] [illegible]। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইল যে, চন্দ্র তারকা [illegible] [illegible] জড়পিণ্ড। [illegible] [illegible] [illegible] এক সময়ে এইরূপ দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, [illegible] [illegible] [illegible] হইতেই [illegible] [illegible] পারেন। কিন্তু এই [illegible] [illegible] পরিব্রাজক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া জানিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ভূমিতে নয়, সমুদয় পৃথিবী ব্যাপিয়াই দিন দিন কত পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া আসিতেছে, তাহা পরিগণনা করিয়াও কেহ শেষ করিতে পারে না। নারীজাতির স্বাধীনতা লাভ জনসমাজের শুভশান্তির নিদান নহে, কুলনারীর পবিত্র সংসর্গে মানব-হৃদয় অপবিত্র হয়, ইহাও লোকের একটী ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত পুরাতন সংস্কার। লোকালয়ের বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত প্রতিদিনই ইহার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতেছে।

আমরা এতৎপ্রসঙ্গে অধিক কিছু না বলিয়া, পাঠকবর্গকে পুনরায় আমেরিকার সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমেরিকার এইক্ষণ অন্যূন উনত্রিংশৎ সঙ্খ্যক অতিপ্রধান বিদ্যালয়ে, তরুণ তরুণীগণ সকলবিষয়ে সমানভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। কথিত বিদ্যালয়গুলির সংস্থাপনের সময়, কত লোকেই কত বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। অমঙ্গলাশংসীরা কতই বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু চত্বারিংশৎবর্ষ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের গাঢ় পর্য্যবেক্ষণ, তাঁহাদিগের সমুদয় অশুভাশঙ্কাই সম্পূর্ণরূপ ভ্রান্তিমূলক প্রমাণ করিয়াছে। যাঁহারা ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে নিজ নিজ ভগিনী এবং দুহিতাদিগকে শিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপ উৎকণ্ঠিত নয়নে পরিণামের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন, সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু লোকমাতা প্রকৃতি তাঁহাদিগের সকলকেই আশাতীত শুভফল প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত বিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপনা কার্য্যে যেমন অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান যুক্ত আছেন, তেমন অনেক সম্ভ্রান্ত-

মূলাক্ষর। তাই শিক্ষয়িত্রীরাও অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হইয়া, উহারা শিক্ষাকার্য নির্বাহ করেন। ছাত্রগণ ছাত্রীরা [illegible] এবং [illegible] এক শ্রেণীতে উপবেশন করিয়া একই অধ্যাপিকের নিকট একই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, অবাধে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে এবং [illegible] প্রভৃতি সকল বিষয়েই, সকলে সকলের সহিত [illegible] পাইবার ন্যায় ব্যবহার করে। সদাচার এবং সুনীতি বিষয়ে ঐ বিদ্যালয়গুলির এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে যে, [illegible] মানবপ্রকৃতির [illegible] বিষয়ে [illegible] না হইয়া থাকিতে পারে না। তরুণ তরুণী [illegible] একস্থানে অবস্থান করিলে, তাহাদিগের প্রকৃতি এবং চরিত্র [illegible] হইবে, এইরূপ লোকের আশঙ্কা [illegible] কিন্তু যাঁহারা [illegible] পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে [illegible] সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে [illegible] আছেন, তাঁহারা, এবং [illegible] সকলেই [illegible] স্বীকার করেন [illegible] বিশুদ্ধতা এবং হৃদয়ের পবিত্রতা বিষয়ে ঐ বিদ্যালয়গুলি আমেরিকার [illegible] সমুদয় বিদ্যালয় হইতেই অধিক উচ্চতর স্থান লাভ করিয়াছে। যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল তরুণগণ কিম্বা কেবল তরুণীগণই শিক্ষিত হয়, যে সকল বিদ্যালয়ে তরুণ তরুণীগণের পরস্পর [illegible] এবং কথালাপ [illegible] তাহাদিগের বিবেচনায়, কি শিক্ষার্থীদের, কি [illegible] ব্যবহার, ইহার কিছুতেই, [illegible] বিদ্যালয়গুলির সহিত, এই সমস্ত প্রাচীন রীতির বিদ্যালয়ের তুলনা হইতে পারে না।

সুবিখ্যাত হোরেশমান মহোদয়ের মত এবং অভিপ্রায় এক সময়ে অন্যরূপ ছিল। কিন্তু তিনি অনেকের অনুরোধে, আণ্টিয়ক কলেজ নামক প্রস্তাবিত রীতির একটী সহশিক্ষার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে পাঁচ বৎসর কাল নিযুক্ত থাকিয়া তত্রত্য ছাত্র এবং ছাত্রীগণের দোষস্পর্শশূন্য আচার ব্যবহার দর্শনে এরূপ পরিতৃপ্ত এবং বিগলিত হইলেন যে, তাঁহার সমুদয় পুরাতন সংস্কার একেবারে দূর হইয়া গেল। তিনি তাঁহার জনৈক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর নিকট উক্ত বিদ্যালয়ের অশেষ প্রশংসা করিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তথাকার সমুদয় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণই এরূপ শান্তপ্রকৃতি, ভদ্রশীল এবং পূতচরিত্র যে, বিদ্যালয়েই তাহাদিগের দোষ দর্শন হয় না এমন নয়, কিন্তু গ্রামের কুলকন্যাগণও তাহাদিগকে যার পর পর নাই শ্রদ্ধা করে এবং রাজপথে কিংবা অপর কোন স্থলে তাহাদিগের কাহারও সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, কুলবালাগণ কোন অংশেও লজ্জা কিংবা অবমাননার আশঙ্কা না করিয়া, একজন শ্রদ্ধেয়প্রকৃতি ভদ্রলোকের নিকট উপনীত হইল, এইরূপ বিশ্বাসে আপনাদিগের নারীজনোচিত মান সম্ভ্রম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত থাকে।

হোরেশমানের উন্নতহৃদয়া সহধর্ম্মিণী উক্ত বিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে স্বামীর বিস্তর আনুকূল্য করিতেন। লোক-চরিত্র বিষয়ে সদ্বুদ্ধি-শালিনী নারীর উক্তি কতদূর সম্মাননীয় তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। উক্ত মহিলা, তাঁহার স্বামীর লোকান্তর গমনের পর, আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীগণের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—"যাঁহারা আণ্টিয়ক

বিদ্যালয়ের [illegible] জীবন এবং আচার ব্যবহার [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিয়াছেন যে, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং আচারের বিশুদ্ধতা বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] অতীব [illegible]। এমন কি, পরিচিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষার [illegible] এক [illegible] [illegible] না হইয়া, পুরাতন বিদ্যালয় [illegible] [illegible] [illegible] স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তরুণ [illegible] [illegible] তাহারও সহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এই উদ্দেশ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া হইয়াছে। [illegible] পরিদর্শনকারীরা [illegible] [illegible] প্রদান করেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যালয়সমূহের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে, প্রকৃতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], পুরাতন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যালয় পরিদর্শন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এইরূপ বলিয়াছেন [illegible] [illegible]

য়ক বিদ্যালয় দর্শন করিতে মানবজাতির প্রকৃতির প্রতিই তাঁহার অধিক বিশ্বাস এবং ভক্তি হইল।

ইংলণ্ডদেশীয় জনৈক সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্র সন্তান, আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের সন্নিহিত কোন স্থানে ক্রমাগত সাত বৎসর কাল অবস্থান করিয়া, উহার আচার ব্যবহারের সর্ব্বাঙ্গীন বিশুদ্ধতা দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, আহ্লাদ-পুলকিত-হৃদয়ে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল তরুণগণই শিক্ষালাভ করে, তাহার একটীও, আচারগত পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, শিষ্টতা, সভ্যতা এবং জ্ঞানলাভের নিমিত্ত উৎসাহ বিষয়ে আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের সমকক্ষ নহে। আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ সুরাপান প্রভৃতি কোন দোষেই দূষিত নহে। তাহাদিগের চরিত্রে ঔদ্ধত্য এবং প্রগল্‌ভতা প্রভৃতি পুরুষপ্রকৃতির দোষচয় একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না; অথচ কুলবালাদিগের সাহচর্য্য নিবন্ধন নির্ভীকতা এবং বীরতা প্রভৃতি পুরুষোচিত সমুদয় সম্মাননীয় গুণেই তাহাদিগের চরিত্র বিভূষিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে তত্রত্য তরুণীগণও, এরূপ লজ্জাশীল, বিনম্রপ্রকৃতি এবং পূতচরিত্র যে, দর্শনমাত্রই তাহাদিগকে সমুদয় নারীগুণের সজীব প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি হয়।

আমরা উদারপ্রকৃতি এবং সত্যপ্রিয় পাঠকবর্গকে এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করি যে, পৃথিবীর এই সমস্ত পরীক্ষিত ঘটনার পর্য্যালোচনা করিয়াও কি তাঁহারা নারীজাতির স্বাধীনতার মঙ্গলজনক পরিণাম বিষয়ে সন্দিহান থাকিতে পারেন?

[illegible] প্রকৃতির অনুসন্ধানের নিয়মানুসারে, [illegible] সহিত স্বাধীনতার এবং [illegible] সংস্থাপিত [illegible] রাছে। [illegible] প্রত্যক্ষই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, আমাদিগের [illegible] স্বাধীনতা [illegible] যেমন [illegible] সেরূপ মুক্ততা, [illegible] লাভ করে, [illegible] করে না। [illegible] সংস্কারের [illegible] হইতেছে [illegible] সেখানেই সম্মান, সাধুতা এবং যথার্থ মনুষ্যত্ব, এবং যেখানে পরাধীনতা সেখানেই সকল প্রকারের নীচতা, মলিনতা এবং [illegible]। তবে কি আমরা [illegible] কতিপয় পুরাতন [illegible] বশবর্তী হইয়া [illegible] প্রতি [illegible] সম্পর্কে পুরুষের [illegible] ভাবে [illegible] ভূমি, [illegible] গ্রহণ করিয়াও কি আমরা নারীর স্বাধীনতার প্রতিকূলে [illegible] ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশের [illegible] সকল সুশিক্ষিত [illegible] পুরুষেরা [illegible] ভগিনী [illegible] দুহিতাকে স্বাধীনতা ভোগ [illegible] সমর্থন করিতেছেন, [illegible] কি তাঁহাদিগের [illegible] দুহিতা [illegible]? তাঁহারা কি [illegible], [illegible] একটু [illegible] এবং [illegible] যে, নারীর স্বাধীনতাকে [illegible] [illegible] নারীর স্বাধীনতা [illegible] [illegible] না? [illegible]

অটল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না থাকিলে মানবসমাজ কি দীর্ঘকাল জীবিত রহিতে পারে ?

ইদানীন্তন কালের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, ফ্রান্সের রাজধানীস্থ কুলনারীদিগের চরিত্রগত শিথিলতার কথা উল্লেখ করিয়াই সাধারণতঃ সমুদয় নারীজাতির স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। সত্য বটে, প্যারীশ নগরে ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার যথোচিত সম্মান নাই। সত্য বটে, প্যারীশের অধিকাংশ অবলা যেরূপ নির্লজ্জ জীবন যাপন করেন, তাহাতে অনেকের হৃদয়েই ভয়ানক মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু প্যারীশের এই দুর্গতি কি নারীজাতির স্বাধীনতারই ফল ? যে দেশের সমাজভিত্তি, লোকপ্লাবন রাজবিপ্লবে পুনঃপুনই বিলোড়িত হয় ; যে দেশের অধিকাংশ প্রধান পুরুষেরা জীবনের চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, ঈশ্বরের পাপনাশন পবিত্র নামকে মানব নিবাস হইতে একেবারে অপসারিত করিতেই চেষ্টা করে ; যে দেশের মুদ্রাযন্ত্র প্রতিনিয়তই কালকূট গরল উদ্গীরণ করে ; বিলাসলালসার সর্ব্বাঙ্গীন সন্তর্পণই যেদেশের একমাত্র প্রয়োজন এবং যে দেশের সামাজিক আচার, অবলার ধর্ম্মনাশরূপ পিশাচ-জনোচিত কার্য্যের প্রতি ভ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করে না, ব্যভিচারের ভয়ানক স্রোত যে তথায় উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? ইহাই বরং বিস্ময় কর যে, সেখানে এখনও এমন অনেক পবিত্রহৃদয়া কুলনারী আছেন, যাহাঁদিগের জীবনবৃত্তান্ত সমালোচন করিলে ঘোরপাপীরও একবার চৈতন্য হয়। উপহাস রসিকেরাও ক্ষণকালের জন্য গম্ভীর ভাব ধারণ করে।

প্রভাবশৃঙ্খলা, ফলতঃ জাতির ত কথাই নাই, সর্ব্বত্রই পুরুষসংখ্যার অধিকাংশও কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরই মত এবং আচরণের অনুকরণ করে। স্রোতোনিম্নগণ অগ্রগদের ন্যায় প্রধানদিগের পশ্চাতেই ধাবমান হয়। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রগাঢ় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্যারিস এবং তাদৃশ আর কতিপয় স্থানের আচার কলঙ্ক যে, মনুষ্য সমাজকে লজ্জায় মলিন করে, জনসাধারণের অসাধু প্রবৃত্তির প্রবলতা অথবা আর কিছুই তাহার কারণ নহে। উহা তত্তৎস্থানীয় প্রধান পুরুষদিগেরই কুৎসিত দৃষ্টান্তের ফল। চতুর্থ জর্জের শাসন সময়ে, ইংলণ্ডের রাজধানী কিরূপ জঘন্য এবং লজ্জাকর ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহাও আমরা অবগত আছি। ইংলণ্ডের বর্ত্তমানা অধীশ্বরীর স্ফটিক-তুল্য পবিত্র জীবন, লণ্ডনের সমুদয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপর, এইক্ষণ কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাও আমরা দেখিতেছি। সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা সদাচার পরায়ণ না হইলে সমাজমুখ কখনই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। নারীজাতি নির্মুক্ত অবস্থাতেই অবস্থান করুক, অথবা ভূগর্ভেই লুক্কায়িত থাকুক, যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্তের উপর সমাজের সমুদয় শুভাশুভ নির্ভর করে, তাঁহারা যদি কলঙ্কিত জীবন যাপন করেন, সমাজও নিঃসন্দেহই কলঙ্কিত রহিবে। নারীজাতি অনেক স্থলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াও দেবজীবন যাপন করিতেছে, অনেক স্থলে অপরাধীর ন্যায় কারাবদ্ধ এবং দিবানিশি পরিরক্ষিত হইয়াও পাপের দুর্গন্ধ কর্দ্দমে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার বস্তুতই কোন বিরোধ নাই। যথার্থ স্বাধীনতা ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। স্বাধীনতার সহিত স্বেচ্ছাচারিতার যে কিছুই সৌসাদৃশ্য নাই, ইহা আমরা প্রথমেই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং আমরা সমুদয় নারীজাতিকে ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি, তাঁহারা যেন কখনই স্বাধীনতার সুধাময় নামে প্রতারিত হইয়া, স্বেচ্ছাচারিতারূপ দারুণ বিষপানে নিজ নিজ সর্ব্বনাশ সংঘটন না করেন। যদি স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগকেই আমরা স্বাধীন বলিয়া সম্মান করি তবে ব্যভিচারের গরলকেও প্রেমের অমৃত বলিয়া আদর করা উচিত। মানবপ্রকৃতি, সুরাসুর উভয়েরই বাসস্থান। দেবতা এবং পিশাচ উভয়ই নরদেহে বাস করে। আমরা, ভক্তির তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, এক সময়ে যাঁহার চরণধূলি স্পর্শ করিতে পারিলেও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি, হয়ত পিশাচ প্রবৃত্তির প্রবলতা নিবন্ধন, সেই ব্যক্তিই সময়ান্তরে এমন জঘন্য ভাব ধারণ করে যে, সূর্য্য চন্দ্রকেও তাহার পরমশত্রু বলিয়া প্রতীতি হয়; দর্পণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতেও তাহার আত্মা সাহসী হয় না। একই মনুষ্যের জীবনের এই দুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যতদূর প্রভেদ, স্বাধীনতার সহিত স্বেচ্ছাচারিতারও ঠিক্ ততদূর প্রভেদ। মনুষ্য যখন স্বকীয় প্রকৃতির দেবভাবের অধীন হইয়া, পৃথিবীতে ঠিক একটী মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়, অন্তরে বাহিরে এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না, আপনার দেহমনের উপর, জগতের কোন ব্যক্তিকেই অনুচিত আধিপত্য সংস্থাপন করিতে অধিকার দেয় না, তখনই

নেই চিরকাল ব্যাপৃত থাকিবে! কোথায় জ্ঞান মনুষ্যের প্রাণান্তক প্রপীড়নের জন্যও নিয়োজিত হয়! ঈশ্বরের জগৎ হইতে ঈশ্বরের নাম বিলোপ করিতেও উদ্যোগ করে! কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ জ্ঞানের এইরূপ অপব্যবহার হয় বলিয়া কি মনুষ্যজাতি বাক্যে, কিংবা কার্য্যে, ক্ষণ কালের জন্যও জ্ঞানের অবমাননা করিতে সাহসী হয়? জ্ঞান, কোন কোন সময়ে অসুরসদৃশ মনুষ্যের হস্তে নিপতিত হইয়া, পৃথিবীর সর্ব্বনাশকারি তরবারির ভাব ধারণ করে, এই কারণে কি আমরা উহার সর্ব্বজন পূজনীয় স্বাভাবিক গম্ভীর ভাব বিস্মৃত হইতে পারি?

প্রেমের মধুময় নাম উচ্চারণ করিলে, গাঢ়তপা যোগীও একবার নয়ন উন্মীলন করেন। কাব্যের রমণীয় উদ্যানে যত প্রকারের পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভে তাহার কোনটি প্রেমের সম্মুখীন হইতে পারে না। সাধকের মুখে শুনিতে পাই, ঈশ্বর স্বয়ংই নাকি প্রেমস্বরূপ! কিন্তু হায়! মানবজগতে সময়ে সময়ে প্রেমের যেরূপ দারুণ দুর্গতি হয়, তাহা পাঠ করিবার সময় কে অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারে? কাহার হৃদয় না দুঃখে একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়? যখন আমরা মনুষ্যকে প্রেমের পবিত্র নাম লইয়া সতীর ধর্ম্মনাশ করিতে অবলোকন করি, অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় অকলঙ্ক হৃদয়া কুলবালার সর্ব্বনাশ করিতে প্রত্যক্ষ করি, তখন কি আমরা ভূপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন না করিয়া কোনমতেও নিবৃত্ত থাকিতে পারি? কিন্তু প্রেমের এইরূপ নির্লজ্জ অপব্যবহার হয় বলিয়া কি মনুষ্য প্রেমের পূজা করিতে নিবৃত্ত হইয়াছে?

মনুষ্য কি চিরদিন জগতে অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করিতে পারে?

ভূলোক দ্যুলোক সর্বত্রই ধর্মের সিংহাসন সংস্থাপিত রহিয়াছে। ধর্মই ত্রিভুবনের অধিপতি। "ধর্মের পরাজয় নাই"। ধর্মের শাসনের উপরই সমুদয় জগতের শুভ সম্পদ অবস্থান করে। ধর্মের সোপান অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য দেবলোকে আরোহণ করে, ঈশ্বরের অভয় ক্রোড় প্রাপ্ত হয়। [illegible] উপর নির্ভর [illegible] না অনুসরণ করিতে পারিবে? ধর্মের আলোক যদি সংসার হইতে ক্ষণকালের জন্যও অপসারিত হয়, পৃথিবী ঘোরতর হাহাকারে পূর্ণ হইবে। কিন্তু [illegible] ইতিবৃত্ত [illegible] সাক্ষ্য দিতেছেন যে, সংসারে ধর্মের যেরূপ কল্যাণকর এবং আশীর্বাদকর হইয়াছে, বিপরীত [illegible] তদনুরূপ হয় নাই। ধর্মের ধ্বজা উড্ডীন করিয়া মনুষ্য কত কোটি মনুষ্যের শোণিত পান করিয়াছে। কত প্রকারের উৎপীড়ন অত্যাচার, কত [illegible] আত্মিক এবং [illegible] পাপ [illegible] কল্পনা করিতে হইয়াছে, [illegible] ধর্মের নামে বিশ্বাসের [illegible] সংসাধিত হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। সংসারে এমন কোন অন্যায় কর্ম নাই, যাহা [illegible] নামে মনুষ্যজাতি [illegible] না করিয়াছে। কিন্তু [illegible] তাই বলিয়া কি [illegible] বলিতে পারে যে, পৃথিবী হইতে ধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হউক?

মানবসমাজ, জ্ঞান ও ধর্ম্মের পবিত্র আলোকে, যত দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আলোকিত না হইবে; সামাজিক পাপের বিকটদৃশ্য কুৎসিত কলেবর, যত দিন পর্য্যন্ত মান মর্য্যাদা, সুখসভ্যতা, এবং কাল্পনিক প্রফুল্লতার কপট আবরণে আচ্ছাদিত থাকিবে; যত দিন পর্য্যন্ত না সমাজের সমুদয় নরনারীর অন্তঃকরণে এই অমোঘ সত্যে ধ্রুব বিশ্বাস হইবে যে, মনুষ্যপ্রকৃতির যত কিছু আভরণ এবং যত কিছু বৈভব কল্পিত হইতে পারে, পবিত্রতাই তাহার সমুদয়ের প্রধান; পবিত্রতার সহিত বিচ্ছেদ হইলে সৌন্দর্য্যও কুৎসিত এবং শান্তিও অশান্তির শেষ; আমরা হৃদয়ের সহিত বলিতেছি, পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরের অব্যর্থ নিয়মানুসারে মানবসমাজ যত দিন পর্য্যন্ত সেই চিরারাধ্য সত্যযুগের সুদৃশ্য মূর্ত্তিধারণ না করিবে, সংসারে তত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্বাধীনতার ঘোরতর অপব্যবহার হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অপব্যবহার হইবে বলিয়াই যদি নারীজাতির স্বাধীনতা অপহরণ করা সাধুসম্মত হয়, তবে কি জ্ঞান, প্রেম এবং ধর্ম্মকেও সংসারের চতুঃসীমা হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত হয় না? চক্ষু কখন কখন কুপথগামী হয় বলিয়া কি কেহ উহাকে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে? অগ্নি কোন কোন সময়ে ত্রিভুবনগ্রাসিনী ভীষণ জিহ্বা প্রসারণ করিয়া লোকালয় দাহন করে বলিয়া কি মনুষ্য উহাকে একেবারে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করে? জগতের প্রাণস্বরূপ সমীরণ, এক এক সময়ে প্রলয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশ্বের ভয়ানক উপদ্রব করে বলিয়া কি মনুষ্য সময়ান্তরে উহার সুমন্দ হিল্লোল সেবন করিতে বিরত

বস্তুর [illegible] জ্ঞান ও ধর্মের সহিত বিশেষ [illegible] এবং পবিত্রতার অনুশীলন করিয়া নারীর পবিত্রতা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে। কিন্তু তন্নিমিত্ত তাহাদিগের স্বাধীনতার প্রতিরোধ না করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতার [illegible] শাসন করাই, সমাজের ন্যায়সঙ্গত এবং জ্ঞানানুমোদিত [illegible] কর্ম।

স্বাধীনতা, [illegible] ঈশ্বরদত্ত [illegible] মনুষ্য, স্বভাবের অধীনতায় [illegible] হওয়া নহে। তিনি [illegible] নরনারীকে [illegible] ন্যায় অচেতন, অথবা পশুপক্ষীর ন্যায় অজ্ঞান [illegible] সৃষ্টি না করিয়া, জ্ঞানে ধর্মে অধিকার দিয়াছেন এবং [illegible] করিয়াছেন; স্বাধীনতার সুফল [illegible] পরিণাম তিনিই জানেন [illegible], অনা- [illegible] অনুষ্ঠান করিয়া, তাঁহার শক্তিনিচেতর [illegible] সংস্কারধর্মকে একেবারে বিশ্রী করিয়া [illegible] তেছে, [illegible] প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিয়াও যখন তিনি তাহাদিগকে স্বাধীনতাতে বঞ্চিত করেন না; তখন নারীর স্বাধীনতার [illegible] পরিণামবিষয়ে [illegible] আশঙ্কা করা, [illegible] [illegible] উপায় [illegible] করিয়াই [illegible] [illegible] স্বাধীনতায় বঞ্চিত করা, আমাদিগের পক্ষে [illegible] [illegible]। ঈশ্বরের জ্ঞান [illegible] জ্ঞান [illegible] [illegible]। ঈশ্বরের [illegible] সহিত আমার [illegible] [illegible] ভয়ানক [illegible] [illegible] মনুষ্যদিগকে [illegible] স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, [illegible] [illegible] জাতির স্বাধীনতা [illegible] [illegible] প্রতি [illegible]

বিশ্বাস করা উচিত। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা যে পরিণামে অবশ্যই অমৃতফল প্রসব করিবে, এবিষয়ে যেন আমাদিগের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র সংশয়ও অবস্থান করিতে না পায়! আমরা কি পৃথিবীর কীট হইয়া এইক্ষণ অনন্ত ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিব? তাঁহার অভিলাষের বিরোধী হইব? তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইব? ঈশ্বর যাহাকে চক্ষু দান করিয়াছেন, আমরা কে, যে, তাহাকে বলিব, তোমার বিশ্বশোভা দর্শন করিবার প্রয়োজন নাই? ঈশ্বর যাহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং সর্ব্বথা নির্ম্মুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, কি সাধ্য আমাদিগের যে আমরা তাহাকে আদেশ করিব, তুমি এই রেখা অতিক্রম করিয়া একপাদও গমন করিও না, আমার চরণ সেবাই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

ঈশ্বর নর নারীর স্বাধীনতারই উপর ধর্ম্মের পবিত্র সিংহাসন সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, যেন নর নারী সকলেই স্বাধীন হইয়া ধর্ম্মের সেবা করে। স্বাধীনতার বিনাশ হইলে মনুষ্যেরও মনুষ্যত্ব থাকে না এবং ধর্ম্মও আর ধর্ম্ম বলিয়া জগতের পূজা লাভ করিতে পারেন না। চেতনা-বিরহিত কাষ্ঠখণ্ডে অপবিত্রতার স্পর্শ পর্য্যন্তও সম্ভবে না, অথচ আমরা তাহাকে পবিত্র বলিয়া সম্মান করি না। বিশ্বের আনন্দপ্রস্রবণ চন্দ্রমা, মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম না করিয়া, মুহূর্ত্তের জন্যও স্বকীয় গতিপথ পরিত্যাগ না করিয়া, পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ আমরা তাহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া সমাদর করি না। পশুপক্ষীরা

[illegible] নৈতিক নিয়ম পালন করে না, তথাপিও তাহা [illegible]
[illegible] তাহারা সংসারে [illegible]
[illegible] করে। কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি [illegible]
[illegible] সমাজনীতি পরিষ্কারের আশা [illegible]
[illegible] ঈশ্বরের প্রিয়সন্তান বলিয়া [illegible]
[illegible] তাঁহাকে নিয়মের [illegible]
[illegible] এই সোপান [illegible]
[illegible] প্রদান করিয়াছেন, তাহা তিনি
জানেন। বিশেষ কথাতে আর অণুমাত্রও সংশয় থাকিতে
পারে না যে, [illegible] মনুষ্য স্বাধীনতার
অধিকারী হইয়াছেন, এবং স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই
[illegible] সেই জনকের সন্তানের ন্যায় যথার্থ [illegible]
করিতে সমর্থ হয়।

সকল [illegible] যেন দুর্বল [illegible]
[illegible] না হয়, এবং শক্ত জাতির নিকট স্বার্থপরতা [illegible]
[illegible] শারীরিক [illegible]
[illegible] বিরুদ্ধ না করে, এই [illegible]
[illegible] বিধান করিয়াছেন
[illegible] উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই সংসারে [illegible]
[illegible] একটী সুন্দর ব্যবস্থা [illegible]
[illegible] নিজ নিজ [illegible]
[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন [illegible]
[illegible]
[illegible]

তাহাতেই জগতের কল্যাণ হইবে, তাহাতেই মানবসমাজ স্বনামের স্বার্থকতা লাভ করিবে। যেমন সুকুমারতনু শিশু-সকল, প্রথম পাদচারণা শিক্ষার সময় পুনঃপুনঃ পদস্খলন-যাতনা ভোগ করিয়া, অবশেষে মনুষ্যের ন্যায় স্বকীয় ইচ্ছা-নুসারে গতায়াত করিতে সমর্থ হয় ; মানবসমাজও উন্নতির পথে বিচরণ করিবার সময়, অবশ্যই সেই রূপ পুনঃপুনঃ পতিত হইবে, পুনঃপুনঃ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে আর্ত্ত-নাদে পরিপূরিত করিবে। কিন্তু প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইলে, পরিণামে যে উহার পূর্ণ মঙ্গল হইবে. তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। পরিণামের মঙ্গলের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিভূ-স্বরূপ দণ্ডায়মান। স্বাধীনতা, সাধারণতঃ সমুদয় নারীজাতির পক্ষেই কতদূর শ্রেয়স্কর, তৎসম্বন্ধে আমরা আমাদিগের হৃদয়ের বিশ্বাস প্রকাশ করিলাম। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থানুসারে, কি প্রকারের এবং কি পরিমাণের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষীয় কুলমহিলাগণের প্রকৃত উন্নতির অনু-কূল হইতে পারে, এইক্ষণ তাহাই আমাদিগের আলোচনার অবশিষ্ট রহিল।

এদেশীয় প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে এবং অনেকেই এই বলিয়া কুলমানের অভিমান করেন যে, ভারতবর্ষীয় কুলনারীগণ পুরাকালে কখনও অন্তঃপুরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে পাদচারণা করিতেন না ; মনুষ্যের ত কথাই নাই, সূর্য্যচন্দ্রও তাঁহাদিগের মুখমাধুর্য্য সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইত না। আমরা তাঁহাদিগের এই সংস্কারটীকেও ভ্রমমূলক বলি, এই মানাভিমানকেও বৃথাভিমান বলিয়াই নির্দ্দেশ

আমরা এই সংস্কারটীকে ভ্রমমূলক বলি, তাহার কারণ এই যে, যবন রাজাদিগের অধিকারের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের কুলনারীগণের যে যথোচিত স্বাধীনতা ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। [illegible] আমরা অনেককেও এই নিমিত্তেই বৃথাভিমানী বলি যে, যাহা কিছু অপ্রাকৃত তাহাই অসঙ্গত—তাহাই অসত্য। ভারতবর্ষনিবাসীরা যদি তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মর্য্যাদা, সাধুতা প্রভৃতি লইয়া অভিমান করিয়া, সেই সম্মানিত আর্য্যজাতির বিলোপপ্রাপ্ত কীর্ত্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন, কে এমন সাহস পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে পারে? কিন্তু যাহা প্রকৃতির মতে সম্মানের কারণ নহে, যদি তাঁহারা তাহাও সম্মান স্বরূপ মানিয়া লন, সংসারের নিকট তাঁহারা কখনই কবে সহানুভূতি পাইতে পারিবেন না। [illegible] অর্দ্ধশিক্ষিত [illegible] যে আপনাদিগকে দেবাংশসম্ভূত জ্ঞান করিয়া পৃথিবীর অপরাপর সমুদয় দেশকেই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন এবং অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করেন, [illegible] সেইরূপ [illegible] আপনাদিগকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি মনে করিয়া, আপনাদিগের রীতিবিরুদ্ধ কুসংস্কার [illegible] কেও দেবাচার বলিয়া প্রশংসা করে, এবং অপরাপর সমুদয় মনুষ্যজাতিকেই অসভ্য পতিত, এবং তাহাদিগের নানাবিধ সদাচারকেও পাপাচার বলিয়াই অবজ্ঞা করে, ইহা কি প্রকৃত প্রাকৃত এবং সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে?

ভারতবর্ষনিবাসীরা, অনেক কাল অবধি নিতান্ত নীচ-[illegible] থাকিয়া [illegible] আসিতেছেন বলিয়াই

এইক্ষণ পরাধীনতাকে তাঁহারা তাঁহাদিগের কণ্ঠহার জ্ঞান করেন এবং নারীর স্বাধীনতাতে কিছুই সম্মান সৌন্দর্য্য অবলোকন না করিয়া, প্রত্যুত উহাকে অপমান বলিয়াই বিবেচনা করেন। কিন্তু যে সময়ে, এই ভারতবর্ষ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজকুলতিলকগণের অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসাধরণ রাজমহিমায় মহিমান্বিত ছিল, যে সময়ে, ভীষ্মসদৃশ মহা-সত্ত্বদিগের বীর্যবিক্রমে ভারতবর্ষের সগর্ব আহ্লাদের সীমা ছিল না; সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই যে সময়ে হিন্দুসন্তানগণের প্রধান অভিমান ছিল এবং যে সময়ের হিন্দুসন্তানগণ, সমরা-ঙ্গনে উপস্থিত হইয়া, মৃত্যুকেও বরং আলিঙ্গন করিত, তথাচ পৃষ্ঠ প্রদর্শনরূপ জীবন্ত মৃত্যুর বিষজ্বালা সহ্য করিতে সম্মত হইত না; কুলনারীর স্বাধীনতা বিষয়ে এই দেশের সেই সময়ের অধিবাসীদিগের মনের সংস্কার সম্পূর্ণ রূপে অন্য-প্রকার ছিল। তখন রাজমহিষীরা, নিতান্ত তরুণবয়সেও স্বামীর সমভিব্যাহারিণী হইয়া, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, অমাত্য এবং পৌরবর্গের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তাপসদিগের আশ্রমপদে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অশেষ প্রকারের স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন। লোকে তাঁহা-দিগের চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দোষ দর্শন করে নাই। সলজ্জ-নয়না কুমারীরা, স্বয়ংবর সভায় অনাবৃত বদনে উপস্থিত হইয়া, পরিণয়-প্রার্থী তরুণদিগের পরিচয় শ্রবণ করিতেন এবং স্বাধীন ইচ্ছানুসারে স্বকীয় মনোনীত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়া আনন্দে নিমজ্জিত হইতেন; কেহই তাঁহাদিগের

পিতা, কোন্ সহৃদয় স্বামী, কুলের কন্যা এবং কুলের বধূকে সমাজের বহিরঙ্গণে আনয়ন করিতে সাহসী হইবেন? সম্মানের নিমিত্তই স্বাধীনতা। যদি নারীর সম্মান রক্ষারই সম্ভাবনা না রহিল, তবে বিড়ম্বিত স্বাধীনতা লাভ করিয়া অবমানিত হইবার স্বার্থকতা কি? কিন্তু সেই সুখসম্ভ্রমের দিন বহুদূরে রহিয়াছে বলিয়া কি পুরনারীগণ নিজনিবাসেও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে অধিকারী হইবে না?

ইহা একটী পরীক্ষিত সত্য যে, সমাজের আচারনীতি কোথায়ও কোন সময়ে দিবসত্রয়ে পরিবর্ত্তিত হয় না। নারীর স্বাধীনতা বিষয়ক যে সকল ভয়ানক কুসংস্কার, পরাধিকারের প্রপীড়ন এবং যবন রাজাদিগের অনুকরণ প্রভৃতি নানাবিধ খেদজনন কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, এদেশীয়দিগের অন্তঃকরণের উপর সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ আধিপত্য করিতেছে, এক দিনে কিংবা একবৎসরেই তাহার মূলোৎপাটিত হইবে; এদেশের কুলবধূগণ লজ্জাহীনতারূপ অসহনীয় অপবাদ সহ্য করিয়া এইক্ষণই সমুদয় আত্মীয় স্বজনের নিকট নির্ম্মুক্ত ভাবে উপস্থিত হইবে, আমরা এরূপ অসঙ্গত আশা করিয়া অন্তঃকরণকে ক্লেশ দিতে অভিলাষ করি না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদিগের পুরবধূদিগকে অন্তঃপুরের সংরক্ষিত নিবাসেও নির্ম্মুক্ততা প্রদান করিতে বিরত থাকিব? ইহারা কি স্বকীয় ভবনেও স্বাধীনতা উপভোগ করিতে অধিকারী হইবে না? শ্বশুর শ্বশ্রূমাতা, সাক্ষাৎ জনক জননী। স্বামীর পূজনীয় অগ্রজ জ্যেষ্ঠ সহোদর অপেক্ষাও বধূদিগের অধিক হিতাভিলাষী এবং স্নেহকারী সুহৃৎ।

[illegible] অহঙ্কারে [illegible] পড়িয়া [illegible]
[illegible] থাকিতে [illegible]

[illegible] তোমার মহিমা। এইরূপে [illegible] তুমি [illegible] অধিপতি। [illegible] বিষ্ণু, [illegible] সমুদয়ই তোমার [illegible] করিয়া [illegible] হইতেছে, তাহাও [illegible]

[illegible]

তাহারা তাহাদিগের সেই হৃদয়াধিক বন্ধুর মৃত্যুশয্যার নিকট ও গুরুজনদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সহধর্ম্মিণীর শেষ কার্য্য করিতে সাহসী হয়, তবে আর তোমার বীরবিক্রমের সীমা থাকে না। তখন তুমি ভয়ানক চীৎকার করিয়া একেবারে দশ দিক নিনাদিত কর। এই রূপ নির্লজ্জ লজ্জা তুমিই অনুমোদন করিতে পার। কিন্তু প্রকৃতির নিকট উহা সহনীয় নহে।

অধুনাতন সুশিক্ষিত তরুণগণ পুরবধূদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল রহিয়াছেন। কিন্তু অন্তঃপুরের বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে কি কখনই তাঁহাদিগের আশা সফল হইবে? শিক্ষাগত উন্নতির অর্দ্ধেক ভাগই উন্নতমনা ব্যক্তিদিগের সহিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ এবং হিতকর প্রসঙ্গে কথোপকথনের উপর নির্ভর করে। যাহারা লোকসন্নিধানে স্বামীর সহিত কথোপকথন করিলেও প্রগল্‌ভা বলিয়া ঘৃণিত হয়, কেবল গ্রন্থ পত্রের উপর নয়নাবর্ত্তন করিয়াই কি তাহারা হৃদয় মনের প্রশস্ততা সাধন করিতে সমর্থ হইবে? অধ্যাত্ম উন্নতি কি এতই সুলভ পদার্থ যে, ইচ্ছা করিলাম আর অমনিই উহা হস্তগত হইল; গুরুজনের উপদেশ, সাধুর সাহচর্য্য, পর্য্যালোচনা, পর্য্যবেক্ষণ, কিছুরই প্রয়োজন নাই?

কিন্তু পরিশেষ স্থলে আমরা সাবধানতার অনুরোধে এ কথাও বলিতেছি যে, কুলবধূদিগের স্বাধীনতা যেন আবার বিষম পরাধীনতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করে। ইদানীন্তন সময়ের অনেক ব্যক্তি দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া, অন্তঃপুরনিবাসিনীদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরু-

[illegible] কাম্যপথে [illegible] আমন্ত্রণ করিতে চেষ্টা [illegible] [illegible] [illegible] কিরূপ [illegible] প্রবৃত্তি হইতে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] সমর্থন করি। [illegible] পরিত্যাগ [illegible] [illegible] স্বীকার করিব? আমাদিগের [illegible] [illegible] উচিত যে, বিশুদ্ধ লজ্জা [illegible] [illegible] আর কিছুই নাই। [illegible] [illegible] নিজে নিজে হৃদয়ে যে কার্য্যকে নির্লজ্জ বলিয়া অবজ্ঞা [illegible] শাসন দ্বারা তাহাদিগকে তাদৃশ কার্য্যে [illegible] কিংবা প্রবর্ত্তিত করা, নিশ্চয়ই নিতান্ত লজ্জাকর। [illegible] অনুচিত [illegible] করিতে [illegible] [illegible] হৃদয় এবং বিবেকের অনু- [illegible] [illegible] যে জীবন সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] তাহাতে স্বাধীনতার [illegible] [illegible] [illegible] স্বাধীন [illegible]

[illegible]

বিচার করিবে। লজ্জা এবং সামাজিক স্বাধীনতার সহিত কি প্রকারে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হয়, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারিবে এবং তাদৃশ প্রকৃত স্বাধীনতাই তাহাদিগের সুখসমুন্নতি বিধান করিবে। অপ্রাকৃত স্বাধীনতা স্বাধীনতা নহে, স্বাধীনতার বিড়ম্বনা।

[ম]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[illegible]

—∞—

[illegible] সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করে। [illegible] পরিতুষ্ট [illegible] অলৌকিক এবং অনুকরণীয় [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] [illegible] হইয়াছে, সন্দেহ নাই। [illegible] থাকিলেও, [illegible] না হইয়া থাকিতে [illegible] নারী জাতি [illegible] পৃথিবীর সমস্ত স্থানেই যেরূপ [illegible] এবং [illegible] করিয়া আসিতেছে, [illegible] করিলে, তাঁহাদিগের [illegible] হইবে, [illegible] নিকট [illegible] করিতে [illegible] [illegible] যদি তাঁহাদিগের [illegible] না [illegible] থাকে, যদি [illegible]

তাঁহাদিগের অন্তরে অবস্থান করে, তবে তাহাতেই তাঁহারা নিঃসংশয় বিগলিত হইবেন।

পৃথিবীর অতীত সমালোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, মনুষ্যজাতি, সমাজের প্রাথমিক অবস্থায়, কেবল শক্তি এবং সামর্থ্যেরই পূজা করে। তখন গগনভেদী বজ্রনাদ, লোকালয়-বিপ্লাবক ঝঞ্ঝাবাত কি জলপ্লাবন, অথবা ভূকম্প কি অনলোদ্গীরণ না হইলে, মনুষ্যের ঈশ্বরবুদ্ধিও জাগরিত হয় না। ভয়ই তখন মানব-হৃদয়ের অধিপতি থাকে। ভয় কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে, মনুষ্যের মস্তক তখন আর কিছুতেই কাহারও নিকট অবনত হয় না। যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, হৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিশেষ বিকাশ নিবন্ধন, সেই অন্ধকারের দিনেও ঈশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া জানিতে পান তাঁহারাও তাঁহাকে করুণার সিন্ধু এবং প্রীতির প্রস্রবণ বলিয়া পূজা করেন না। তিনি পূর্ণমঙ্গল এবং কাতর-শরণ, এজন্যে নয়.; তিনি বিশ্বের একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপান্বিত অসীমশক্তি শাসনকর্ত্তা ; প্রকাণ্ডকলেবর মেঘ সকল তাঁহারই আজ্ঞা বহন করে, বজ্র তাঁহারই নিদেশ ক্রমে মানবশিরে নিপতিত হয়, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি মূর্ত্তিমন্ত অমঙ্গল সকল তাঁহারই করতলে অবস্থান করে, তিনি ইচ্ছা করিলে কটাক্ষেই ত্রিভুবন উৎসন্ন করিতে পারেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় এবং ফলাফলও তাঁহারই উপর নির্ভর করে, অশেষ স্তুতি বন্দনা এবং বলিদানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত না রাখিলে জীবনেরও ভরসা নাই, এই নিমিত্তই তাহারা তখন তাঁহার শরণাপন্ন হয়।

সমাজের [illegible] অবস্থাতে, মনুষ্য মধ্যে ও জীবগণ [illegible] [illegible] বিকাশ হয়, যে ব্যক্তি শক্তিমান্ এবং [illegible] শালী, লোকে তাহারই তখন আদর এবং অভ্যর্থনা করে। যে স্বকীয় বাহুবলে শত্রুগণকে অবনত করিতে সমর্থ হয়, [illegible] তাহাকে অনুরোধ করে, ব্যাঘ্র মহিষকে [illegible] পরাভূত [illegible] মনুষ্যের [illegible] বিদারণ এবং শোণিত পান করিয়েও [illegible] জীবনেও [illegible] হয় না, এবং [illegible] অহ-র্নিশ প্রবৃত্ত থাকে, সেই তখন মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হয়। সমাজের প্রধান নির্বাচন করিতে হইলেও মনুষ্য-মণ্ডলী, তখন তাদৃশ ভীষণ পুরুষকেই প্রধানত্ব অথবা রাজত্ব প্রদান করে।

এইরূপে মনুষ্যের পশু-শক্তিই যখন মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচায়ক থাকে, একমাত্র বাহুবল দৃপ্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যখন সংসারের শীর্ষ লাভ করে, ঈদৃশ অসভ্য বর্বর জীবনই যখন মানবজীবনের আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, শারীর বলবর্জিতা অবলা জাতি মানব-সমাজে তখন কিরূপ অনু-ন্নত অবস্থাতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহা সহজেই অনু-মিত হইতে পারে। মনুষ্য তাহাদিগকে তখন যথেচ্ছরূপে পদতলে নিষ্পেষণ করে। পুরুষের জঘন্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনা ব্যতিরেকে, সেখানে আর কোন কার্য্যেই নারীজাতি সেই সময়ে [illegible] হয় না। মাতা দশ মাস গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, পুত্র প্রসব করেন। কোন কোন পুত্র, [illegible] কেশ [illegible] করিয়া, অথবা তাঁহার [illegible] [illegible] করিতে, কদাপিও চিন্তা করে না। [illegible]

সম্বন্ধ তখন নির্দ্দিষ্ট কিংবা ধর্ম্মানুশিষ্ট থাকে না। বলবান্, যে নারীর প্রতি নেত্রপাত করে, তাহাকেই হস্তায়ত্ত করে। কে তাহার প্রতিবন্ধকতা করে? উন্মত্ত বরাহের আরক্ত চক্ষু এবং ভীষণ দন্ত অবলোকনে কাহার হৃদয় না ভয়ে বিকম্পিত হয়?

করুণার্দ্র চিত্ত ব্যক্তি মাত্রই আমাদিগের এ সমস্ত উক্তিতে অত্যুক্তির সম্ভাবনা করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহার একটী কথাও অমূলক বা অপ্রামাণিক নহে। পুরাতন ইতিবৃত্ত ইহার একটী কথাতেও আমাদিগকে অবিশ্বাস করিতে দেয় না। প্রাচীন সময়ের ইতিহাস সমালোচনায় নিঃসংশয় প্রতীতি হয় যে, নারীজাতি তখন সর্ব্বত্রই গো মহিষ মেষ অশ্বের ন্যায় পশুসম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইত। কোন দেশেই মনুষ্যের মান লইয়া অবস্থান করিতে পারিত না। বলবান্ প্রতিবেশীরা, দুর্ব্বলতর প্রতিবেশীদিগের দেশবিলুণ্ঠনের সময়, তাহাদিগের পত্নী এবং দুহিতা প্রভৃতিকেই সর্ব্বাগ্রে হস্তায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিত এবং বৈরনির্যাতনের বাসনাও প্রায়শঃ শত্রু পক্ষীয় অবলাগণের অবমাননা দ্বারা সন্তৃপ্ত হইত।

রোম নগরের আদি সংস্থাপকেরা তাহাদিগের প্রতিবেশী সেবাইনদিগের ভার্য্যা এবং কন্যাগণকে বিলুণ্ঠন করিয়া আনয়ন করে। ধূর্ত্তপ্রকৃতি ফিনিশীয়ানেরা গ্রীসদেশীয় অবলাদিগকে সচরাচরই সমুদ্রের তীর হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত। নারীর নয়নরঞ্জন নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিত এবং বিমুগ্ধ-প্রকৃতি কুমারীগণ যখনই

তাহাতে যখনই উত্তমা তাঁহাদিগের নিকট আসিত, সুন্দরী পাইলে, তাঁহারা তখনই তাহাদিগকে লইয়া দেশান্তরে পলায়ন করিত। গ্রীসনিবাসীরাও যে সেই কন্যাপহারক ফিনিকদিগকে শাসন করিয়াই প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি করিত এমত নহে। তাহারাও ফিনিশীয় কুমারীদিগকে কৌশলে কিংবা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিত, এবং অবলার লাঞ্ছনা করিয়াই স্বদেশীয়দিগের নিভীকতার পরিচয় দিত। লেমনস দ্বীপের পুরাতন অধিবাসীরা এথেন নগরের কতকগুলি তরুণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া, এরূপ পিশাচের ন্যায় আচরণ করে যে, তাহা মনুষ্যজাতির কৃতকর্ম বলিয়াই হৃদয় বিশ্বাস করিতে চায় না। এদিকে, রোমানিয়েরাও ঘোরতর নির্দ্দয় ছিল। তাহারাও তাহাদিগের শত্রু রাজ্যের অবলাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিত এবং কখন কখন তাহাদিগের অধিকৃত কোন দ্বীপ কিম্বা নগর সমূহের পুরুষেরই শিরচ্ছেদ করিয়া দয়াহীন নারীদিগকে নিজাধিকারে লইয়া যাইত।

কন্যাসন্তানগণ সমাজের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বত্রই নিকৃষ্ট বস্তু মধ্যে পরিগণিত ছিল। ধর্ম্মাভিমানী য়িহুদীরাও কুমারীদিগকে বিক্রয় রূপ অসৎ আচরণ হইতে নির্মুক্ত ছিল না। পুরাতন বাইবেলের স্থানে স্থানে কন্যা ক্রয় বিক্রয়ের এত অধিক উল্লেখ বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, পাঠ করিতে অশ্রু-[illegible] রূপে পরিণত হয়। য়িহুদীয় পিতারা, কি [illegible] কন্যাদিগকে [illegible] [illegible] বিবাহ [illegible] কোন ব্যক্তির নিকট যে [illegible] [illegible] [illegible]

হইত না। এমনও অনেক ঘটনা হইয়াছে যে, লোকে একটী মাত্র কুমারীকে ক্রয় করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কতিপয় কুমারীকে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ঐ ক্রয়ক্রীতা এবং উপহারপ্রাপ্তা সমুদয় কন্যা গুলিকেই স্বকীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অতিনিকৃষ্ট সেবায় সমান রূপে নিয়োজিত রাখিয়াছে।

পুরাতন সময়ের পৌত্তলিক আরবদিগের মধ্যেও নারীজাতির অশেষ দুর্গতি ছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকল ব্যক্তিই, আটটী কি দশটী তরুণীকে, পালিত পশুর ন্যায় ভোগ্যভাবে স্বায়ত্ব রাখিত; যখনই ইচ্ছা হইত, অম্লান বদনে তাহাদিগকে অপরের নিকট বিক্রয় করিত। হায়! স্মরণেও চিত্ত কলঙ্কিত হয়, স্বকীয় ভোগদাসীকে পরোপভোগ্যা নারীর সহিত বিনিময় করাও সেই অমানুষ নৃশংসদিগের মধ্যে নিতান্ত বিরল ছিল না। মনুষ্য, উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে, যেমন পূর্ব্বাধিকারীর ধনধান্যের অধিকারী হয়, পুরাতন আরবেরা ঠিক সেই রূপে তাহাদিগের সম্পর্কীয় মৃত বান্ধবগণের সংরক্ষিত ভার্য্যাগণকে আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইত। ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়সেবায় নিয়োজিত করিত; নচেৎ পরিচিত কিংবা অপরিচিত, যে কোন ব্যক্তি অধিক অর্থ দিতে প্রস্তুত হইত, তাহার নিকটই তাহাদিগকে বিক্রয় করিত।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে উদাহরণ সঙ্কলন করার অধিক আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। যাহা গত হইয়াছে, তাহা গতই হইয়াছে। কেবল নারীজাতির দুর্গতি কেন, লোকমাতা ধরিত্রী

কত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু যে সকল দেশ এখনও মূর্খতা এবং অসভ্যতার তিমিরে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, পৃথিবীর যে সকল স্থলে এখনও [illegible] মনুষ্যের পশু-পক্ষিবৎ পূজা হয়, তত্রস্থ নারীর দুর্ভাগ্য [illegible] নিতান্ত [illegible] পরিচ্ছদ [illegible] বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। অষ্ট্রেলিয়ার কন্যা সন্ততিগণ, জন্মলাভের [illegible] অভিপ্রায়ে [illegible], পরার্থ উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যদি তাহাদিগের বাল্যকালেই তাহাদিগের ভাবি পতিদের পরলোক গমন হয়, তবে তাহার উত্তরাধিকারীরা তাহাদিগের উপরে [illegible] প্রাপ্ত হন। অষ্ট্রেলিয়ার কুমারীগণের [illegible] বিবাহ সম্পন্ন হওয়া, অশেষ অনির্ব্বচনীয় লাঞ্ছনার কারণ হইয়া উঠে। রূপলাবণ্যবতী কুমারীরা তথায় প্রায় [illegible] হয় এবং তাহারা অপহারকদিগের অভিপ্রায়ের [illegible] প্রতিরোধ করিলে, সেই করুণা-শূন্য দস্যুগণেরা তাহাদের [illegible] অনেক তরুণী [illegible] হওয়ার [illegible], এক দস্যুর হস্ত হইতে আর এক দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া, [illegible] হইতে, ক্রমে [illegible] নীত হয় এবং [illegible] পশু [illegible], [illegible] তাহাদিগের [illegible] এবং [illegible] রূপ লাবণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

[illegible]

দুঃখদুর্গতির যেরূপ বর্ণনা করেন, তাহাতে কেহই মর্ম্মস্পৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। চীনদেশীয়দিগের এক সাধারণ সংস্কার এই যে, নারীজাতির আত্মা এবং পরকাল কিছুই নাই; ইতর জন্তুর ন্যায় ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তি এবং ইহ-লোকের জীবনই, নারীর জীবনের পরিণাম। একটী উৎসাহ-শীল খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক চীনরাজ্যের কতিপয় নরনারীর নিকট একদা ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি নারীজাতি-কেও মুক্তির জন্য লালায়িত হইতে উপদেশ করায়, সমীপ-বর্ত্তী একটী বুদ্ধিমান্ চীন একেবারে বিস্ময়ে নিমগ্ন হইল। নারীজাতিরও আত্মা আছে, এই অসম্ভব এবং অসঙ্গত কথায় সে কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। মিসর দেশীয়দিগের বিশ্বাসও ঠিক চীনদিগের বিশ্বাসের অনুরূপ। যে স্থানের অধিবাসীরা নারীজাতিকে বস্তুতই মনুষ্য জাতির অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে না, নারীজাতির আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও যে স্থলে সংশয়ের বিষয়, অবলা কি ভাবে তথায় দিনপাত করে, তাহার বর্ণনা অপেক্ষা অনু-ভাবনা শতগুণে সহজ।

মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত সমুদায় রাজ্যেই অবলাগণ ভয়ানক অবমানিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। মুসল-মানেরা, পুরনারীর সম্মান বিষয়ে, জিহ্বায় অনেক আড়ম্বর করেন। কিন্তু পারস্য আরব্য এবং তুরুষ্ক প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যনিচয়ে, অবলার বাস্তব মান বিন্দুমাত্রও নাই। তত্ত-দ্দেশীয়দিগের প্রায় সর্ব্বসাধারণেরই হৃদয়-গত বিশ্বাস এই যে, পুরুষের ভোগস্পৃহার পরিতৃপ্তির নিমিত্তই নারীর জীবন।

নারীজাতির [illegible] এবং আর্থিক [illegible] আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। বিলাসাদিতে [illegible] কেবল বিক্রয় করি-বার প্রথা [illegible] সমুদয় মুসলমান রাজ্যে [illegible] রূপে প্রচলিত রহিয়াছে। [illegible] অনেক লোকই [illegible] [illegible] একটী [illegible] প্রতিকারে [illegible] করিয়া পাঁচটী [illegible] উপপত্নী ভাবে গ্রহণ করে এবং [illegible] নিজেরই [illegible] নির্বাচনে সমানভাবে [illegible] করে, [illegible] কাহা [illegible] বিগর্হিত বিবেচনা করে না। কনস্টান্টিনোপল নগরে দাসীবিক্রয়ের এক সুপ্রসিদ্ধ পণ্য-শালা। সার্কেশিয়া প্রভৃতি নানাদেশ এবং নানা জনপদ হইতে রমণীগণ তথায় বিক্রয়ার্থ সমানীত হয়। নানা শ্রেণীর [illegible] গণ, [illegible] নির্বাচিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের পণ্য সৌন্দর্য্যের পরীক্ষা করে। বিক্রেয় অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় তাহারাও রূপলাবণ্যের তারতম্যানুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হন এবং সাধারণ বিক্রয়ের প্রথানুসারে, তাহারাও, যথাক্রমে বিক্রীত হইয়া, নিঃশব্দভাবে ক্রেতার পদানুসরণ করে।

ইউরোপের সুবিখ্যাত পরিব্রাজক [illegible] মহোদয়, কতি-পয় বৎসর অতীত হইল, কনস্টান্টিনোপল নগর হইতে যাত্রা করিয়া, [illegible] নগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি তাঁহার পরিদর্শনাদির এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের কোন দেশে কোন স্থানেই নারীজাতির যথার্থ সুখ-সৌভাগ্য নয়নগোচর করেন নাই। নারীজাতি আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরি-কার [illegible] সমুদয়েও নিতান্ত নীচ পশুর ন্যায় জীবন অতিপাত

করে। পৃথিবীর অনেক স্থলে এখনও হলচালনপ্রভৃতি পশু-সাধ্য-কার্য্য নারীর স্কন্ধে সমর্পিত হয়। পূর্ণগর্ভ অবস্থাতেও অবলাগণ দুর্ভর ভারবহনপ্রভৃতি প্রাণান্তকর কার্য্য হইতে অব্যাহতি লাভ করে না। মৃগয়ালিপ্সু স্বামী, অস্ত্রশস্ত্রে পরিবৃত হইয়া সমুদয় দিন ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে এবং সন্ধ্যার সমাগমে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যৎসামান্য অপরাধেও পত্নীকে বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত করে। অনেক সময়ে, ক্রোধে একেবারে অধীর হইয়া তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিতেও কাতর হয় না। এই সকল ভয়ানক অত্যাচার দেশবিশেষে কি স্থানবিশেষেই বদ্ধ রহিয়াছে, এমন নহে, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন সমুদয় দেশে, সমুদয় স্থানেই নারীজাতির একরূপ হীনাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে হয় ত এই বলিয়া অন্তঃকরণকে সান্ত্বনা দান করিতে পারেন যে, নারীজাতির হীনদশা, মুর্খতা এবং অসভ্যতারই সহচর। যে সকল রাজ্য জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়াছে, মানবজীবনের মহান্ লক্ষ্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে, নারীজাতির তথায় কিছুই দুর্গতি নাই। কিন্তু হায়! তাঁহারা, অধুনাতন সভ্যতার অন্তর্মূলে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে, নারীজাতির দুরবস্থার পরিচ্ছদমাত্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ের বৈভব অদ্যাপি কোন স্থলে যথার্থ রূপে অনুভূত হয় নাই। নারীজাতি মনুষ্যজনোচিত যথার্থ সম্মান সভ্যতাভিমানী কোন সমাজেই অদ্য পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। চিন্তা করিতেও হৃদয় দুঃখে জর্জ্জ-

স্বীকৃত হয় যে, যাঁহারা অন্য কলা সমুদয় মনুষ্যজাতির নেতা এবং অগ্রণী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যাঁহারা বিজ্ঞানের অলৌকিক বলে দীর্ঘকালের পথ কতক ঘটিকায় অতিক্রম করেন, সুদূর সাগরের পরপারবর্ত্তী বন্ধুর সহিত অধ্যাত্মলোকবাসী জীবদিগের ন্যায় কথোপকথন করেন, বাতমার্গে আরোহণ করিয়াও দেশবিদেশে গতায়াত করিতে অভিলাষ করেন, যাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির কীর্ত্তি-পতাকা সকল স্থলেই উড্ডীয়মান হইয়াছে, যাঁহাদিগের সভ্যতার আড়ম্বর-নিনাদে সমুদয় পৃথিবীই নিনাদিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের সামাজিক আচার অনেকাংশে দেবাচার বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে; সেই দেশে নারীজাতির যথার্থ কল্যাণবিধানে, তাঁহারাও নিশ্চেষ্ট এবং নিরুৎসাহ রহিয়াছেন। সময়ের স্রোত এবং সমাজের প্রয়োজন যত দূর রহিয়াছে, তত দূরই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ন্যায়ের অনুশাসনে অথবা প্রীতির প্ররোচনায় নারীজাতির হিতকর একটী মহৎকার্য্যেরও অদ্যপর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহাদিগের দেশের অভিমানস্বরূপ যে সকল কুলনারীগণ লেখনী চালন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, অথবা যে সকল উদারপ্রকৃতি দূরদর্শী ব্যক্তিগণ, কর্ত্তব্য জ্ঞানের কঠোর শাসনে নারীর দুর্গতি মোচনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু কে তাঁহাদিগের প্রতি কর্ণ দেয়? তাঁহারা গম্ভীরভাবে আবেদন করেন; প্রত্যুত্তর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ স্থলে শ্রুতিগোচর হয়। তাঁহারা অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন, বাতুল বলিয়াই লোকে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করে।

অভিমানস্ফীত ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ভারতবর্ষীয় তরুণদিগের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, ইংলণ্ডীয় অবলাগণের দুঃখ ক্ষোভের কিছুই আর কারণ নাই। শিক্ষা, স্বাধীনতা, সম্মান, সম্পদ সমুদয়ই তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। এইক্ষণে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে নিজ নিজ সৌভাগ্য-সুখ সম্ভোগ করিলেই তাঁহাদিগের যথেষ্ট হইল। ইংলণ্ডীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া নারীজাতির হিতকর বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং আমাদিগের উৎসাহ-বহ্নিকে প্রদীপ্ত করিবার জন্য প্রয়াস পান, তাঁহাদিগের মুখেও আমরা ঐরূপ শ্রুতিরঞ্জন মধুর বাক্যই শ্রবণ করি। কিন্তু একটুকু অনুসন্ধিৎসু এবং একটুকু সুস্থিরচিত্ত হইয়া ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা সমালোচনা করিলে, অন্তঃকরণের বিশ্বাস ঠিক্ আর এক রূপ হয়। সুসভ্য ইংলণ্ডভূমিতেও নারীর যথোচিত সামাজিক সম্মান নাই। ঈদৃশ উক্তি প্রথমশ্রবণে প্রলাপবাক্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারে। যে দেশের অবলাগণ, দেবকন্যার ন্যায় সুসজ্জিত হইয়া, সমাজ-মুখকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যে দেশের কুলকুমারীরা বিশ্বোদ্যানে স্বচ্ছন্দমনে বিচরণ করিতেছেন, যে দেশের অধিবাসীরা পৃথিবীর অপরাপর স্থানের নারীবৃন্দের সমুন্নতির জন্য তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, নারীজাতির তথায়ও যথার্থ সুখ সম্পদ নাই, এ কথাতে আমাদিগেরও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সত্যকে কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে? বস্ত্রের আবরণ দিলেই কি শরীরের ব্রণ রোগের প্রতীকার হয়? দেশের কতিপয় প্রধান ব্যক্তির হৃদয়ের

[illegible] ইংলণ্ডের [illegible] জীব [illegible] [illegible] [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] যে তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] ব্যবহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তথাপি ইহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনুষ্যজীবনের [illegible] জন্য যে সকল অধিকার আবশ্যক হয় [illegible] [illegible] অদ্যাপি তাহা [illegible] নাই।

[illegible] এক প্রয়োজন [illegible] ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহা [illegible] জন্য ও ভার্য্যাগণের শিক্ষা [illegible] উন্নতির [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

গন্তরে লোক প্রেরণ হয় ; কিন্তু তত্রত্য অনেক স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্ম-কাম সাধু এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংলণ্ডে এই-ক্ষণেও এমন অসঙ্খ্য নারী ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, যাহারা বাইবল কিংবা খ্রীষ্ট যিশুরও নাম শ্রবণ করে নাই। ইংলণ্ডের বালক এবং তরুণগণের শিক্ষার নিমিত্ত কত অর্থব্যয়িত হইতেছে, কত বিশাল মস্তিষ্ক নিয়োজিত রহিয়াছে, কত কীর্ত্তিমন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপনাগার দণ্ডায়মান আছে, রাজপুরুষগণই বা কত চিন্তা করিতেছেন, তাহা দর্শন কর! কিন্তু ইংলণ্ডের এক প্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও কি এমন একটী বিদ্যালয় দৃষ্ট হয়, যেখানে কুমারী-গণ সকল বিষয়েই তাহাদিগের ভ্রাতাদিগের ন্যায় পরিপক্ক শিক্ষালাভ করিতে পায়? ভারতবর্ষই বরং কুসংস্কারের শাসনে রহিয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডেও যে প্রধান বিদ্যালয়-সমূহের দ্বার নারীজাতির প্রতি অবরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে? কুলনারীগণের সহিত নৃত্যগীত মন্দিরে এক স্থানে উপবেশনে দোষ দর্শন হয় না; কিন্তু তাহাদিগের সহিত এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা, এক গুরুর নিকট একদা শাস্ত্র চিন্তা করা, ইংলণ্ডীয়েরা দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন! তাদৃশ উন্নত সমাজের পক্ষেও কি এইরূপ আচরণ শোভা পাইতে পারে? ইংলণ্ডের একটী ভদ্র বালাও কেম্ব্রিজ কি অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন প্রবেশ করিতে পায় না? বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল জগৎ কেন তথাকার অবলাগণের নিকট অন্ধকার? ভাবী পরিণেতার হৃদয়রঞ্জন এবং সমাজের আমোদ পরিবর্দ্ধনই কি তথাকার অধিকাংশ কুমারীর শিক্ষার

[illegible] মহৎ, কতিপয় [illegible] প্রধানা [illegible] [illegible] করিয়া রাখিল, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] নির্বাহ করিতে পারেন না। আমরা [illegible] [illegible] হইলে ইংলণ্ডে নারীশিক্ষার অবশ্যই [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু যখন ইংলণ্ডের সহিতই আমরা ইংলণ্ডের তুলনা [illegible] [illegible] সমাজের একাংশের সহিত উহার অপরাংশের [illegible] কত প্রভেদ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করি, আমরা নারীজাতির জন্য তখন হৃদয়ে [illegible] [illegible] কিছু [illegible] নিবৃত্ত থাকিতে পারি না। আমেরিকার সমাজ [illegible] বিবেচনায় ইংলণ্ডের নিকট [illegible] শিশু। তথাপি নারীর শিক্ষাগত উন্নতির জন্য আমেরিকা যাহা করিয়াছে, ইংলণ্ড তাহার অর্দ্ধেকও করে নাই। কিন্তু সেই আমেরিক সমাজের উত্তরার্দ্ধও কি সমান উন্নত? এই অনুচিত প্রভেদ কেন? ইহা কি [illegible] পুরাতন কুসংস্কারের প্রভা অথবা স্বার্থপরতা [illegible]?

যথার্থ স্বাধীনতা [illegible] [illegible] এক প্রয়োজন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায় [illegible] সামাজিক জীবের [illegible] [illegible] স্বাধীনতা [illegible] [illegible] [illegible], ইংলণ্ডের একটী [illegible] তাহা নাই। অনেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নারীজাতির [illegible] [illegible]

প্রমাণ করিবার জন্য, এক খণ্ড বৃহদায়তন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয়েরা তাদৃশ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের চিরসম্মানিত ও সুমার্জ্জিত ব্যবস্থাশাস্ত্র স্পষ্টতই নারীজাতির বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুসারে কোন নারীই স্বকীয় সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অধিকারিণী নহে। কোন নারীই বালক কিংবা জন্মজড় প্রভৃতির ন্যায়, এক জন অভিভাবকের অধীন না হইয়া, সামাজিক জীবের স্বত্বাধিকার ভোগ করিতে পারে না। পরিণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেই নারীর পৃথগস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুরাসক্ত কি দ্যূতরত মূর্খ স্বামী, পত্নীর সমুদয় সম্পত্তি অপব্যয় করিয়া, এক সময়ের সুখলালিত সন্তানগণকে একেবারে রাজপথের ভিখারী এবং অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল করে; দুঃখসন্তপ্তা পত্নী দীর্ঘনিশ্বাসই নিক্ষেপ করে, কিন্তু দ্বিরুক্তি করিতেও সাহসী হয় না। স্বামী ইতর জন্তুর ন্যায় কুৎসিতচরিত্র হইয়া ব্যভিচারপঙ্কে দিবসযামিনীই লিপ্ত থাকে; ভীরুশীলা ভার্য্যা, চক্ষে দর্শন করে, কর্ণে শ্রবণ করে; কুলের মানহানি, কটূক্তি, প্রহার, অথবা অধিকতর অত্যাচারের ভয়ে জিহ্বায় কিছুই বলিতে পায় না। সত্য বটে, পরিণয়ের শৃঙ্খল-চ্ছেদের জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্রে বিস্তর উপায় বিহিত রহিয়াছে। কিন্তু স্নেহশীল কুলবধূগণ, স্বামীর প্রতি অপরাজিত অনুরাগ-নিবন্ধন, অথবা প্রগল্‌ভতার পরিবাদভয়ে, বিচারালয়ে পার্য্যমাণে উপস্থিত হইতে চায় না; হইলেও তাহাদিগের গলদ্ধারাবিনিঃসৃত অশ্রুজল সুতার্কিক বিচারকদিগকে সকল সময়ে আর্দ্র করিতে

[illegible] ক্ষেত্রোপাদের [illegible] [illegible] রহিয়াছে। [illegible] [illegible] ব্যবহার প্রতিনিধি [illegible] প্রত্যক্ষ করিতেছে।

ইংলণ্ডের রাজশক্তির [illegible] এবং পরিশীলতার প্রশংসার ইয়ত্তা নাই। [illegible] তখন ইংলণ্ডের রাজাসংক্রান্ত [illegible] কীর্ত্তিপ্রতি শ্রবণ করিবে। ইংলণ্ডীয় মৃত্তিকা [illegible] শাসনিক [illegible] পরাধীন স্বাধীন হয়, ক্রীতদাস নির্ব্বন্ধতা লাভ করে, দাসদের লৌহনিগড় চূর্ণ হইয়া যায়। ইংলণ্ডের সম্রাট, ধনবান, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই রাজশাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, [illegible] উন্মাদ, এবং রাজদণ্ডার্হ অপরাধিগণ ব্যতীত ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সম্পত্তির অধিস্বামী হইলে দেশের শাসনকর্ত্তা এবং সাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে স্বকীয়মত প্রকাশ করিতে ক্ষমতাবান্ হয়। ইংলণ্ডের যাহা কিছু রাজমহিমা, তাহা বস্তুতঃ এই ক্ষমতাশালীর নিয়মেরই উপর নির্ভর করে। এই নিয়মেরই অভিমানে, ইংলণ্ডীয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া সম্মান করে এবং শরীর যদি শতধা খণ্ড খণ্ড হয়, জ্বলন্ত বহ্নিমধ্যেও যদি প্রবেশ করিতে হয়, [illegible] তথাপি এই নিয়ম এবং এই স্বত্বের প্রত্যেক পরমাণুকে রক্ষা করিবে। কিন্তু ন্যায় এবং স্বাধীনতার প্রতি এদিকে এতদূর প্রগাঢ় নিষ্ঠা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ দেশের প্রজা এবং দেশের মনুষ্য বলিয়া ভারতকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, [illegible]

ক্ষমতাতে, অশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করুক, তাহারা অতুল বিষয় বৈভবের আধিপত্য প্রাপ্ত হউক, রাজনীতি প্রভৃতি সামাজিক তত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হউক, ইংলণ্ডের নীতিবিশারদ রাজ-পুরুষগণ, তাহাদিগকে প্রাণান্তেও প্রজাগণ-সমুচিত স্বাধীনতা প্রদান করিবেন না। যে কোন যুক্তি প্রদর্শন কর, ন্যায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া যত কেন চীৎকার কর, নারী-জাতির ব্যক্তিত্ব, তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। ইংলণ্ডের সিংহাসনে যে অদ্যাপি একটী নারী সমাসীন রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহাদিগের হৃদয়কে উদ্বোধিত করিতে সমর্থ হয় না। নারীজাতি, রাজ্যশাসনবিষয়ে, প্রাচীনকালেও জড় এবং উন্মাদপ্রভৃতির শ্রেণীনিবিষ্ট ছিল, এখনও সেই শ্রেণী-রই অন্তর্ভূত থাকিবে, এই তাঁহাদিগের অভিলাষ। লণ্ডন নগ-রের পঞ্চদশ শত ভদ্র মহিলা, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকট ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন; এবং অধিক কিছুই প্রার্থনা না করিয়া, পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত অনধিকারিশ্রেণী-চতুষ্টয়ের কোন্ শ্রেণীর অন্ত-র্নিবিষ্ট করেন, ইহাইমাত্র জানিতে ইচ্ছুক হন। পার্লিয়া-মেণ্ট অবাঙ্‌মুখ রহিলেন, কারণ, উত্তর দিবার কথাই নাই। ইংলণ্ডীয় রাজনীতির এই অপূর্ণতা এবং পক্ষপাতিতা পরা-ধীন ভারতবর্ষের চক্ষে কখনই দোষের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। স্বাধীনতার যথার্থ সম্মান হৃদয়ে অনুভব করা এক বৎসর কি এক শতাব্দীর কার্য্য নহে। কিন্তু নানা গুণ-সমলঙ্কৃত ইংলণ্ডও কি নারীজাতির স্বাধীনতার উপরে এইরূপ অত্যাচার করিবে? বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কি হারিয়েট মার্টি-

[illegible] প্রভৃতি মহাজনদিগেরও [illegible] উঁহাদের [illegible]
[illegible] করিলেন ; [illegible] স্থাপনকার্য্যে [illegible]
[illegible] প্রকৃতির [illegible] কি না, পুরাতন [illegible]
যদি ইহা না বুঝিলেন, [illegible] দেশে আর [illegible]
প্রত্যাশা [illegible] পারে ?

স্বাধীনতার সমুদয় [illegible] বিলুপ্ত [illegible] পরিণয়-
সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে [illegible] থাকা উচিত।
[illegible] যদি স্বকীয় দেহ [illegible] সমর্পণ [illegible] সময়েও হৃদ-
য়কে সম্মান করিতে সমর্থ না হন, [illegible] ঈদৃশ [illegible]
[illegible] যদি তাহারা যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে না
[illegible] কে সমাদর করিবে ?
[illegible] অবলাগণের [illegible] সামাজিক স্বাধীনতা
[illegible] আমরা [illegible] পরিপুষ্ট, [illegible]
[illegible] দিগের অধীন না হইয়া [illegible] দর্শন
[illegible], হৃদয়ের অভিলষিত পাত্রকেই হৃদয়মন উপহার
[illegible], স্বকীয় মনোনীত ব্যক্তির সহিতই পবিত্র পরিণয়সূত্রে
[illegible]। কিন্তু [illegible] আর্য্যকুলের [illegible] এ বিষয়ে
[illegible] এত [illegible] যে [illegible] বঙ্গের কুমারী-
গণ, [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]
[illegible] অপাত্রে [illegible] হয় [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

রাও, অনেক স্থলে, মানলিপ্সু কিংবা অর্থলিপ্সু অভিভাবকগণের শাসনে, মান এবং অর্থের নিকটই হৃদয়কে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ অসম্মত এবং অবৈধ বিবাহ অবলার কত দুঃখ দুরবস্থার কারণ হয়, সমাজের কত কলঙ্কজনক পাপকে ইহা প্রশ্রয় দিয়া রাখে, দাম্পত্য-ধর্ম্ম এবং পারিবারিক শান্তির মূল দেশে ইহা কিরূপ ভয়ানক আঘাত করে, তাহা বুদ্ধিমান্ এবং সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই অনুমান করিতে পারেন। হৃদয় যাহাকে চায় না, যাহার মুখচ্ছবি দর্শনেও চক্ষু ব্যথিত এবং অন্তঃকরণ ঘৃণাতে পরিপূরিত হয়, যাহার জিহ্বানিঃসৃত প্রত্যেক কর্কশ বাক্যই শ্রুতিকুহরে বিষাগ্নিবর্ষণ করে, যাহার শিষ্টাচার-বিগর্হিত নানাদোষ-দূষিত সাহচর্য্য অপমানের তীব্র যাতনা অপেক্ষাও অধিক যাতনা প্রদান করে, যদি কুলকুমারীগণ, স্নেহমমতা-হীন অভিভাবকদিগের স্বার্থেরই অনুরোধে, তাদৃশ ব্যক্তির হস্তেও উৎসৃষ্ট হয়, নারীর স্বাধীনতা তবে কোথায় অবস্থান করে, তাহা আমরা কিছুতেই বুদ্ধিস্থ করিতে সমর্থ নহি। আমরা এ স্থলে যাহা বলিলাম, বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতেছি, কেহই যেন ইহা অতিচিত্রিত মনে করেন না। ইংলণ্ডের উপন্যাস জগতের সকরুণ বিলাপধ্বনি, ইংলণ্ডের কবিকুলের আক্ষেপ, সংবাদপত্রের আর্ত্তনাদ, সমাজ-সংস্কারকদিগের অশ্রুধারা আমাদিগের প্রত্যেক বাক্যে সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইহাই বরং আমাদিগের অপরাধ যে, আমরা সত্যকে যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে পারিলাম না।

জীবনের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত থাকাও মানব-জীবনের এক

জাগরিকার প্রয়োজন। কারণ যুক্তাত্মার যথার্থ স্ফূর্তি হয়, তাহাই মনুষ্যের যথার্থ জীবন। স্ত্রীশবন্ধুদয়ের আশা ভরসা, কার্য্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে পদবিন্যাস পূর্ব্বক উচ্চতর ব্রতে অগ্রসর না হইলে, জীবনের কিছুই সার্থকতা থাকে না। বঙ্গবাসীরেরা সাধারণতঃ এইরূপ মনে করেন যে, তাঁহাদিগের [illegible] কার্য্যের ক্ষেত্র, অতীব পরিমিত, তাঁহারা [illegible] জীবনের [illegible] ব্যবহার করিতে পারেন। [illegible] বস্তুতঃ তাঁহাদিগের আর একটী শূন্যগর্ভ আক্ষেপ। সত্য বটে, [illegible] সাংসারিক অবস্থার কতপয় উচ্চ-শ্রেণীর নারী, নিজ [illegible] উপর নির্ভর [illegible] প্রভৃতি সম্মাননীয় কার্য্যে অথবা দেশের [illegible] জিতাবস্থানেই [illegible] যাপন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে গণনার মধ্যে আনয়ন না করিলে, [illegible] হয় যে, [illegible] অঙ্গনাগণ মধ্যে যাঁহারা ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, নিতান্ত নিষ্কর্ম্ম-শূন্যজীবন এবং ভোগবিলাসই তাঁহাদিগের অধিকাংশের জীবনের শেষ; যে সকল দুর্ভাগিনীরা দীনের দুঃখনিবাসে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের [illegible] আছে, তাহাদিগের বিরাম নাই। তাহারা [illegible] প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ঘোর নিশাকাল পর্য্যন্তও পরিশ্রম করে, বিপদে, বিপত্তিতে কার্য্যের জন্য [illegible] হয়, যে কোন কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই সম্পাদন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, যদি আরম্ভ করিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাহারা [illegible] এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানবিহীন [illegible]

রের জ্বালা নিবারণ করিতে পারে না। যে দেশের এক শ্রেণীর নারীগণ, কিছুই করিবার নাই বলিয়া, প্রজাপতি পতঙ্গের ন্যায় আমোদ-বনেই সমুদয় দিন বিচরণ করে—নৃত্যগীত প্রসঙ্গেই তনুমন ক্ষয় করিয়া ফেলে; এবং যে দেশের আর এক শ্রেণীর দুঃখিনীরা, গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশকর অভাবের কশাঘাতে, পাপের চরণেও দেহ বিক্রয় করিতে কাতর হয় না, সেই দেশও কি আবার সভ্যতার অভিমান করিবে? ধূমযান, তাড়িত-বার্ত্তাবহ, সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাড়ম্বর ঘটা ব্যতীত, আর কিছুর সহিতই কি সভ্যতার সম্বন্ধ সংস্রব নাই? লোকপ্রবাদ এইরূপ যে, ইংলণ্ড, ভূলোকের স্বর্গধাম। অবলা, কি তবে স্বর্গধামে বাস করিয়াও দুঃখের পারাবার হইতে নিস্তার পাইবে না?

সুসভ্যই হউক, আর অসভ্যই হউক, আমাদিগের প্রাণসম প্রিয় ভারত-ভূমির বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থারও আলোচনা কর। এ দেশের প্রাচীন এবং অভিনব, এই উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই নারীজাতির প্রতি কিরূপ ভাব এবং ব্যবহার নয়ন-গোচর হয়, তাহা চিন্তা কর। আমরা প্রাচীনদিগের আতি-থেয়তা, দয়াশীলতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণরাজির যতই কেন স্তুতি করি না; আমরা কি কখনই তাঁহাদিগকে নারীজাতির প্রতি স্নেহশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং শিষ্টাচার-সম্পন্ন বলিয়া সম্মান করিতে পারি? এদেশের প্রাচীনদিগের অন্তঃকরণে নারীজাতির প্রতি কিরূপ হৃদয়বিদারক অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞার ভাব প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা কি আমাদিগের সমক্ষে শত শত ঘটনায় প্রকাশিত হয় না?

[illegible] কোটি [illegible] সকলেই [illegible] হয় যে, [illegible] পুত্রবধূগণ [illegible] আনন্দের [illegible] অনির্বচনীয় নিরানন্দই তাঁহার [illegible] এবং [illegible] প্রদান করে ; যখন দেখিতেছি, [illegible] পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরূপ পিতা, [illegible] অভিভূত হইয়া, [illegible] দেখিতেছি [illegible] নিদারুণ কৌলীন্য [illegible] কুমারীকে, [illegible] হইতেও অধম [illegible] ব্যবহার করে ; [illegible] স্থানান্তরে [illegible] হইতে প্রস্তুত হয় ; অথচ ধর্ম্মাভিমানী প্রাচীন হিন্দুসমাজ [illegible] তাহাতে লজ্জা [illegible] এবং [illegible]

আমরা কোন্ যুক্তি এবং কোন্ ধর্ম্মের নাম লইয়া সুখের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, কল্পনাকে নিষ্পীড়ন করিয়াও আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। যদি বিদেশীয়েরা আমাদিগকে তিরস্কার করে, দুঃখিত কিম্বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক সাধুতা এবং সত্যানুরাগ আমাদিগের লৌহ-হৃদয়কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া না থাকিলে, অবনত-মস্তকে তাহা শ্রবণ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

আমরা কেবল প্রাচীন সমাজেরই নিন্দা করি না। ন্যায়ের পবিত্র চক্ষুর নিকট নূতন সম্প্রদায়িগণ বরং অধিকতর নিন্দা-ভাজন। প্রাচীনেরা কুসংস্কারজালে আচ্ছাদিত রহিয়া-ছেন, সুতরাং তাহাই তাঁহাদিগের এক বিশেষ প্রতিবন্ধক। কিন্তু কৃতবিদ্য তরুণগণ, শিক্ষালোকে আলোকিত এবং সভ্য-তর বলিয়া পরিচিত হইয়াও কুলনারীদিগের প্রতি যেরূপ নির্লজ্জ আচরণ করেন, তাহা দর্শন করিতে, হৃদয়ে দুঃখ লজ্জা উভয়ই যুগপৎ উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ অশিষ্ট ব্যবহারকে সর্ব্বথাই ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। ইদানীন্তন সময়ের অধিকাংশ যুবাই প্রাচীনগণ অপেক্ষা অধিকতর বিলাসপ্রিয়, এবং এই নিমিত্তই নারীজাতিকে তাঁহারা কেবল একটী বিলাস-সামগ্রীই বিবেচনা করেন। নারীজাতির শিক্ষা এবং স্বাধীনতার জন্য যে, সময়ে সময়ে তাঁহারা চীৎকার করেন, তাহাও অনেক স্থলেই কলুষিত স্বার্থপরতার ফল। তরলপ্রকৃতি তরুণগণ, কুলবধূদিগের বিষয় লইয়া, পরস্পরের সহিত যেরূপ ভয়ানক নির্লজ্জ ভাবে আলাপ করেন কুলবধূদিগকে কুৎসিত কাব্য তন্ত্রে দীক্ষিত

অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। আমরা তাঁহাকে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সভ্য, অসভ্য, সমুদয় স্থানেই বিচরণ করিবার জন্য, হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ঘোর পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও দয়ায় দ্রব হইয়া পড়িবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আমরা যাহা যাহা বলিলাম, সত্যের অর্দ্ধভাগও ইহাতে বিবৃত হইল না!

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, নারীজাতির এই সামাজিক দুর্গতি কি কোন সময়েই অপনোদিত হইবে না? মানবসমাজ এবং অধুনাতন সভ্যতা কি এই লজ্জাকর অপবাদ হইতে কখনই নির্ম্মুক্তি লাভ করিবে না? আমাদিগের বর্ত্তমান উন্নতি কি সমাজের মুখসৌন্দর্য্যেই বদ্ধ থাকিবে? মনুষ্যের দয়া ধর্ম্ম ন্যায়পরতা এবং পবিত্রতা কি অভিধানেই চিরদিন অবস্থান করিবে? আমরা কি জগতের সারভূত অমৃতস্বরূপ প্রীতির নামমাত্র গ্রহণ করিয়াই হৃদয়কে সন্তৃপ্ত রাখিব? এই অন্তর্ভঙ্গুর বহিঃশোভন সভ্যতাতে কি আমরা পরিতৃপ্ত রহিতে পারি? কখনই নহে। আমরা ইচ্ছা করিলেও, করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর কখনই আমাদিগকে এই অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্ত রহিতে দিবেন না। এই যে চতুর্দ্দিকে আমরা অশান্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করি, দিবসে নিশিতে সকল সময়েই পাপের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত থাকি; এই যে চতুর্দ্দিকেই অসুখ, অন্তর্জ্বালা, লোকহৃদয় দহন করিতেছে,—দুঃখ সন্তাপ ক্লেশ দুর্ভোগে, গৃহ গ্রাম জনপদ পরিপূরিত হইতেছে, ইহা দ্বারাই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদিগকে

পার্থিবের উপদেশ করিয়াছেন যে, প্রীতি এবং [illegible] মনকে [illegible] করিবে, তদ্ব্যতীত কিছুতেই [illegible] করিতে পারিবে না। [illegible] এই সমস্ত ঘটনাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ধর্ম্মের [illegible] উপর স্থাপন না করিলে, নরনারী উভয়ের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া, উভয়েরই যথার্থ উন্নতির জন্য সমানভাবে যত্ন না করিলে, উভয়েরই অজ্ঞানান্ধকার এবং পাপ দুর্গতি বিনাশনের জন্য সমানরূপে [illegible] হইলে, কিছুতেই মনুষ্যজাতির কল্যাণ নাই। পৃথিবীর কোটি মনুষ্যও যদি সমবেত হইয়া যত্ন করে, বিশ্বসংসারের সমুদয় [illegible] যদি একত্রিত হইয়া [illegible] করে, ন্যায়ের অটলদণ্ড তথাপি একবিন্দু টলিবার নহে। ন্যায় [illegible], সমুদয় জগতের কার্য্যের মধ্যে [illegible] ব্যবহৃত হয় এবং [illegible] দূরে যাইবার পূর্ব্বেই, ইহাদিগের গতিপথ অবরোধ করে। একটী মনুষ্যই হউক, আর এক কোটি মনুষ্যই হউক, যিনি কিম্বা যাঁহারা ন্যায়ের অবমাননা করিবেন, ন্যায়ের রাজদণ্ড তাঁহার কি তাঁহাদিগের শিরে অবশ্যই নিপতিত হইবে। যখন একটী মাত্র মনুষ্যই ন্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তখন [illegible] একটীমাত্র মনুষ্যের অন্তঃকরণই অনুতাপানলে জর্জ্জরিত হয়; এবং যখন সমুদয় মনুষ্যসমাজ সম্মিলিতভাবে এবং সম্মিলিত হস্তে ন্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তখন সমুদয় মনুষ্য সমাজের সম্মিলিত হৃদয়ই দুর্বিষহ দুঃখ যাতনা অনুভব করে। [illegible] চক্ষু থাকিলেও ইহা দৃষ্ট হয় যে, সংসার নারীজাতির প্রতি অবমাননা করিয়াই অন্যায় এবং অত্যাচারের এক [illegible]

করিয়াছে। ঈশ্বর নরনারীকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রকৃতি তাহাদিগকে ভিন্নরূপে বিভূষিত করিয়াও সমান ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। সংসার তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অসমান করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের চক্ষে ব্যাস, জরাসন্ধ, বেকন, বোনাপার্টি এবং মহম্মদ ও জাহাঙ্গীর প্রভৃতিও যেমন; দুঃখিনী অবলা-জাতিও সম্পূর্ণরূপে সেই প্রকার। উভয়ই তাঁহার ক্রোড়ের ধন। সংসারে দেখিতেছি, এক জন জ্ঞানাচলের ঊর্দ্ধতম শিখরে, আর এক জন অজ্ঞানজলধির অধস্তন প্রদেশে; একজন রাজাধিরাজ, আর একজন রাজপথের কাঙ্গালিনী। স্বার্থোন্মাদ নেপোলিয়নের পুরাতন জীর্ণ পাদুকায় প্রয়োজন রহিল না। প্রীতিপুঞ্জ জসিফিন অমনিই দীনের দীন হইল। পদচ্যুত ভৃত্যের ন্যায়, রাজমুকুট রাজবৈভব সমুদয়ই প্রত্যর্পণ করিয়া ভিখারিণীর ন্যায় রাজপথে বহির্গত হইল। ত্রিভুবনে তিষ্ঠিবারও আর স্থান রহিল না। হেন্‌রীর একটুকু অরুচি হইল। আনোবোলীনের বদনারবিন্দ, ঘাতকের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে অমনিই দেহলতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। মূর্ত্তিমন্তপাপ চতুর্থ জর্জ, শত শত অবলার মান ধর্ম্মকে চর্ব্বণ করিয়াও, ইংলণ্ডের সিংহাসনে সহাস্যবদনে সমাসীন রহিল, প্রজাগণ দ্বিরুক্তিও করিল না, ইতিহাস লেখকগণ ভাষার সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক লেপন করিয়াও তাহার দোষকে গুণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। স্ফটিক তুল্য বিশুদ্ধ-হৃদয়া মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা জনকনন্দিনীর চারু চরিত্রে প্রজাগণ ঘৃণাক্ষরে সংশয়ের আরোপণ করিল; সেই রাজার কুমারী, রাজপুত্রবধূ, রাজমহিষী, পূর্ণগর্ভ অবস্থা-

[illegible] কৰিয়াছেন। [illegible]
[illegible]
[illegible] প্রত্যেক [illegible]
[illegible] একান্ত [illegible]
[illegible] নিয়াছেন। [illegible]
[illegible] নারীজাতির [illegible] । পুরুষজাতি, [illegible]
[illegible] নারী, যথেচ্ছ ব্যবহারের ও ভোগের [illegible]
হয়ত একটুকু শিক্ষার আলোক প্রদান করিলাম [illegible]
[illegible] অবিদ্যার ঘোর অন্ধকারকূপেই নিমজ্জিত করিলাম [illegible]
[illegible] কৃপা করিয়া একটুকু স্বাধীনতা [illegible]
[illegible] শৃঙ্খলেই বদ্ধ রাখিলাম। [illegible]
[illegible] করিয়া, [illegible]
[illegible]
[illegible] করিলাম। কন্যা বিরক্তি হইল, [illegible]
[illegible] করিয়া পদাঘাতে দূর করিলাম।

এই আসুরিক নিষ্ঠুরতা কি প্রকৃতির প্রেমময় [illegible] শোভা পাইতে পারে? এই জগৎ কি আমাদিগের, না পুণ্যময় পরমেশ্বরের? মনুষ্য কে যে, সে নারীজাতিকে [illegible] দিগের [illegible] অধিকারে বঞ্চনা করে? [illegible]

নারীজাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে [illegible] [illegible] শিক্ষা প্রদান করা [illegible] [illegible] তাহা সমালোচিত হইয়াছে। নারীজাতির [illegible] অধিকার আছে কি না, এবং [illegible]

নতা সমাজের কল্যাণকর, কি অকল্যাণকর, তাহারও আলোচনা হইয়াছে। আমরা উপসংহার সময়ে, অধিক আর কিছুই না বলিয়া, মানব-সমাজের নিকট নারী-জাতির পক্ষে, এই মাত্র ভিক্ষা চাই যে, ঈশ্বরের সন্তান, অনন্তের অধিকারী, এবং মহিমান্বিত মনুষ্যজাতির জীব বলিয়া, যে সম্মান ভোগ করিতে পৃথিবীর প্রত্যেক মনুষ্যই অধিকারী হয় ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে নারীজাতিরও প্রত্যেকেই যেন সেই সামাজিক সম্মান লাভ করে। জনক জননী যেন সন্তানগণের হৃদয়ে সমোচ্চ আসনে অধিরূঢ় থাকেন। স্নেহাস্পদ পুত্রে এবং স্নেহময়ী দুহিতায় যেন কিছুই প্রভেদ করা না হয়। ভ্রাতা এবং ভগিনী যেন সমান মর্য্যাদা উপভোগ করিয়া, সমান যত্নে লালিত এবং সমানরূপে শিক্ষিত হইয়া, পিতার স্নেহ বৈভবের সম্পূর্ণ সমান অধিকারী হয়। সহধর্ম্মিণী যেন পৃথিবীর কোথায়ও স্বামীর ক্রীতদাসী, কোথায়ও বিলাস বস্তুর ন্যায় ব্যবহৃত না হইয়া, সুখ দুঃখের চির-সঙ্গিনী, সম্পদ বিপদ মানাপমানের চির সহচরী এবং অনন্ত কালের হৃদয়সখীর ন্যায় যথার্থ সম্মান লাভ করে।

বলবান্ যদি প্রপীড়িত কিংবা অবমানিত হয়, তাহাতে আমাদিগের তাদৃশ দুঃখ ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। কিন্তু অবলাই যাহাদিগের নাম, যাহাদিগের সম্মান মর্য্যাদা, পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপেই আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছেন, যাহারা, সকল সময়ে এবং সকল বিষয়েই, দীননয়নে, আমাদিগের প্রতীক্ষা করে, আমাদিগের যৎসামান্য ক্লেশ যাতনাও যাহাদিগের মুখকান্তিকে মলিন এবং বক্ষঃস্থলকে নেত্র-

[illegible] সময় [illegible] আমরা জানি এই যে [illegible] থাকুক, [illegible] অপরাধিগের জন্য প্রাণদানও [illegible] না ; যদি তাহারাও আমাদিগের নিকট সঙ্কুচিত অধীন এবং [illegible] মর্য্যাদালাভে অধিকারী না হয়, তবে মনুষ্যের প্রতি [illegible]। যদি স্নেহের প্রত্যুত্তরে ভক্তিদান করা, ভক্তির প্রত্যুত্তরে স্নেহ দান করা, এবং প্রীতির প্রত্যুত্তরে প্রীতি দান করা, মনুষ্যের পরমসেব্য ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় ; যদি মানুষের কোমলতাকে, সংসারের সকল প্রকারের ক্লেশ কাঠিন্য হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করা জ্ঞানের অবশ্য কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে অবলার সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিতেও প্রস্তুত হওয়া, অবশ্যই যথার্থ পুরুষধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। নারীর সম্মাননা বস্তুতই সভ্যতার শিরোভূষণস্বরূপ। মনুষ্যজাতি যথার্থ সভ্যতা এবং যথার্থ উন্নতির দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, নারীর সম্মানও বস্তুতঃ ততই পরিবর্দ্ধিত হয়। যে জাতি যে সময়ে যে পরিমাণে হীনদশায় অবস্থান করে, সমাজের নারীভাগও সেই জাতিতে সেই সময়ে ঠিক সেই পরিমাণে অবহেলিত থাকে। সমুদয় মনুষ্য সমাজের ইতিবৃত্তই ইহার সাক্ষী। সভ্য অসভ্য সকল দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাই ইহার প্রমাণস্থল। নারীর সম্মাননা, ভদ্রতারও অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী, বীরহৃদয় পুরুষের অন্তরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের প্রকৃতিই ই[illegible] উপদেশ করে। তাঁহাদিগের অন্তর নিহিত সমুদয় মহদ্ভাব ইহার অনুমোদন করে। ওয়াসিংটন এবং গ্যারিবল্ডী প্রভৃ[illegible] মহামান্য [illegible] গণ [illegible] নারীর সম্মাননা করিতে থাকে[illegible]

না। যাঁহারা পুরুষকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, দৃষ্টিতে, বাক্যেতে কার্য্যেতে কিংবা আচরণে নারীর অবমাননা করিতে সাহসী হন, তাঁহারা বস্তুতই কাপুরুষ, এবং কাপুরুষ বলিয়াই তাঁহাদিগের উপেক্ষিত হওয়া উচিত।

নারীজাতি মানবসমাজে যথার্থ সম্মান লাভ করিতে পাইলে, সকল স্থলে এবং সকল বিষয়েই মনুষ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, লোকালয়ের কত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, জনসমাজ কত উন্নতি লাভ করিবে, পৃথিবীর আচার ব্যবহার কতদূর মার্জ্জিত হইবে এবং পবিত্রতার সম্মান কত দূর পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠে। পুরুষজাতির প্রধান ব্যক্তিরা এইক্ষণ একাকীই সংসারের দুঃখ দুর্গতি এবং পাপের সহিত সংগ্রাম করেন, একাকীই অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু ত্রিভুবনবিজয়ি কালস্রোতের অজেয় শক্তিতে, যখন পুরুষের বুদ্ধি এবং নারীর হৃদয়, পুরুষের অবিচলিত সাহস এবং নারীর সস্নেহ সহানুভূতি, পুরুষের ন্যায়ধর্ম্ম এবং নারীর নয়নবারি, সম্মিলিত হইয়া সমাজ শোধনে ব্যাপৃত হইবে; যখন জ্ঞান এবং প্রীতি, বিবেক এবং দয়া, পরস্পরের সহিত প্রণয়ের সূত্রে পরিণীত হইয়া, সংসারের শুভানুচিন্তনে নিমগ্ন হইবে, যখন পিতা দুহিতাকে কঠোর তত্ত্বশাস্ত্রে উপদেশ করিবেন, এবং মাতা পুত্রকে সস্নেহ বাক্যে ঈশ্বরের করুণা এবং পবিত্রতার মাধুর্য্য বিষয়ে শিক্ষা দিবেন; যখন ভ্রাতা এবং ভগিনী স্নেহের রজ্জুতে সুদৃঢ় বদ্ধ হইয়া, পরস্পর পরস্পরের হৃদয় মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা করিবে, এবং পবিত্র প্রণয়-

মত্ত সম্পত্তি, ধর্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগের সহিত হৃদয়ের বিনিময় করিয়া, প্রীতির অবিমিশ্র সলিলে নিমজ্জমানা সহচরী করি, সেই দেশের বিদ্যালয়ে, ভজনালয়ে, ধর্মাধিকরণে, ব্যবস্থা মন্দিরে সকলেই নরনারী সমান শোভা ধারণ করিবে, সমান সম্মান লাভ করিবে। অধিক দিন নয়, আজ [illegible] বৎসর অতিবাহিত হইল, আমেরিকার [illegible] স্বাধীন হইল। তত্রত্য [illegible] এবং [illegible] দুরাচারের বিরুদ্ধে করুণার নামে চীৎকার করিয়া যথার্থ [illegible] যে [illegible] দমাকৃত করিয়াছেন, নারীর অশ্রুধারা সমাজের পাপকলঙ্ক ধৌত করিতে পারে কি না ইহার যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, সকল স্থানের সহৃদয়া অবলাগণ [illegible] এই দুর্গতির বিরুদ্ধে সেইরূপ করুণকণ্ঠ উত্তোলন করিবে, [illegible] করিবে, পৃথিবী বস্তুতঃ তখনই শান্তির সলিলে অবগাহন করিবে। ঈশ্বর করুন মানবমণ্ডলের সেই চিরবাঞ্ছিত শুভদিন যেন অচিরেই অভ্যুদিত হয়। প্রীতির বিজয়দুন্দুভি যেন পৃথিবী [illegible] নিনাদিত হয়। পবিত্রতার হিল্লোল যেন সর্বত্রই প্রবাহিত হয়, এবং স্বর্গও যদি বিচূর্ণিত হইয়া যায়, নারীর রাজ-সিংহাসন যেন তথাপি অবনীতলে বিরাজ করে।

সম্পূর্ণ।